সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

ম. সুভরভা, ব. রম্যানভ

সম্পত্তি-মালিকানা কী

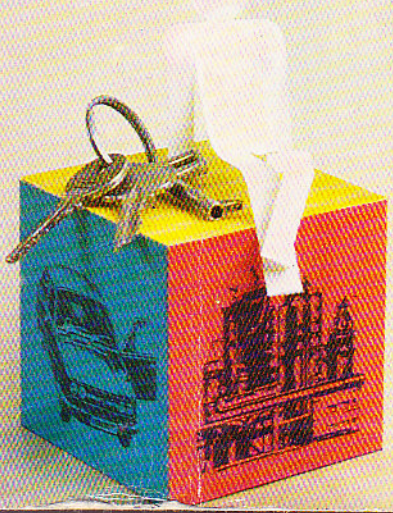

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

১৩৮

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

ম. সুভরভা, ব. রমানভ

সম্পত্তি-মালিকানা কী

GRONTHO.COM

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী : ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

АВС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

М. Суворова, Б. Романов

ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННОСТЬ?

На языке бенгали

ABC OF SOCIAL AND POLITICAL KNOWLEDGE

M. Suvorova, B. Romanov

WHAT IS PROPERTY?

In Bengali

© Progress publishers, 1986

বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

C $\frac{0602000000-193}{014(01)-89}$ 247—89

ISBN 5-01-001404-1

সূচি

GRONTHO.COM

মুখবন্ধ ৫

অধ্যায় ১। উৎপাদন প্রণালী ও তার দুটি উপাদান: উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক ১১

অধ্যায় ২। উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা ও উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যবস্থাতন্ত্রে তার স্থান ৩৫

অধ্যায় ৩। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা ৬৪

অধ্যায় ৪। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের বণ্টন ৯৫

অধ্যায় ৫। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার রূপগুলি ১১৬

অধ্যায় ৬। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার বিকাশ . ১৪৭

অধ্যায় ৭। সমাজতন্ত্রে ভোগের সামগ্রীতে মালিকানা ১৫৭

ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ ১৭৩

মুখবন্ধ

সম্পত্তি-মালিকানা হল অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বুনিয়াদি উপাদান, তাই সম্পত্তি-মালিকানা ও নিয়ম-শাসিত রূপ-পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার বিকাশ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞানসম্মত অভিমত ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক মূলস্তম্ভ।

বহু দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও অর্থনীতিবিদ সম্পত্তি-মালিকানার অন্তর্বস্তু উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন — এবং করে চলেছেন — কিন্তু প্রকৃতই সেটা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসই।

তাঁদের পূর্বসূরীরা — ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী আঁরি-ক্লদ সাঁ-সিমোঁ ও শার্ল ফুরিয়ে, ইংলণ্ডীয় বুর্জোয়া অর্থনীতির মহৎ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো

ও জার্মান চিরায়ত দার্শনিক গিয়র্গ ভিলহেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল-এর মতো অসামান্য চিন্তানায়ক যাঁদের অন্তর্ভুক্ত — উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের দশা নির্ভর করে সম্পত্তি-মালিকানার উপরে; কিন্তু তাঁরা সবাই সম্পত্তি-মালিকানাকে একাত্ম করেছিলেন বৈষয়িক মূল্য উপযোজনের সঙ্গে এবং মালিকানার নিয়মে প্রতিফলিত সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে; তাই তাঁরা সম্পত্তিমালিকানার অন্তর্বস্তুকে সম্পত্তিতে অধিকারে পর্যবসিত করেছিলেন।

মার্কসবাদ এই মত পোষণ করে যে বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে লোকেদের মধ্যে প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্পর্কই সম্পত্তি-মালিকানার অন্তর্বস্তু। সেই অর্থে, সম্পত্তি-মালিকানা হল লোকেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক, একটি জিনিসের সঙ্গে একজন ব্যক্তির সম্পর্ক নয়; যে সম্পর্ক একটি জিনিস বা বস্তুগত পরিসম্পদের (বিষয়) উপরে সেই ব্যক্তির (বিষয়ী) ক্ষমতায় প্রকাশিত হয়। সম্পত্তি-মালিকানাকে মানুষের বাহ্যিক পৃথিবীর বস্তুসমূহ উপযোজন করার স্বাভাবিক সামর্থ্য বলেও সংজ্ঞায়িত করা যায় না, যে জন্য রবিনসন ক্রুশোর অর্থনীতি থেকে এবং তার চার পাশের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে সম্পত্তি-মালিকানা আহরণ করার যে চেষ্টা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা করেন, সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধ নয়। সামাজিক জীব হিসাবে, মানুষ সমাজ-সঞ্জাত এবং সে সব সময়েই তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালায় কোনো না কোনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে, যার ফলে সম্পত্তি-মালিকানার

উৎস আহরণ করা উচিত একজন ব্যক্তিমানুষের জীবন থেকে নয়, বরং সমাজের বৈষয়িক জীবনের অবস্থা থেকে।

ফলত, আমরা যদি সম্পত্তি-মালিকানা ও তার অন্তর্বস্তু বুঝতে চাই, কীভাবে তা উদ্ভূত হয় ও কেন তা বদলায় সেটা যদি বুঝতে চাই, তা হলে বৈষয়িক মূল্যের সামাজিক উৎপাদনে লোকেদের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ক, যে সম্পর্ক তাদের ইচ্ছা ও চৈতন্য-নিরপেক্ষ, সেই সম্পর্ক আমাদের বিশ্লেষণ করা উচিত।

সে কথা বলার পর, মার্কসবাদ স্বীকার করে যে সম্পত্তি-মালিকানার সমস্যাটি জটিল ও বহুমুখী। সম্পত্তি-মালিকানার বিষয়গত ভিত্তি রয়েছে সামাজিক উৎপাদনে, এবং তার অন্তর্বস্তু বোঝার পক্ষে এটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সম্পত্তি-মালিকানার বহিঃপ্রকাশের বাহ্যিক রূপগুলিও আছে, যার একটি হল সম্পত্তিতে অধিকার। এটা হল সম্পত্তি-মালিকানার বাস্তব অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তুর এক প্রতিফলন, অর্থাৎ তা হল সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানার পক্ষে গৌণ ও তা থেকে আহৃত। অধিকন্তু, মানবচৈতন্যে লোকেদের মধ্যে বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নামিক প্রতিফলন হওয়ায়, সেই অধিকার সম্পত্তি-মালিকানার অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তুকে প্রায়শই বিকৃত করে।

যেমন বুর্জোয়া আইন ধরে নেয় যে পুঁজিবাদী সমাজের সকল সদস্যই — পুঁজিপতিরা, মজুরি-শ্রমিকরা ও কৃষকরা — ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক; যে-পুঁজিপতি বিশাল বিশাল উদ্যোগের মালিক ও হাজার হাজার

মজুরি-শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে, যে মেহনতি মানুষের নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই, যে কৃষক ছোট এক খণ্ড জমির মালিক, যেখানে কাজ করে সে নিজে আর তার পরিবারের সদস্যরা — এ সবের মধ্যেকার গুণগত প্রভেদ অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অন্তঃসার যা প্রকৃতই নির্ধারণ করে, তা এই যে পুঁজিপতি যেখানে উৎপাদনের উপায়ের মালিক, সেখানে শ্রমিকের হাতে কোনো উৎপাদনের উপায় নেই; তাই সে একটা মজুরির জন্য নিজেকে ভাড়া খাটাতে বাধ্য, অর্থাৎ নিজের শ্রমশক্তি পুঁজিপতির কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য, যে পুঁজিপতি তার উপরে নির্মম শোষণ চালায়।

তাই, সম্পত্তি-মালিকানা হল একাধারে এক বিষয়গত ব্যাপার, যা মানুষের ইচ্ছা ও চৈতন্য নিরপেক্ষ, এবং এক বিষয়ীগত, অগভীর ব্যাপার, যা বিভিন্ন আইনগত রূপে প্রকাশ পায়।

অর্থশাস্ত্র সম্পত্তি-মালিকানাকে অধ্যয়ন করে সামাজিক উৎপাদনে প্রকাশমান এক বিষয়গত সম্পর্ক হিসেবে, সামাজিক উৎপাদনের গতিপথে লোকেদের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে, অর্থাৎ, তাদের উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে। উৎপাদনসম্পর্ক যেহেতু নিজেরাই উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের উপরে নির্ভর করে ও সেগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে সমাজ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ এক নিয়ম-শাসিত প্রক্রিয়ায় আরেকটি রূপের দ্বারা বাতিল ও প্রতিস্থাপিত

হয়: আদিম সম্প্রদায়গত সম্পত্তি-মালিকানার স্থান গ্রহণ করে দাস-মালিক সম্পত্তি-মালিকানা, দাস-মালিক সম্পত্তি-মালিকানার স্থান গ্রহণ করে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানা এবং পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার স্থান গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক (কমিউনিস্ট) সম্পত্তি মালিকানা। সেই জন্যই সম্পত্তি-মালিকানা সংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত অভিমত এই ধারণার সঙ্গে বেমানান যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা মানুষের পরিবর্তনাতীত প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই স্বাভাবিক সম্পত্তি-মালিকানা, এবং তাই সমানভাবে পরিবর্তনাতীত ও চিরন্তন। সম্পত্তি-মালিকানা সম্বন্ধে এরূপ অভিমত সম্পত্তি-মালিকানা সংক্রান্ত সমস্ত বুর্জোয়া মতবাদেই পরিব্যাপ্ত, সেগুলির শ্রেণী উদ্দেশ্য হল একথা প্রমাণ করা যে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার 'অলঙ্ঘনীয়' নীতি স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী।

তাই, মার্কসবাদ সম্পত্তি-মালিকানার ধারণাটিকে বিষয়গত উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করে। ভাষান্তরে, সম্পত্তি-মালিকানা মুখ্যত এক অর্থনৈতিক ব্যাপার। তা হলে এই বৈধ প্রশ্নটি ওঠে: এক অর্থনৈতিক ব্যাপার হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা কী?

অন্য যে কোনো বিজ্ঞানের মতো, অর্থশাস্ত্রও তার সামান্যীকরণ ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করে নানান ধারণায় ও সংজ্ঞার্থে, সেটাই তার সবিশেষ ভাষা। সেই জন্যই, সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের অন্তঃসার সম্বন্ধে একটা

পরিষ্কার বোধ লাভ করতে হলে, বিভিন্ন যে সব ধারণা ও পরিভাষা এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি লেখকদের সঙ্গে পাঠকদেরও একই অর্থে বোঝা দরকার। এখানে এই বিষয়টি উল্লেখ্য যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য ধারার বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদরা সুসংলগ্ন কোনো বৈজ্ঞানিক ভাষা তৈরি করতে অপারগ হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা একই ধারণাগুলির বিভিন্ন ভাষ্য দিয়ে থাকেন।

একমাত্র মার্কসীয়-লেনিনীয় অর্থশাস্ত্রই এক সুসংলগ্ন ধারণাগত বাগ্‌বৈশিষ্ট্য বিশদ করেছে, যার ধারণা ও সংজ্ঞার্থগুলি সমাজের অর্থনৈতিক জীবন অধ্যয়ন সম্বন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। যে সমস্ত পরিভাষা মার্কসবাদী অর্থনৈতিক রচনাদিতে অতি-ব্যবহৃত ও স্বীকৃত, এবং যেগুলি এই বইতেও ব্যবহৃত হয়েছে, সেই পরিভাষাগুলির এক সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যা আমরা এর পরিশিষ্টে দিয়েছি।

অধ্যায় ১

উৎপাদন প্রণালী ও তার দুটি উপাদান: উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক

১। বৈষয়িক উৎপাদন: সমাজজীবনের ভিত্তি

মানুষের চৈতন্য ও ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে তাদের সামাজিক সত্তার মুখ্যতা ও নিয়ামক ভূমিকার স্বীকৃতিই সমাজজীবন অধ্যয়নের ব্যাপারে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসার। এখানে সামাজিক সত্তা বলতে বোঝায় এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তব মানবিক ক্রিয়াকলাপ।

জনগণই সর্বদা ইতিহাস তৈরি করে, এবং লোকে সাধারণত তাদের অর্থনৈতিক আচরণের কারণ তাদের নিজেদের বাসনা, ভাবাবেগ ও বিষয়ীগত লক্ষ্যের উপরে আরোপ করে বলে ইতিহাসের বস্তুবাদী অভিমত বোঝা কঠিন হয়। বুর্জোয়া গবেষকরা বলেন যে অর্থশাস্ত্রের (যাকে

তাঁরা বলেন 'অর্থনীতি') প্রধান কাজ হল মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ীগত প্রেষণাগুলি অধ্যয়ন করা, কিন্তু লোকের কেন এই সমস্ত বিশেষ প্রয়াস ও লক্ষ্য থাকে, প্রেষণাগুলির উৎস কোথায় তার ব্যাখ্যা করা হয় না।

বুর্জোয়া অর্থনীতি সংগতিহীন এই কারণে নয় যে তা মানবিক ক্রিয়াকলাপের উৎসসন্ধান করে ভাবগত চালক-শক্তির মধ্যে এবং সেগুলিকেই অধ্যয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, সংগতিহীন এই কারণে যে সেখানেই তা থেমে যায় এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত বিষয়গত কারণগুলি পরীক্ষা করতে অপারগ হয়।

মার্কসবাদ মানবচৈতন্য বা ভাবগত চালক-শক্তিগুলিকে উপেক্ষা করে না, কিন্তু তা এগুলিকে ঐতিহাসিক ব্যাপারসমূহের চূড়ান্ত কারণ বলে গণ্য করে না। ইতিহাসের সত্যকার চালক-শক্তিগুলি নিহিত রয়েছে ব্যক্তিমানুষদের, তারা যত অসামান্য হোক না কেন, তাদের উদ্দীপকগুলির মধ্যে নয়, বরং সেই সমস্ত উদ্দীপকের মধ্যে, যেগুলি বিপুল সংখ্যক জনসাধারণকে, গোটা এক একটা শ্রেণী ও জাতিকে গতিশীল করে। এই সমস্ত ব্যাপক উদ্দীপকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে সেগুলি স্থায়ী ও অটল, কেননা শেষাবধি সেগুলি মানুষের জীবনের বৈষয়িক অবস্থাসঞ্জাত, তাদের সামাজিক সত্তাসঞ্জাত।

মানব জীবনের বৈষয়িক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হল, প্রথম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থাৎ জমি ও জল, উদ্ভিদ ও

জীবজগৎ, খনিজ সঞ্চয় ও আবহাওয়া সমেত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি; দ্বিতীয়, জনসমষ্টি, তার আয়তন ও গঠনবিন্যাস; ও তৃতীয়, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করার প্রণালী বা উৎপাদন প্রণালী। অর্থশাস্ত্র শেষোক্তটিকে অধ্যয়ন করে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বৈষয়িক ভিত্তি হিসেবে।

দুই ধরনের বৈষয়িক অবস্থায় সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশ ঘটেছে। এক দিকে, রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা বিকশিত হয় তার সহজাত নিয়ম অনুযায়ী এবং যা এখনও পর্যন্ত অনেকখানিই রয়েছে মানুষের সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মনের বাইরে। অন্য দিকে, প্রকৃতির জ্ঞাত নিয়মগুলির সচেতন ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রকৃতির উপরে এক সক্রিয় অভিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে তার জীবনের সুনির্দিষ্ট অবস্থাগুলি: ব্যাপক অর্থে বৈষয়িক উৎপাদন ও বৈষয়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি।

যুগ যুগ ধরে, মানুষের শ্রম পারিপার্শ্বিক বৈষয়িক পৃথিবীকে এক অর্থে দ্বিগুণ করেছে। যেমন, মানুষ শহর ও গ্রাম গড়েছে, বিশাল বিশাল জমির উপর ছড়িয়ে দিয়েছে রেলপথ, সড়ক, বিদ্যুৎশক্তি ট্রান্সমিশন লাইন আর পাইপলাইনের জালবিস্তার। সমস্ত কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র, খনি, খামার, নির্মাণক্ষেত্র, প্রভৃতিতে মানুষের চারপাশের বহুবিচিত্র বস্তুজগত আজ নিরন্তরভাবে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এক সম্প্রসারণশীল পরিসরে। মানবশ্রমের এই উৎপাদগুলি প্রকৃতির স্বাভাবিক উৎপাদগুলির মতোই বৈষয়িক। সমগ্র আধুনিক প্রযুক্তি, রেন্চ থেকে কম্পিউটর পর্যন্ত, এবং

সমস্ত ভোগ্যপণ্য (খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, জুতো, গৃহস্থালির বাসনকোসন, পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি), এই সমস্ত বৈষয়িক জিনিসই মানুষ তৈরি করেছে প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ থেকে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, আর মানুষ নিজে হল প্রকৃতির এক অংশ, প্রকৃতির বিকাশের সর্বোচ্চ উৎপাদ।

মানবজীবনের বৈষয়িক অবস্থাগুলি মোটেই অপরিবর্তনীয় নয়, সেগুলি বিকশিত ও উন্নত হয়ে চলে। তার সঙ্গে জড়িত থাকে প্রথমত শ্রমের অবস্থা ও চরিত্রে পরিবর্তন।

২। সামাজিক শ্রম

শ্রম হল মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়া, যার লক্ষ্য হল আগে থেকে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ সচেতনভাবে রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সারপদার্থ উপযোজন। শ্রমের স্বাভাবিক প্রত্যঙ্গগুলি — মাথা আর হাত — বিকশিত ও ত্রুটিহীন হয় শ্রমমূলক ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়েই। সেই সঙ্গে, মানুষ শ্রমের সাধিত্রগুলিকে বিকশিত ও ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের এই প্রত্যঙ্গগুলি বিস্তৃত হয় ও আরও অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

শ্রম শুধু মানুষেরই মধ্যে সহজাত এক ক্রিয়া, সেটাই তাকে জীবজগৎ থেকে বিশিষ্টভাবে আলাদা করে তোলে। পশুপ্রাণীরা 'কাজ' করে, কথাটা বলার অর্থ হল আলঙ্কারিক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা, কেননা

তাদের 'শ্রম' উদ্ভূত হয় প্রাকৃতিক সহজ-প্রবৃত্তি থেকে, সেই সহজ-প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। মার্কস বলেছেন, শ্রেষ্ঠতম মৌমাছিদের থেকে নিকৃষ্টতম স্থপতিকে যে জিনিসটি পৃথক করে, তা এই যে 'স্থপতি তার ইমারত বাস্তবে তৈরি করার আগে কল্পনায় খাড়া করে।'*

শ্রম-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল এই মূল উপাদানগুলি: ১) মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, বা খোদ শ্রম; ২) শ্রম প্রয়োগের বস্তু: শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষ যার উপরে কাজ করে; এবং ৩) শ্রমের সাধিত্র (হাতিয়ার, উপকরণ): শ্রম প্রয়োগের বস্তুগুলির উপরে কাজ করার জন্য মানুষ যেগুলি ব্যবহার করে। শ্রম প্রয়োগের বস্তুগুলি ও তার সঙ্গে শ্রমের সাধিত্রগুলি মিলে গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়, আর খোদ শ্রম হয় উৎপাদনশীল শ্রম। উৎপাদনশীল শ্রমের সেই সংজ্ঞার্থটি যেকোনো সমাজব্যবস্থাতেই সত্য। মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হিসেবে, শ্রমের লক্ষ্য হল বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করা, অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিস মানুষের শারীরিক ও আত্মিক চাহিদা মেটায় সেগুলি উৎপাদন করা। শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য মানুষের আছে বলে, সে হল একটি শ্রমশক্তি, বৈষয়িক ও আত্মিক উৎপাদনে যা রূপায়িত হয়।

---

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 174.

কিন্তু মানুষের বহুবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্যগুলির নিতান্ত উৎসের চাইতেও শ্রম আরও বেশি কিছু: তা একটি প্রক্রিয়াও, যা মানবিক ক্রিয়াকলাপের সারবস্তুকেই প্রকাশ করে, যা মানুষকে সক্ষম করে তোলে জীবজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে। শ্রম মানুষকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছে; ভাষান্তরে, সে যা, শ্রমই তাকে তাই তৈরি করেছে; এবং একমাত্র শ্রমের প্রক্রিয়াতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত ও ত্রুটিহীন হয়। স্কটিশ ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক টমাস কার্লাইল জোর দিয়ে বলেছিলেন যে শ্রমই হল মানুষের বাস্তব জীবন, আর রুশ লেখক লেভ তলস্তোয় মনে করতেন যে অলসতা হিসেবে সুখের ধারণটা হল সবচেয়ে বিস্ময়কর বিভ্রম।

কাজ করার প্রয়োজন প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিমানুষে কমবেশি মাত্রায় সহজাত একটি সুস্থ জীবাঙ্গের সারগর্ভ প্রয়োজন হিসেবে, সেই কাজে ব্যক্তিমানুষ তার অন্তঃসারকে রূপায়িত করে। কিন্তু কাজের প্রতি ব্যক্তিমানুষের নিজের মনোভাব ও কাজের চরিত্র নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার উপরে। বহু শতাব্দী ধরে অপরের জন্য গোলামসুলভ কাজ আর জনসাধারণের উপরে পাশবিক শোষণ তাদের শ্রমকে পরিণত করেছে গুরুভার বোঝায় এবং সর্বজনীনভাবে প্রয়োজনীয় মানবিক ক্রিয়া হিসেবে শ্রমের অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে। ক্রীতদাস আর ভূমিদাস যেটা সবচেয়ে বেশি কামনা করত তা হল কাজকে একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া, কেননা তাদের জবরদস্তি কাজ করানো হত (অ-অর্থনৈতিক উপায়ে)

শোষকদের জন্য। পুঁজিবাদী সমাজে মজুরি-শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার আছে বটে, কিন্তু তারাও পুঁজিপতির জন্য কাজ করতে (অর্থনৈতিকভাবে) বাধ্য হয়।

অতএব, শোষক শ্রেণীগুলি — দাস-মালিকরা, সামন্ত প্রভুরা ও পুঁজিপতিরা — জনসাধারণের শ্রমকে কষ্টসাধ্য, হাড়ভাঙা খাটুনিতে পরিণত করেছে এবং কাজের প্রতি এক বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে। শোষক শ্রেণীগুলি নিজেরা উৎপাদনশীল শ্রমকে অপছন্দ করত। যেমন, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের মহৎ লেখক, ইংলণ্ডের অ্যাডাম স্মিথ শ্রমকে দেখেছিলেন অভিশাপ হিসেবে এবং বিশ্রামকে মুক্তি ও সুখ হিসেবে।

শ্রম হল বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এক উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়া; সেই বৈষয়িক মূল্যগুলি স্বয়ং মেহনতি মানুষটির ও অন্যান্যদের চাহিদা পূরণ করে। শ্রম যদি কারও প্রয়োজন না হয়, তা হলে শ্রমের প্রধান গুণটিই অন্তর্হিত হয়। গ্রীক পুরাণে, ভগবানরা যখন লোকেদের উপরে কঠোরতম শাস্তি দিতে চাইতেন, তখন তাদের পুরোপুরি অর্থহীন সব কাজ করতে বাধ্য করতেন। সিসিফাসকে বিরাট একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের উপরে তুলতে হত, কিন্তু সেটা আবার গড়িয়ে নিচে নেমে আসত; দানাইদেসকে একটা তলহীন পাত্রে চিরকাল জল ঢেলে যেতে হত — নিজেদের শ্রমের চূড়ান্ত অকার্যকরতা সম্বন্ধে বোধ থেকে যে নৈতিক, তথা কায়িক, কষ্টভোগ দেখা দেয় এ হল তারই মূর্তিস্বরূপ।

জীবনধারনের উপায় পাওয়ার জন্য মানুষ প্রাকৃতিক পদার্থকে নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এবং তাকে বিভিন্ন উপযোগী জিনিসের আকার দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এক সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু, জীবনধারণের উপায় লোকেরা নিজেরাই নিজে থেকে পায় না, পায় অন্যান্য লোকের সঙ্গে একত্রে মিলে, এবং সেই অর্থে বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন এক সম্মিলিত সামাজিক ক্রিয়া। সেই জন্যই উৎপাদনের মধ্য দিয়ে দু ধরনের সম্পর্ক দেখা দেয়: প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সম্মিলিত উৎপাদনের মধ্যে অন্য লোকেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয় এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তাতে পূর্বানুমিত। সেই অর্থে, উৎপাদন সর্বদাই সামাজিক, যার ফলে আমরা যখন বলি যে শ্রম ও উৎপাদন সামাজিক তখন আমরা এটাই বোঝাই যে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে লোকে সর্বদাই একত্রে অংশগ্রহণ করে (কোনো বিশেষ ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ রূপে)। সামাজিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য মুখ্যত চিহ্নিত হয় জনগণ যে প্রণালীতে প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করে, তাই দিয়ে। যে প্রণালীতে জনগণ জীবনধারণের উপায় লাভ করে, তা নির্ধারণ করে উৎপাদনে জড়িত লোকদের মধ্যে উৎপাদগুলি কীভাবে বণ্টিত হবে, কীভাবে সেগুলি বিনিময় ও ভোগ করা হবে।

উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগকে যাঁরা স্বতন্ত্র

ও বিচ্ছিন্ন ধরনের মানবিক ক্রিয়া বলে গণ্য করেন, সেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের বিপরীতে, মার্কসবাদীরা সেগুলির আন্তঃসংযোগ ও ঐক্য প্রকাশ করেছে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদন করেছে। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ একই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার, অর্থাৎ, উৎপাদনের ক্রমাগত ও পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়ার আন্তঃসংযুক্ত পর্ব। এখানে প্রকৃত উৎপাদন-প্রক্রিয়া হল পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক ও নিয়ামক পর্ব, এবং বৈষয়িক মূল্যগুলির বণ্টন, বিনিময় ও ভোগে লোকেদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ভর করে উৎপাদনে তাদের সম্পর্কের উপরে।

৩। উৎপাদিকা শক্তিসমূহ

আশু উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের পর্বগুলির ঐক্য হিসেবে, ব্যাপক অর্থে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া হল মানুষের মৌল ক্রিয়াকলাপের প্রধান ক্ষেত্র, যার মধ্য দিয়ে লোকেরা প্রকৃতিকে বদলায়, নিজেদের বদলায় এবং পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলায়। সেই জন্যই সামাজিক উৎপাদন রয়েছে অন্তহীন গতিতে, যেটা তার ক্রমাগত প্রগতিশীল বিকাশের প্রক্রিয়া। ফলত সাধারণভাবে, কাল ও স্থানের বাইরে কোনো উৎপাদন নেই, কিন্তু সর্বদাই উৎপাদন রয়েছে সমাজবিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে, অথবা রয়েছে এক নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন প্রণালী।

সেই প্রক্রিয়ার পিছনে চালক-শক্তি হল মানুষের

উৎপাদনী ক্ষমতার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন, যার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়িত তাদের সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন। উৎপাদন প্রণালী হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও বিকাশের এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে উৎপাদন সম্পর্কের এক সুনির্দিষ্ট ঐক্য, তাই উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাগুলি হল মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের প্রধান ধারণাগুলির অন্যতম।

সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহ গঠিত হয়, প্রথমত, মানুষের জ্ঞান, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও শ্রম দক্ষতা সমেত মানুষদেরই নিয়ে ও দ্বিতীয়ত, মানুষের তৈরি শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম প্রয়োগের বস্তু নিয়ে, যেগুলি দিয়ে তৈরি হয় মানুষের দ্বারা গতিশীল করা উৎপাদনের উপায়। মানুষরা হল সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের প্রধান উপাদান, কেননা তারাই উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অন্যান্য, বস্তুগত উপাদান — উৎপাদনের উপায় — তৈরি করে এবং সেগুলিকে গতিশীল করে। সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষ বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্য সৃষ্টি করে, যার ফলে তার সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তার বিকাশের অর্থ মুখ্যত দাঁড়ায় উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে, জীবনের বৈষয়িক অবস্থা স্রষ্টা হিসেবে তার বিকাশ।

বুর্জোয়া পণ্ডিতরা দাবি করেন যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে একটা ব্যক্তিসত্তা হিসেবে ধরে না, তাকে বাকি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সমান করে দেখে। তাঁরা বলেন, মানুষ হল নীতিশাস্ত্রের বিষয়, এবং তার ব্যক্তিগত উৎকর্ষই — সর্বোচ্চ মূল্য। সেই জন্য

মানুষের বিকাশের অর্থ হল তার নৈতিক আত্মোৎকর্ষ, এক উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে তার বিকাশ নয়। ফলে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ করেন যে তা মানুষকে বিকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে বিকাশের শুধু একটি উপায় হিসেবে গণ্য করে।

বস্তুতই, বৈরমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজগুলিতে, শোষিত জনসাধারণ পর্যবসিত হয় ধনবৃদ্ধির এক উপায়ে এবং শাসক শ্রেণীগুলিকে পরগাছাসুলভ জীবনযাপনে সক্ষমকরার এক উৎসে। তার কারণ এই যে তারা দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ এবং শোষণের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কোনো আত্মোৎকর্ষই শ্রমজীবী জনসাধারণকে সেই শোষণ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে না, কেননা একমাত্র যেভাবে তারা সেটা করতে পারে, তা হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে বিকশিত করা এবং নতুন ও আরও ত্রুটিহীন উৎপাদন-সম্পর্ক সৃষ্টি করা, যা মানবজাতিকে সক্ষম করে তোলে মহত্তর সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে। সামাজিক বিপ্লবগুলি চলাকালে জনসাধারণ কাজে দেখায় যে তারা শুধু প্রধান উৎপাদিকা শক্তি আর সমাজ প্রগতির প্রধান হাতিয়ারই নয়, তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যও।

উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষের বিকাশ একাধারে সমাজপ্রগতির কারণ এবং একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে মানুষের নৈতিক ও অন্যান্য প্রগতির উৎস।

সুতরাং, মুখ্যত প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষের সামাজিক অন্তঃসারের সংজ্ঞার্থনিরূপণ তাকে

অবমানিত করে না, বরং বিপরীতপক্ষে, তাকে উন্নত করে ও তার চারিত্র্যনির্ণয় করে তার নিজের ইতিহাসের স্থপতি হিসেবে। মানবজাতি যদি তার উৎপাদিকা শক্তিগুলি বিকশিত করতে অক্ষম হত, তা হলে তা সর্বদাই থাকত বন্যতা ও বর্বরতার নিম্নতম পর্যায়ে।

উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষের গঠনমূলক ক্ষমতা মুখ্যত রয়েছে তার হাতের এক বিস্তৃতি হিসেবে তার শ্রমের সাধিত্র বা হাতিয়ার সৃষ্টি করার সামর্থ্যে; তা হাত দুটির শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং উন্নতির সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। শ্রমের সাধিত্রগুলি, সেগুলির গুণগত উৎকর্ষ ও ত্রুটিহীনতার মাত্রা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের প্রধান সূচক হয়ে উঠেছে।

মানবসমাজের উদ্ভব ও বিকাশে হাতিয়ারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কেননা সেগুলি ছাড়া মানুষ উৎপত্তিসূত্রে যে প্রাণীজগতের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রাণীজগতের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে অপারগ হত। মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল প্রাণী। কোনো কোনো পশু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে, তাতে তার ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সে আর প্রকৃতির ক্রীড়নক নয়, সে বশে আনে হাওয়া, আগুন, জল, সৌরশক্তি ও পারমাণবিক শক্তিকে। হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ পাহাড় টলাতে পারে। হাতিয়ার ছাড়া সে কিছুই না; হাতিয়ারসহ সে সবকিছু।

মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার বিকাশের এক পরিমাপ

হওয়া ছাড়াও, শ্রমের সাধিত্রগুলি উৎপাদিকা শক্তি-সমূহের বিকাশের এক সাধারণ সূচকও বটে। মার্কস লিখেছেন: 'তৈরি সামগ্রীগুলি নয়, বরং কীভাবে ও কোন সাধিত্র দিয়ে তা তৈরি হয় সেটাই বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের প্রভেদ নির্ণয় করতে আমাদের সক্ষম করে।'* মার্কস বলেছেন, শ্রমের যান্ত্রিক সাধিত্রগুলির সামগ্রিকতাই উৎপাদনের অস্থি ও পেশী।

শ্রমের যান্ত্রিক সাধিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল ও বিকশিত হয়েছিল হাজার হাজার বছর ধরে, হাতে-চালানো সাধিত্র ও কলকৌশল হিসেবে, কিন্তু উৎপাদনে বুনিয়াদি পরিবর্তনগুলির সঙ্গে জড়িত থাকে উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব, ১৮শ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব দিয়ে যা শুরু হয়েছিল। সেই কৃৎকৌশলগত বিপ্লব হাতে-চালানো কৃৎকৌশল থেকে যন্ত্রে উত্তরণ ঘটিয়েছিল।

যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান উৎপাদনে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্র, এবং সরাসরি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির সাধারণ স্তরের উপরে। বিজ্ঞান হয়ে উঠতে থাকে প্রত্যক্ষ এক উৎপাদিকা শক্তি, বিশেষত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অবস্থায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞান নিজেই সমাজচৈতন্যের একটি রূপ, মানবজাতির সঞ্চিত আত্মিক

---

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, p. 175.

মূল্যগুলির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে যেটা এক প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেটা তদবস্থ বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের সঞ্চিত যোগফল হিসেবে বিজ্ঞান নয়, বরং উৎপাদনের উপায়ে অঙ্গীভূত জ্ঞানের ক্ষমতা হিসেবে বিজ্ঞান, এবং একই সঙ্গে, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জীবন্ত বৈজ্ঞানিক শ্রম — গবেষণা, উন্নয়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং।

উৎপাদিকা শক্তিগুলি সর্বদাই বৈষয়িক, এবং একটি উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ হল সামাজিক কর্মপ্রয়োগ, যা সে প্রয়োগ করে এবং সে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেছে তার সত্যতাকে সিদ্ধ প্রতিপন্ন করে। সেই জন্যই উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ হল সমাজের সামগ্রিক বিকাশের প্রাথমিক বৈষয়িক ভিত্তি। একমাত্র বৈষয়িক উৎপাদনই সমাজজীবনের অন্য সমস্ত দিকের বিকাশের বনিয়াদ যোগায়।

৪। উৎপাদন-সম্পর্ক

উৎপাদিকা শক্তি হল উৎপাদন প্রণালীর দুটি উপাদানের একটি, তার অন্য উপাদানটি হল সেই সম্পর্ক, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, কেননা এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্যে লোকেরা সর্বদাই একত্রে জড়িত। এই সম্পর্কই হল লোকের মধ্যে উৎপাদন (বা অর্থনৈতিক) সম্পর্ক। জনগণ যার জীবন্ত বাহন, সেই উৎপাদন

সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিকাশ হল মানুষের সামাজিক বিকাশের ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তার বিকাশের অপর দিক।

উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্ক মানুষের ক্রিয়াকলাপের বাহ্যিক অবস্থা নয়, বরং খোদ সেই ক্রিয়াকলাপই, তার দুটি দিক। মানুষ সর্বদাই ক্রিয়া করে প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে, এবং একই সঙ্গে, সামাজিক, উৎপাদনের বা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বাহক হিসেবে। সেই অর্থে, মানুষ সর্বদাই সামাজিক উৎপাদনের গতি ও বিকাশের সক্রিয় উপাদান, তার উৎস। মুখ্যত এক উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে হতে মানুষ আগে হোক বা পরে হোক তাদের উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত করার, উন্নত করার প্রয়োজনীয়তারও সম্মুখীন হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একথা বলা যেতে পারে যে উৎপাদন-সম্পর্ক হল বৈষয়িক মূল্যসমূহের সম্মিলিত উৎপাদন চলা-কালে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত সম্পর্ক। কথাটা সত্যি, কিন্তু যথেষ্ট নির্দিষ্ট নয়। উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাটা সুনির্দিষ্ট করতে হলে, একটা প্রক্রিয়া হিসেবে বৈষয়িক মূল্যসমূহের সম্মিলিত উৎপাদন সম্বন্ধে, এবং তার অঙ্গ-উপাদানগুলি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

বৈষয়িক মূল্যসমূহ উৎপন্ন করার জন্য মানুষকে সর্বদাই সেই উদ্দেশ্যে কোনো না কোনোভাবে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, কেননা এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তারা ম্যামথ ও অন্যান্য বিশাল পশু শিকারের কাজে

তাদের শক্তিকে একত্র করত। আমাদের কালে, সেই প্রয়োজনটা আরও বেশি, কেননা একটি মোটরগাড়ির মতো এমন একটি জটিল শ্রমের উৎপাদ তৈরির ব্যাপারে এটা পূর্বানুমিত যে মোটর কারখানায় কর্মরত হাজার হাজার লোক সেই প্রক্রিয়ায় সম্মিলিতভাবে জড়িত, এবং তদুপরি, জড়িত অন্যান্য বহু উদ্যোগে কর্মরত হাজার হাজার লোক, যে সমস্ত উদ্যোগ সরবরাহ করে বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান ও অংশ (কাচ, টায়ার, প্লাস্টিক ইত্যাদি)। তাই, উৎপাদটি সর্বদাই উৎপন্ন হয় সম্মিলিতভাবে, বহু লোকের সম্মিলিত শ্রমে, যারা সেটির উৎপাদন সংক্রান্ত বহু নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

প্রতিটি একক মেহনতি মানুষের শ্রম কোনো না কোনোভাবে সর্বমোট সামাজিক শ্রমের একটি অংশ, যার ফলে শ্রমজীবী জনগণ নিজেদের মধ্যে এক নির্দিষ্ট শ্রম সম্পর্কের অবস্থায় রয়েছে। এমন কি যখন শ্রমের প্রক্রিয়া বাইরে থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলে মনে হয়, যেমন আলাদা একটি কারখানায় শ্রম, বা একজন একক কৃষক বা কারুশিল্পীর শ্রম, তখনও তাই: একটু খুঁটিয়ে দেখলেই উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্কগুলি দেখা যাবে।

সম্মিলিত সামাজিক উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয় এক শ্রম বিভাজন ও শ্রম-সহযোগিতার রূপের মধ্য দিয়ে। সামাজিক উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের একটি রূপ হিসেবে শ্রম বিভাজন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে, এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এক স্বাভাবিক শ্রম বিভাজন হিসেবে, ক্রমে ক্রমে

বিকশিত হয়ে তা পরিণত হয়েছিল সামাজিক শ্রম বিভাজনে, যার অর্থ একটি বিশেষ উৎপাদ বা তার বিভিন্ন অংশ তৈরির কাজে, অথবা চূড়ান্ত উৎপাদটির তৈরির কাজে কোনো শ্রম ক্রিয়ায় — যেমন সুতোকাটা বা বোনা — প্রত্যেক মেহনতি মানুষের বিশেষীকরণ। আমাদের কালে, দুই ধরনের সামাজিক শ্রম বিভাজন আছে: সমাজের অভ্যন্তরে ও উদ্যোগের অভ্যন্তরে। সমাজের অভ্যন্তরে শ্রম বিভাজন এটাই বোঝায় যে উৎপাদন বিভক্ত হয় কতকগুলি বড় বড় ক্ষেত্রে: খনিকর্ম, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, পরিবহণ ইত্যাদি। এগুলির প্রতিটি আবার ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত। যেমন, কৃষির মধ্যে পড়ে ফসল-ফলানো ও পশুপালন, ও শেষোক্তটির মধ্যে পড়ে ডেয়ারিখামার, শূকর পালন, হাঁস-মুরগী পালন, ইত্যাদি। উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে, শ্রম বিভাজন থাকে বিভিন্ন কর্মশালা ও কর্মস্থলের মধ্যে; এবং শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে।

শ্রম-সহযোগিতা হল শ্রমের সেই রূপ, যেখানে বহু লোক অংশগ্রহণ করে একই শ্রম প্রক্রিয়ায়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন অথচ আন্তঃসংযুক্ত প্রক্রিয়ায়, এবং সেটা করে সুষমভাবে। শ্রমের সহযোগমূলক রূপটি খুবই পুরনো রূপ। যেমন, আদিম কমিউনের সদস্যরা শিকার ও মাছ-ধরার কাজে তাদের প্রচেষ্টা সমাহৃত করত, হাজার হাজার ক্রীতদাস একত্রে কাজ করে বানাত পিরামিড, জাঁকালো অট্টালিকা, সেচ ব্যবস্থা, পথ ও দাস-মালিক যুগের অন্যান্য-রাজকীয় নিদর্শন। শ্রম সহযোগিতা তার শীর্ষদেশে পৌঁছেছিল যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনে, এবং

আধুনিক কল-কারখানাগুলি শ্রমের সহযোগমূলক রূপের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রম বিভাজন ও সহযোগিতা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াকলাপের বিনিময় প্রয়োজন করে তোলে। একক উদ্যোগগুলির পরিসরে উৎপাদনে বিভিন্ন অংশগ্রাহীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়ে বহুবিধ ধরনের ক্রিয়াকলাপের, একটা গঠনবিন্যাস অনেকখানি থাকে, এবং সমগ্রভাবে সমাজের পরিসরে, এরূপ ক্রিয়াকলাপের বিনিময় বেশির ভাগই শ্রমের উৎপাদগুলির বিনিময়ের রূপ গ্রহণ করে। যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি ব্যবহার করে ধাতু কারখানাগুলিতে উৎপন্ন ধাতু, এবং সরঞ্জামাদি উৎপাদন করে ধাতুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের জন্য।

তাই, সাক্ষাৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, ক্রিয়াকলাপের একটা বিনিময়কে জড়িত করে কতকগুলি সম্পর্ক লোকেদের মধ্যে গড়ে ওঠে খোদ উৎপাদনেরই এক অংশ হিসেবে।

কিন্তু শ্রমের একটি উৎপাদের জীবন উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে একবার আত্মপ্রকাশ করার পর তাকে অবশ্যই দীর্ঘ একটা পথ অতিক্রম করতে হয় ভোগের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছনোর আগে। প্রথমত, উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে সেটি বণ্টিত হতে হবে। বহুবিধ বিশেষীকৃত উৎপাদকের উৎপন্ন শ্রমের উৎপাদগুলি তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উৎপাদের বদলে বিনিময় হতে হবে, এবং একমাত্র তার পরেই এই উৎপাদগুলি গিয়ে পৌঁছবে ভোগের —

উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত — ক্ষেত্রে এবং তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কায়ক্লেশে জীবনধারণোপযোগী কৃষক অর্থনীতিতে, উৎপাদটি বণ্টিত হত এক সরল ও স্বপ্রকাশ উপায়ে যেমন, উৎপন্ন দানাশষ্যের একটি অংশ রেখে দেওয়া হত বীজ ও পশুর খাদ্যের জন্য, তাই দিয়ে একটি পরিবার পরের বছর বীজ বপন করতে ও তার অশ্ব-গবাদি পশুকে খাওয়াতে পারত, আর অন্য অংশটি ব্যবহৃত হত খোদ কৃষক পরিবারেই ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে, কৃষক পরিবার অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপন করত না, কেননা তার অর্থনীতি ছিল বদ্ধ অর্থনীতি এবং তা যা উৎপাদন করত শুধু সেটাই ভোগ করত। কিন্তু সাধারণত, বিশেষত আমাদের কালে, একটি উৎপাদের উৎপাদকরা নিজেরা সেটি ভোগ করে না (কিংবা করে শুধু আংশিকভাবে); অথচ এমন বহুবিধ উৎপাদ ভোগ করে যেগুলির উৎপাদনে তারা কোনো অংশ নেয় নি।

তাই, উৎপাদনের পরে আসে ফলস্বরূপ উৎপাদটির বণ্টন। বণ্টনের সঙ্গে যদিও বহুবিচিত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ জড়িত, তবুও অর্থনীতিবিদরা সাধারণত এর দ্বারা বোঝান শ্রমের উৎপাদগুলির বণ্টন। যে কোনো সমাজব্যবস্থাতেই উৎপাদগুলির বণ্টনের সমস্যাটার মোদ্দা কথা দাঁড়ায় — এই উৎপাদগুলি কে উপযোজন করে এবং কোথায় ও কীভাবে সেগুলির শেষ পরিণতি হয়, কেননা তারই উপরে নির্ভর করে সেগুলির কোন

ভাগটা উৎপাদনে ও ব্যক্তিগত ভোগে যাবে, এবং অন্যান্য লোকের ভোগে যাবে।

উৎপাদ বণ্টনের প্রণালী উৎপাদনের উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের বণ্টন কাজের প্রতি তাদের মনোভাব অনেকখানি নির্ধারিত করে, কেননা তা কাজ করার অপেক্ষাকৃত বেশি বা কম প্রণোদনা বা অ-প্রণোদনা যোগায়।

উৎপাদসমূহের বণ্টন নির্ধারিত হয় উৎপাদন দিয়ে, কিংবা ভাষান্তরে, উৎপাদসমূহের বণ্টন প্রণালী নির্ধারিত হয় সেগুলির উৎপাদন প্রণালী দিয়ে। উৎপাদনের উপরে বণ্টনের নির্ভরশীলতা মুখ্যত প্রকাশ পায় এই সরল সত্যটির মধ্যে যে বণ্টন করা সম্ভব শুধু সেটাই, যেটা উৎপন্ন হয়েছে, এবং সেই অর্থে বণ্টন সর্বদাই উৎপাদনের পশ্চাদ্‌গামী ও তার দ্বারা নির্ধারিত।

কিন্তু উৎপাদনের উপরে বণ্টনের নির্ভরশীলতা এটা ব্যাখ্যা করে না যে একটা সমাজে উৎপাদগুলি কীভাবে বণ্টিত হয়, কোন নীতিতে ও কী পরিমাণে ভোগ্য-পণ্যগুলি সমাজের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়। সেটা নির্ভর করে আরেক ধরনের বণ্টনের উপরে, যা খোদ উৎপাদনেই সহজাত, যথা ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপায়ের বণ্টন। ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ, শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদগুলির বণ্টনের প্রণালী, রূপ ও

পরিমাণগত মাত্রা নির্ভর করে উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে উৎপাদনের উপায় বণ্টনের উপরে।

স্মরণ করা যাক যে শ্রম-উৎপাদগুলির বিনিময় মুখ্যত গঠিত ক্রিয়াকলাপের এক বিনিময় দিয়ে, অর্থাৎ, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বহুবিধ ধরনের শ্রম দিয়ে, এবং বিশেষীকৃত উৎপাদকদের মধ্যে শ্রম-উৎপাদগুলির বিনিময় দিয়েও। নির্দিষ্ট অবস্থায় এই উৎপাদগুলির বিনিময় পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের এক রূপ ধারণ করতে পারে, যেটা একটা বিশেষ ধরনের বিনিময়, যা বিভিন্ন উৎপাদকের বা উৎপাদনের শাখার অর্থনৈতিক পৃথকতার সঙ্গে যুক্ত, এবং যেখানে বাজারের মারফৎ, অর্থাৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের মারফৎ ভোক্তাদের কাছে উৎপাদগুলির যোগান পূর্বানুমিত।

মানুষের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনেই উৎপাদন দেখা দিয়েছে, থেকেছে ও বিকশিত হয়েছে। এই চাহিদাগুলি বৈষয়িক ও আত্মিক হতে পারে, এবং সেগুলি মেটানো হয় বহুবিধ উৎপাদ তৈরি করে; যেমন বৈষয়িক চাহিদা মেটানোর জন্য রুটি বা দুধ, আর আত্মিক চাহিদা মেটানোর জন্য সংগীতের রেকর্ড বা বই। চাহিদাগুলিকেও বিভক্ত করা যেতে পারে উৎপাদনশীল (উৎপাদনের উপায়ে) ও ব্যক্তিগত (ভোগের সামগ্রীতে) — এই দুই ভাগে।

উৎপাদনশীল ভোগ ঘটে খোদ উৎপাদনেই, যেখানে উৎপাদনের উপায় — শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম প্রয়োগের বস্তু — ব্যবহৃত হয় একটি উৎপাদ সৃষ্টি করার জন্য।

ব্যক্তিগত ভোগ বলতে বোঝায় লোকেদের নিজেদের

দ্বারা খাদ্য, পোশাক, জুতোর ব্যবহার, আবাসন ব্যবহার, ইত্যাদি। তা ঘটে সাক্ষাৎ উৎপাদনের কাঠামোর বাইরে এবং তার মূল বিষয়টা দাঁড়ায় উৎপাদনের স্বাভাবিক লক্ষ্য অর্জন। ব্যক্তিগত ভোগে উৎপাদটি পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়ে যায়।

ভোগের ব্যাপারে উৎপাদনই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে এবং সেই অর্থে ভোগের উপরে উৎপাদনের একটা প্রাধান্য থাকে; তার মানে এই যে একটি উৎপাদ ছাড়া ভোগ অসম্ভব, অর্থাৎ, একটি উৎপাদ ভোগ করতে পারার আগে উৎপন্ন হতে হবে। উৎপাদনের প্রাধান্য এটাও বোঝায় যে উৎপাদন চাহিদার জন্ম দেয়, কিংবা মার্কস যেমন লিখেছেন, ভোগের জন্য একটি প্রেরণা সৃষ্টি করে। চাহিদাগুলি যদিও সর্বদাই মানবচৈতন্যের মধ্য দিয়ে আসে, এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, জীবনের অবস্থা ও সাংস্কৃতিক মানের ছাপ বহন করে— যে প্রক্রিয়াটির দরুন সেগুলিকে নিতান্ত বিষয়ীগত ও একান্তভাবে ব্যক্তিমানুষদের উপরেই নির্ভরশীল বলে মনে হয় — তবুও সেগুলির সর্বদাই একটা বিষয়গত ভিত্তি থাকে, তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন দিয়ে। যেমন, রেফ্রিজারেটর, টিভি সেট ও ট্রানজিস্টর রেডিওর জন্য ভোক্তার চাহিদা দেখা দিয়েছিল শুধু সেগুলির উৎপাদন শুরু হওয়ার পরেই।

তাই, বৈষয়িক মূল্যগুলির গতি সেগুলির উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের সঙ্গে যুক্ত, এই সবগুলিই সামাজিক উৎপাদের গতিতে বিভিন্ন পর্যায়। সামাজিক উৎপাদটি প্রথমে উৎপন্ন হয়, তার পর বণ্টিত ও

বিনিময় হয়, এবং সব শেষে ভোগ করা হয়। সেই অর্থে, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ হল একটিমাত্র সমগ্রের নানান অংশ — একই উৎপাদের গতি — যেখানে নিয়ামক ভূমিকা উৎপাদনের।

এই চারটি পর্যায়কে নিয়ে গঠিত একটিমাত্র সমগ্র সাধারণভাবে উৎপাদন, বা ব্যাপক অর্থে উৎপাদন বলে পরিচিত। প্রতিতুলনায়, উৎপাদটির গতির প্রারম্ভিক পর্যায়টি যথার্থ উৎপাদন বা সাক্ষাৎ উৎপাদন বলে পরিচিত। ব্যাপক অর্থে উৎপাদন হল সাক্ষাৎ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের এক অঙ্গাঙ্গী ঐক্য, সেখানে সাক্ষাৎ উৎপাদন প্রধানতম ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদন যেহেতু চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, সেই হেতু লোকেদের মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্ক সাক্ষাৎ উৎপাদনে শুধু যে গড়ে ওঠে তাই নয়, শ্রম-উৎপাদগুলির বণ্টন, বিনিময় ও ভোগে লোকেদের মধ্যেকার সমস্ত সম্পর্ককেও তা বেষ্টন করে। তাই, উৎপাদন-সম্পর্ক হল সেই সমস্ত সম্পর্ক, যেগুলি বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে দেখা দেয়।

সামাজিক উৎপাদন হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ও উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের এক নির্দিষ্ট ঐক্য, এবং সে দিক দিয়ে তা হল উৎপাদন প্রণালী। প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব হিসেবে, উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল উৎপাদন প্রণালীর আধেয়, আর উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হল তার সামাজিক বহিরঙ্গ। ভাষান্তরে, উৎপাদন-সম্পর্ক হল উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের ফলস্বরূপ

উৎপাদটি সহ বৈষয়িক মূল্যের গতির সামাজিক রূপ।

ইতিহাসে দেখা গেছে পাঁচটি উৎপাদন প্রণালী: আদিমসম্প্রদায়গত, দাস-মালিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট (সমাজতন্ত্র যার প্রথম পর্যায়)। এর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহের এক নির্দিষ্ট বিকাশের স্তর এবং অর্থনৈতিক বা উৎপাদন-সম্পর্কের এক নির্দিষ্ট বিকাশ, আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজগুলির থাকে নিজস্ব শ্রেণীগত গঠনকাঠামোও। সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্ক মিলে তৈরি হয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা তার অর্থনীতি -- যেমন বলা হয় একটা পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।

অধ্যায় ২

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা ও উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যবস্থাতন্ত্রে তার স্থান

১। বৈষয়িক মূল্যের উপযোজন সংক্রান্ত এক সম্পর্ক হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা

প্রত্যেক পর্যায়ে (উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ), উৎপাদন (বা অর্থনৈতিক) সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত থাকে বৈষয়িক মূল্যের উপযোজন—উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের উৎপাদগুলির উপযোজন।

সম্পত্তি-মালিকানা হল সেই প্রণালী ও রূপ, যে প্রণালীতে ও রূপে লোকে বৈষয়িক মূল্যগুলি উপযোজন করে। সম্পত্তি-মালিকানা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত একটি সাধারণ শব্দ, যার দ্বারা বোঝায় কারো অধিকারে থাকা বস্তুসমূহ বা অন্যান্য বৈষয়িক মূল্যের সাকল্য। লোকে প্রায়শই বলে: যে জিনিসগুলি আমার অধিকারে আছে, সেগুলি আমার সম্পত্তি। কিন্তু দৈনন্দিন অর্থে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্পত্তি

তেমন জিনিস নয়, তা একটি জিনিসের সঙ্গে একজন ব্যক্তির সম্পর্কও নয়।

সম্পত্তি যদিও সর্বদাই বস্তুসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত, তবুও তদবস্থ বস্তুগুলি সম্পত্তি নয়, বরং উপযোজনের লক্ষবস্তু। বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্পত্তি-মালিকানা হল সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সংক্রান্ত — উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের উৎপাদগুলি উপযোজন সংক্রান্ত সম্পর্ক।

লোকেদের মধ্যে বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সংক্রান্ত এক সম্পর্ক হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা সর্বদাই কিছু ব্যক্তি, কিছু লোকের গোষ্ঠী, শ্রেণীসমূহ বা সামগ্রিকভাবে সমাজের রূপে উপযোজনের এক বিষয়ীর অস্তিত্বকে বোঝায়। উপযোজন হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা একটা নামিক ব্যবহারশাস্ত্রীয় ক্রিয়া নয়; যদিও সব সময়েই তার একটা ব্যবহারশাস্ত্রীয় অভিব্যক্তি থাকে এবং সেই অর্থে তা সম্পত্তিতে অধিকার। বৈষয়িক মূল্যসমূহের উপযোজন মুখ্যত এক বাস্তব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে সম্পত্তি-মালিক (অর্থাৎ, যে বিষয়ী বৈষয়িক মূল্যসমূহ উপযোজন করে) এই মূল্যগুলির অধিকার পায় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারে। যেমন, উৎপাদনের উপায় ব্যবহৃত হতে পারে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করার জন্য এবং, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থায়, অপরের দাম-না-দেওয়া শ্রম উপযোজন করার জন্য, আর ভোগের সামগ্রীগুলি ব্যবহৃত হতে পারে বহুবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য।

তাই, অর্থনৈতিক অর্থে উপযোজন হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা প্রকাশ পায় এইখানে যে একটি জিনিসের মালিক সেই জিনিসটির বন্দোবস্ত করে এবং সেটিকে কোনো এক বা অপর পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে, পক্ষান্তরে অ-মালিকরা সেই জিনিসটির কোনো বন্দোবস্ত করতে বা সেটি কাজে লাগাতে পারে না। ফলত, 'আমার জিনিস' ধারণাটা এটাই বোঝায় যে সেটি আমার হাতে রয়েছে এবং 'আমি' সেটিকে অর্থনৈতিক কাজে লাগাই, পক্ষান্তরে অন্যদের কাজে সেটি উপযোজন ও ব্যবহারের বিষয় নয়, কেননা সেটি 'তাদের জিনিস নয়'। সেই জন্যই, 'আমার জিনিস' ধারণাটার কোনো অর্থ থাকে শুধু তখনই, যখন সেই জিনিসটি যুগপৎ অন্য লোকেদেরও নয়, আর 'আমাদের জিনিস' ধারণাটা বোঝায় যে সেটির উপযোজনে যারা জড়িত, তারা সেই জিনিসটির অধিকার ও ব্যবহারে সমান।

সামাজিক উৎপাদনে সকল অংশগ্রাহীর উপরে সম্পত্তি-মালিকানার এক প্রত্যক্ষ ফল-প্রভাব আছে এবং তা সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত করে সেই সম্পত্তিতে যারা উপযোজন করে (ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে) কিংবা উপযোজন করে না, সেই উপযোজনের বিষয়ীদের। একটি জিনিস যখন সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে থাকে, তখন সেটি উপযোজন করে সামগ্রিকভাবে সমাজ, সমাজের সকল সদস্য, যার ফলে এমন কোনো ব্যক্তিমানুষ থাকে না যারা সেটি উপযোজন করে না।

উৎপাদনের উপায় ও ফলস্বরূপ উৎপাদগুলি

উপযোজনের বিষয়ী কে, কিংবা ভাষান্তরে সেগুলির প্রভু কে — এই প্রশ্নটিই অর্থনৈতিক তত্ত্বের ও অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রী বিষয়।

একটা অপরিচিত বাড়িতে ঢুকে আমরা প্রথমেই জানতে চাই গৃহকর্তা কে, কেননা গৃহের ধরনধারণ নির্ভর করে তার কর্তার উপরে। অনুরূপভাবে, আমরা যদি একটা সমাজের ধরনধারণ, অর্থাৎ, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-শৃংখলা জানতে চাই তা হলে প্রথমেই আমাদের খুঁজে বার করা দরকার উপযোজনের বিষয়ী কে, উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের উৎপাদগুলির প্রভু কে। অবশ্য অর্থশাস্ত্র সেই প্রভুর ব্যক্তিত্ব বা উপাধিতে আগ্রহী নয়, কিন্তু প্রভুদের সামাজিক টাইপগুলি, উপযোজনের বা সম্পত্তি-মালিকানার প্রাধান্যশালী টাইপগুলি অধ্যয়ন করে।

সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হল দুই ধরনের সম্পর্ক, উপযোজনের বিষয় দিয়ে যেগুলি পৃথক। বস্তুসমূহ ও অন্যান্য বৈষয়িক মূল্য সর্বদাই উপযোজনের বিষয়, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সেগুলি বিভক্ত উৎপাদনের উপায়ে, যেগুলি উৎপাদনের শর্ত, এবং শ্রমের উৎপাদসমূহে, যেগুলি উৎপাদনের ফল। উপযোজনের যে সমস্ত সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনের উপায় জড়িত, এবং যে সমস্ত সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনের ফলগুলি জড়িত, সেগুলি তুল্যমূল্য নয়: উৎপাদনের উপায় উপযোজন হল নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন, কেননা তা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের উপাদানগুলির — উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির সংযোগের প্রণালী নির্ধারণ করে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সামাজিক লক্ষ্য, উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে: উৎপাদন-সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের উদ্দেশ্য কী? উৎপাদনের উপায়ের যে মালিক সেগুলির ব্যবহারের বন্দোবস্ত করে, তার লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নগুলি ওঠে, কেননা উৎপাদনের উপায় ব্যবহৃত হয় তার মালিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য। যেমন, নিজের অধিকারাধীন উৎপাদনের উপায় ব্যবহারে পুঁজিপতির অর্থনৈতিক স্বার্থ হল মজুরি-শ্রম শোষণ করে মুনাফা করা। কিন্তু যেখানে উৎপাদনের উপায়ের মালিক হল সমগ্র সমাজ, সেখানে সেগুলি ব্যবহৃত হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের ও তার সমস্ত সদস্যের বহুবিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সব শেষে, উপযোজনের প্রণালী নির্ধারণ করে সামাজিক উৎপাদনের গতির প্রণালীকে: উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপেই যেমনটা ঘটে, সেই রকম এলোমেলোভাবে তা বিকশিত হবে, না উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অবস্থায় যেমন ঘটে, সেইরকম সুষমভাবে তা বিকশিত হবে।

তাই, উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানাই উপযোজন সম্পর্কের অন্য ধরনটির তুলনায়, অর্থাৎ উৎপাদসমূহের উপযোজন সংক্রান্ত সম্পর্কের তুলনায়, মূল উৎপাদন সম্পর্ক। শেষোক্ত ধরনটি হল আহরণগত, নির্ভরশীল উৎপাদন সম্পর্ক, কেননা শ্রম-উৎপাদগুলির বণ্টনের প্রণালী ও সেগুলির বিনিময় ও

ভোগের প্রকৃতি পুরোপুরি নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার সম্পর্ক দিয়ে। যেমন, উৎপাদটির উপযোজন নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার উপরে; উৎপাদটি সর্বদাই হয় উৎপাদনের উপায়ের মালিকের।

সম্পত্তি-মালিকানা সম্বন্ধে অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পত্তি-মালিকানাকে মুখ্যত গণ্য করে একটি জিনিসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হিসেবে; এতেই লোকেদের মধ্যে বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সংক্রান্ত এক সম্পর্ক হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানার সামাজিক আধেয়কে বলহীন করা হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপস্থিত করা হয় চিরন্তন ও মনুষ্যপ্রকৃতির সহজাত হিসেবে। তদনুযায়ী, উৎপাদনের উপায়ের উপরে যা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, সেই সমাজতন্ত্রকে অভিযুক্ত করা হয় সমস্ত সম্পত্তি-মালিকানা উচ্ছেদ করার অভিযোগে, কারণ দাবি করা হয় যে একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই — তা নাকি স্বাভাবিক রূপ — টিকে থাকার অধিকার আছে। সুদূর ১৮৪৮ সালেই মার্কস ও এঙ্গেলস এই সমস্ত উদ্ভাবনা খণ্ডন করেছিলেন, যখন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে' তাঁরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 'সমাজতন্ত্রের বিশিষ্টতাসূচক লক্ষণ সাধারণভাবে সম্পত্তি-মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বরং বুর্জোয়া সম্পত্তি-মালিকানার উচ্ছেদ।'*

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, Moscow, 1976, p. 498.

সম্পত্তি-মালিকানাকে সকল জীবন্ত প্রাণীর সহজাত এক জৈবিক উপযোজন ক্রিয়ায় পর্যবসিত করাটা সম্পত্তি-মালিকানা সম্বন্ধে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রকারভেদ। এর অধিবক্তারা এই মত পোষণ করেন যে বাঁচার জন্য সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকেই প্রকৃতির সারপদার্থ উপযোজন করতে হয়, এবং মানুষ তা থেকে কোনো অংশে পৃথক নয়, কেননা তার অস্তিত্বের এক শর্ত হিসেবে তাকেও বস্তুসমূহ ও অন্যান্য বৈষয়িক মূল্য উপযোজন করতে হবে। সেই অভিমত অবৈজ্ঞানিক, কেননা এর অধিবক্তাদের নজরে পড়ে না আসল জিনিসটাই, যথা, এই জিনিসটা যে মানুষ 'তৈরি' প্রাকৃতিক উৎপাদগুলির পরিবর্তে সামাজিক উৎপাদনের উৎপাদগুলি উপযোজন করে। তাদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি উৎপাদ ব্যবহার করার আগে, লোককে সেটি উৎপন্ন করতে হয় (যেটা তারা সর্বদাই করে সম্মিলিতভাবে), বণ্টন ও বিনিময় করতে হয়, এবং একমাত্র তার পরই সেটি তারা ভোগ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই যে মানুষের বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সর্বপ্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন বিনিময় ও ভোগ সংক্রান্ত তাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক।

২। সম্পত্তি-মালিকানার ঐতিহাসিক চরিত্র

বৈষয়িক মূল্য উপযোজনের সম্পর্ক হিসেবে সম্পত্তি-মালিকানা মানবজাতির ইতিহাস জুড়ে অপরিবর্তনীয়

ছিল না, তা সর্বদাই ঐতিহাসিকভাবে বিশিষ্ট, বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিভিন্ন মূর্ত রূপ ধারণ করে। সম্পত্তি-মালিকানার বিশিষ্ট সব ধরন ও ঐতিহাসিক রূপ আছে।

মানবেতিহাসে বৈষয়িক মূল্যের, সর্বোপরি উৎপাদনের উপায়ের দুই ধরনের উপযোজন দেখা গেছে: সম্মিলিত, সামাজিক উপযোজন ও ব্যক্তিদের দ্বারা একক উপযোজন। এই দুই ধরনের উপযোজন বিভিন্ন ঐতিহাসিক রূপ ধারণ করেছে। যেমন, সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা ধারণ করেছে সেই আদিম-সম্প্রদায়গত সম্পত্তি-মালিকানার রূপ, যখন উৎপাদনের উপায়গুলি কমিউনের সকল সদস্য উপযোজন করত; সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানা, যখন উৎপাদনের উপায়গুলি সামগ্রিকভাবে সমাজ, তার সকল সদস্য উপযোজন করে; এবং যৌথখামার ও সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা, যখন একটি নির্দিষ্ট সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ একদল লোক উৎপাদনের উপায়গুলি সম্মিলিতভাবে উপযোজন করে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাও থেকেছে বিভিন্ন রূপে: দাস-মালিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী। ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের — কৃষক ও হস্তশিল্পীদের — সম্পত্তিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপগুলির এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আদিম-সম্প্রদায়গত রূপে সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা ছিল মানবজাতির জানা সম্পত্তির আদিতম

রূপ, তার পরে এসেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা দাস-মালিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রূপে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয়ের পর উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানা সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়; ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কতকগুলি ইউরোপীয়, এশীয় ও আমেরিকান দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ফলে সব কটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা প্রাধান্যশালী হয়েছে।

তাই, উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা বিকশিত হয়েছে এইভাবে: আদিম-সম্প্রদায়গত রূপে সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা — তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা — সমাজতান্ত্রিক রূপে সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা; সংক্ষেপে, সামাজিক — ব্যক্তিগত — সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা। বিকাশের এই ধারাটি কি আপতিক? অবশ্যই না, সেই প্রক্রিয়ার মূল কারণগুলি পরীক্ষা করে সেটা আমরা দেখতে পাব।

এর আগে আমরা যেমন দেখেছি, উৎপাদিকা শক্তি-সমূহ যেহেতু উৎপাদন প্রণালীর অন্তর্বস্তু আর উৎপাদন-সম্পর্ক হল সেগুলির বিকাশের সামাজিক রূপ, তাই উৎপাদনের সামাজিক রূপের বিকাশ — উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি, অথবা মূল অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা — নির্ধারিত হয় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ দিয়ে। যে সিদ্ধান্তটা স্বতই আসে যথা,

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার বিকাশ ও রূপগুলির পারম্পর্য উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেই সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত ও বিতর্কাতীত।

কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটা অত্যন্ত বেশি সাধারণ, কেননা উৎপাদিকা শক্তিগুলি প্রগতিশীলভাবে বিকশিত হয়, যার ফলে একের পর এক প্রতিটি পর্যায়ে সেগুলি পূর্ববর্তী পর্যায়ের চেয়ে বেশি বিকশিত। যেমন, দাস-মালিক ব্যবস্থার উৎপাদিকা শক্তিগুলি আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার উৎপাদিকা শক্তিগুলির চেয়ে সামনের দিকে একটি পদক্ষেপের সূচক ছিল, আর পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলি সামন্ততন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তিগুলির চেয়ে সামনের দিকে বিরাট এক পদক্ষেপ সূচিত করেছিল। উৎপাদিকা শক্তিগুলি এগিয়ে চলতে থাকে, সেগুলির স্তর উন্নত হয়ে চলে, কিন্তু এক ক্ষেত্রে তার ফলে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক (আদিম-সম্প্রদায়গত) মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ঘটে, এবং আরেকটি ক্ষেত্রে, ঘটে তার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানায় উত্তরণ।

সুতরাং, উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর বৃদ্ধিকে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপ-পরম্পরার পিছনে একমাত্র কারণ বলে মনে করা যায় না।

শ্রমের সাধিত্রগুলি — হাতিয়ারপত্র, যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, ইত্যাদি — উৎপাদিকা শক্তিগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান, এবং সেগুলির বিকাশের স্তর প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্ষমতার একটি সূচক ও খোদ শ্রমশক্তির বিকাশের সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের উৎপাদনী ক্ষমতার এক পরিমাপ। সেই সঙ্গে, শ্রমের সাধিত্রগুলি হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সবচেয়ে চলিষ্ণু উপাদান, এবং সেগুলির বিকাশের মাত্রা প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে উৎপাদনের বিকাশের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

শ্রমের লভ্য কী সাধিত্রগুলি নিয়ে লোকে কাজ করে সেটা নির্ধারণ করে: তারা সম্মিলিতভাবে না এককভাবে কাজ করে। সেই অর্থে, বলা যেতে পারে যে শ্রমের চরিত্র নির্ভর করে শ্রমের সাধিত্রগুলির চরিত্রের উপরে, সেগুলি সম্মিলিত না একক ব্যবহারের উপায়, তার উপরে।

যেমন, পাথর আর লাঠি ছিল আদিম মানুষের হাতে আদিতম হাতিয়ার। এই হাতিয়ারগুলি এতই অপ্রতুল ছিল যে একা কোনো মানুষ নিজে থেকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ফললাভ করতে পারত না, যেমন একটা বড় পশুকে মারা। কিন্তু লোকে যদি সম্মিলিতভাবে এই হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করত, অর্থাৎ, একটা বড় পশুকে তাড়া করে একটা ফাঁদে ফেলতে পারত, তা হলে পাথর আর লাঠি ব্যবহার করে সেটাকে তারা মারতে পারত। ফলত, মানুষের ব্যবহৃত শ্রমের আদিতম সাধিত্রগুলির আদিমসম্প্রদায়গত চরিত্র সম্মিলিত শ্রমকে প্রয়োজন করে তুলেছিল। শ্রমের সাধিত্রগুলির সম্মিলিত ব্যবহার, অর্থাৎ সম্মিলিত শ্রমের সঙ্গে এই সাধিত্রগুলির সম্মিলিত উপযোজন জড়িত ছিল, যার ফলে

উৎপাদনের উপায় উপযোজনের প্রথম ঐতিহাসিক রূপ, বা সম্পত্তি-মালিকানার প্রথম ঐতিহাসিক রূপটি ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে কমিউনের সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত, যৌথ মালিকানা, তার ধরনটা ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে আদিম-সম্প্রদায়গত মালিকানা।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার আদিম-সম্প্রদায়গত ও সমাজতান্ত্রিক রূপদুটিকে সমান করে দেখা উচিত নয়। আমরা পরে দেখব, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি উপযোজিত হয় সমাজের সকল সদস্যের দ্বারা, আর আদিম-সম্প্রদায়গত সম্পত্তি উপযোজিত হত পৃথক পৃথক, আপেক্ষিকভাবে ছোট ছোট কমিউন, উপজাতি বা পিতৃপ্রধান পরিবারের দ্বারা। আরেকটি প্রভেদ এই যে উৎপাদনের উপায়ের উপরে আদিম-সম্প্রদায়গত মালিকানা ছিল সেই পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের নিম্ন স্তরের ফল, পক্ষান্তরে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানা হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উচ্চ স্তরের ফল, এবং তা নির্ধারিত হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিসরে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক চরিত্র দিয়ে।

তবুও, সমস্ত প্রভেদ সত্ত্বেও, উৎপাদনের উপায়ের উপরে আদিম-সম্প্রদায়গত ও সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানা, উভয়েই একই ধরনের — সামাজিক, বা সম্মিলিত — সম্পত্তি-মালিকানার অন্তর্গত, যাতে কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদনের উপায় উপযোজন আর

অন্যদের উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়, অর্থাৎ তা মানুষের উপরে মানুষের শোষণের সম্পর্ককে বাতিল করে।

উৎপাদন-কালে মানুষ তার প্রয়োজনগুলি পূর্ণতর মাত্রায় মেটানোর উদ্দেশ্যে আরও বেশি উৎপাদ উৎপন্ন করতে চেষ্টা করে, তাই সে তার ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলির উৎকর্ষসাধন করে আদিম-সম্প্রদায়গত পর্যায়ে এই প্রক্রিয়ার ফলে সেগুলির এককীকরণ ঘটেছিল। একক হাতিয়ার হল সেইগুলি, যেগুলি নিজে-নিজে কাজ-করা ব্যক্তিদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। বস্তুতপক্ষে, আদিম মানুষের উদ্ভাবিত তীর-ধনুক, কুমোরের চাকা বা টাকুর মতো হাতিয়ারগুলি একক ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই উদ্দিষ্ট, কেননা সেক্ষেত্রে ফলটা হবে অধিকতর।

শ্রমের সাধিত্রগুলির একক ও বিশেষীকৃত চরিত্র ও তার ফলস্বরূপ একক ব্যক্তিগত শ্রম এই সমস্ত সাধিত্র উপযোজনের প্রণালী পরিবর্তিত করা প্রয়োজন করে তুলেছিল, উৎপাদনের উপায়ের সম্মিলিত উপযোজন থেকে ব্যক্তিগত উপযোজন, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ প্রয়োজন করে তুলেছিল। উৎপাদনে পরিবর্তনের দরুন, শ্রমের একক সাধিত্রগুলি দিয়ে মানুষ নিজে থেকে কাজ করতে থাকায় উৎপাদনে তার অংশগ্রহণের চরিত্রের পরিবর্তনের দরুন এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তাই, উৎপাদনের উপায়ের উপরে আদিম-সম্প্রদায়গত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ছিল

উৎপাদনে — শ্রমের সাধিত্রগুলির চরিত্রে ও খোদ শ্রমেই — পরিবর্তনের ফল, প্রবলতর ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদনের উপায় 'অধিগ্রহণ' নয়। সেই অর্থে মানবেতিহাসের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠা ছিল একটা নিয়মশাসিত, ঐতিহাসিকভাবে অবশ্যম্ভাবী ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া।

শ্রমের সাধিত্রগুলির বিশেষীকরণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানায় উত্তরণ এবং, একই সঙ্গে, প্রথমে ফসল-ফলানো থেকে গবাদি পশুপালনের পৃথকীকরণ ও তার পরে ক্রিয়াকলাপের বিশেষীকৃত ধারা হিসেবে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের আত্মপ্রকাশের ফলে, এক সামাজিক শ্রম বিভাজনে উত্তরণ — এই উভয়েরই এক ভিত্তি যুগিয়েছিল। এক দিকে, সামাজিক শ্রম বিভাজন ও অন্য দিকে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা জন্ম দিয়েছিল এক নতুন ধরনের অর্থনীতির: পণ্য উৎপাদন। তা চালায় স্বাধীন বিশেষীকৃত উৎপাদকরা, যারা পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে বাজারে বিনিময়ের জন্য। পণ্য উৎপাদন স্থানচ্যুত করেছিল কায়ক্লেশে জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতিকে, যেখানে উৎপাদগুলি তৈরি হত বিনিময়ের জন্য নয়, বরং এক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ইউনিটের কাঠামোর ভিতরে আভ্যন্তরিক ভোগের জন্য।

সামাজিক শ্রম বিভাজন উৎপাদকদের ঐক্যবদ্ধ করে এই দিক দিয়ে যে তারা পরস্পরের জন্য কাজ করে, কিন্তু যেহেতু উৎপাদনের উপায়ের উপরে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে স্বাধীন উৎপাদকরা তা

সাধন করে; সেই হেতু তারা ঐক্যহীন মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান রূপটিতে: উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এই অবস্থায়, বাজারে শ্রম-উৎপাদগুলির বিনিময়ই উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগের একমাত্র রূপ হয়ে ওঠে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মনুষ্যশ্রমের উৎপাদগুলি বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন হয়, তা সরল পণ্য উৎপাদন বলে পরিচিত। কৃষকরা বা হস্তশিল্পীরা সরল পণ্য উৎপাদক।

স্বতঃস্ফূর্ত, অপরিকল্পিত বিকাশ হল সরল পণ্য উৎপাদনের বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রতিটি উদ্যোগের অভ্যন্তরে তার মালিক উৎপাদন সংগঠিত করে সুষমভাবে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা জাতীয় অর্থনীতিকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র অসংখ্য উদ্যোগে খণ্ডিত করে বলে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ এলোমেলো হয়। সামাজিক প্রয়োজনগুলি কেউই হিসাব করে না (এই অবস্থায় তা আদৌ করাই যায় না), এবং উৎপাদকরা জানে না তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কী পরিমাণ পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। তা থেকেই দেখা দেয় এই এলোমেলো ভাব, উৎপাদন ও বিনিময়ে নৈরাজ্য।

সেই সঙ্গে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা ঐতিহাসিক প্রাধান্য অর্জন করেছিল দাস-মালিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার রূপে। সেটা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিল বলপ্রয়োগ, প্রকৃত উৎপাদকদের (জনসমষ্টির বৃহদংশকে) জবরদস্তি করে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ ও হিংসা দাস-মালিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি-

মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়ায় বড় ভূমিকা পালন করেছিল বটে, তবুও খোদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানায় উত্তরণের ভিত্তি ছিল বলপ্রয়োগের চেয়ে বরং উৎপাদনে পরিবর্তনগুলি। উৎপাদনের উপায়ের উপরে দাস-মালিক ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণের ক্ষেত্রেও অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং শুধু পুঁজিবাদেই প্রকৃত উৎপাদক — শ্রমিক — ব্যক্তিগত পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যবহারশাস্ত্রগতভাবে মুক্ত-স্বাধীন এক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। যে অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ ক্রীতদাসকে দাস-মালিকের জন্য কাজ করতে, এবং ভূমিদাসকে সামন্ত প্রভুর জন্য, ভূস্বামীর জন্য কাজ করতে বাধ্য করে, পুঁজিবাদে তার স্থান গ্রহণ করে অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ। শেষোক্তটি — শ্রমিকের হাতে কোনো উৎপাদনের উপায় নেই, এই ঘটনাটি — তাকে পুঁজিপতির জন্য কাজ করতে বাধ্য করে এবং তাকে পরিণত করে মজুরি-শ্রমিকে।

আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার ভাঙনের পর্যায়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, সরল পণ্য উৎপাদন একটা অধীনস্থ উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে দাস-মালিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রণালীর কাঠামোর ভিতরে। দাস-মালিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যশালী ভূমিকা থাকে জীবনধারণোপযোগী উৎপাদনের, এবং পুঁজিবাদে, বিরাট পরিসর পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের, সরল পণ্য উৎপাদন থেকে যার সারগত প্রভেদ এই যে সরল পণ্য উৎপাদন যেখানে ক্ষুদ্র স্বাধীন

উৎপাদকরা তাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের উপায়ের ভিত্তিতে এবং মালিকদের নিজেদের শ্রম ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শ্রমের ভিত্তিতে চালায়, সেখানে পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন সাধিত হয় এক ভিন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সাক্ষাৎ উৎপাদকরা তাদের উৎপাদনের উপায় হারিয়ে মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে; আর উৎপাদনের উপায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে কয়েকজন একক পুঁজিপতির হাতে, যারা ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের মতো নিজেরা ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদনকর্ম চালায় না, বড় বড় উদ্যোগ, কারখানা ও খনির পরিসরে মজুরি-শ্রমিকদের শ্রম ব্যবহার করে।

এই সমস্ত প্রভেদ সত্ত্বেও, সরল পণ্য উৎপাদন আর পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন একই ধরনের, কেননা তা দাঁড়িয়ে থাকে একই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে, যথা, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা, যা সরল পণ্য উৎপাদন ও পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনকে পরস্পরের আত্মীয় করে তোলে। পণ্য উৎপাদনের নিয়মগুলির ভিত্তিতে তারা যেই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালায়, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই ঘটে বর্গ-বিভাজন: ধনবান এক বাছাই গোষ্ঠী তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, অন্য দিকে তাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত হয়, তাদের উৎপাদনের উপায় হারায়, এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের একমাত্র উপায় থাকে নিজেদের কাজ করার সামর্থ্য বিক্রি করা। সরল পণ্য উৎপাদন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির জন্ম দেয়। কিন্তু ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বর্গ

বিভাজন হল পুঁজিবাদে পরিণতির অনেকগুলি পথের একটিমাত্র।

পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন, পশ্চিম ইউরোপে যা স্থায়ী হয়েছিল ১৫শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত, তা পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার আসল পরিণতিটা হয়েছিল জমি থেকে কৃষকদের জবরদস্তি পৃথকীকরণ ও এজমালি জমি বেষ্টনীভুক্ত করা। ক্রীতদাস ব্যবসায় এবং অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধের সময়ে জনসমষ্টিকে লুণ্ঠন করার বিষয়টাও পুঁজির আদিম সঞ্চয়নে সহায়ক হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক দেশজয় ও উপনিবেশগুলির উপরে লুণ্ঠন আদিম সঞ্চয়নে এক বিশেষ ও জঘন্য ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ছিল এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা প্রভু-দেশগুলির পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধ করার কাজে লেগেছিল; সেই পুঁজিপতিরা উপনিবেশগুলি থেকে প্রণালীবদ্ধভাবে সম্পদ বার করে নিত উপনিবেশগুলি আর প্রভু-দেশগুলির মধ্যে অ-তুল্যমূল্য বিনিময়ের মাধ্যমে, সেই বিনিময় হত শেষোক্তদের অনুকূলে; চালানো হত এমন এক করাধান নীতি যা প্রভু-দেশগুলিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ এনে দিত; এবং চলত উপনিবেশগুলির জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি, যাদের মধ্যে ছিল ভারত ও মিশরের মতো প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট দেশ, এবং যারা তাদের ঔপনিবেশিক দাসত্ববন্ধনের আগে অর্থনৈতিক বিকাশের

স্তরের দিক দিয়ে কোনো মতেই যারা তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছিল সেই দেশগুলির চেয়ে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, ইত্যাদি) পিছিয়ে ছিল না, তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা যখন অর্জন করল সেই সময়ে প্রভু-দেশগুলির চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক দেশগুলির একটিরও আধুনিক শিল্প বলতে কিছু ছিল না, সেখানে কৃষিকর্ম চালানো হত চিরাচরিত, প্রাক-ঔপনিবেশিক পদ্ধতি ব্যবহার করে, এবং তাদের জনসমষ্টির মাথা-পিছু মোট জাতীয় উৎপাদ ছিল প্রাক্তন প্রভু-দেশগুলির তুলনায় এক ভগ্নাংশ মাত্র।

এমন কি আজও, যখন ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং উন্নয়নশীল দেশ বলে পরিচিত, তারা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তরফ থেকে শোষণের এক লক্ষ্যবস্তু, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পুঁজিপতিদের, সর্বোপরি জাতি-অতিগ একচেটিয়া সংস্থাগুলির ধনবৃদ্ধির উৎস।

৩। উৎপাদনের উপায়ের উপরে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার সর্বশেষ প্রাধান্যশালী রূপ। পুঁজিবাদ তার ঐতিহাসিক বিকাশ শুরু করেছিল বলপ্রয়োগে ক্ষুদ্র-পরিসর উৎপাদন ধ্বংস করে: জনসাধারণকে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় থেকে

বঞ্চিত করে। ফলে, নিজস্ব শ্রমের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা স্থানচ্যুত হয়েছিল মজুরি-শ্রম শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা দিয়ে।

মুনাফা হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য; দুটি আবশ্যিক শর্ত তাতে পূর্বানুমিত: প্রথম, কিছু লোককে উৎপাদনের উপায় (তাঁত, সুতো তৈরির যন্ত্র, তুলো, সুতো, ইত্যাদি) ক্রয় করতে সমর্থ হতে হবে এবং দ্বিতীয়, জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত কিছু লোক থাকতে হবে। ভাষান্তরে, থাকতে হবে উৎপাদনের উপায়ের মালিক হিসেবে পুঁজিপতিদের, এবং যারা পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন যন্ত্রগুলি চালিয়েই শুধু জীবিকার্জন করতে পারে, সেই শ্রমিকদের। উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা পুঁজির রূপ নেয়।

তা হলে পুঁজি কী? পুঁজি বহুবিধ বস্তুগত রূপ ধারণ করে: যন্ত্র, ইমারত, কাঁচামাল, জ্বালানি, ইত্যাদি, যা উৎপাদনের জন্য দরকার; তা উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পুরো-তৈরি উৎপাদের রূপ ধারণ করে: যন্ত্র, বস্ত্র, চিনি, ইত্যাদি, এবং মজুরি হিসেবে দেওয়া বা উৎপাদনের উপায় ক্রয়ে ব্যবহৃত অর্থের রূপও ধারণ করে।

কিন্তু প্রত্যেক যন্ত্র, প্রত্যেক সরঞ্জাম বা ইমারত, প্রত্যেক অর্থই পুঁজি নয়। যেমন, একজন কৃষকের একটি বাসগৃহ, কয়েক একর জমি, কিছু গবাদি পশু, এমন কি কিছু অর্থও থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি

অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে একজন প্রভু না হয়, ভাষান্তরে, সে যদি মজুরি-শ্রম নিয়োগ না করে, তবে তার সম্পত্তি পুঁজি নয়।

সম্পত্তি পুঁজি হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার জন্য তা ব্যবহৃত হয়, ভাষান্তরে, যখন তা ব্যবহৃত হয় সেই শ্রমিকদের ভাড়া করার জন্য, যারা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য পায় কীভাবে? মার্কস উত্তর দিয়েছেন, প্রচ্ছন্ন লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে ও মজুরির রূপে তার মূল্য পরিশোধ করে পুঁজিপতি সেই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুদ্ধার করতে যতটা সময় দরকার তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে, এবং তাই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। বাড়তি এই কয়েক ঘণ্টায় শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে, পুঁজিপতি তার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তা উপযোজন করে এবং সেটাই উদ্বৃত্ত-মূল্য। সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ পুঁজিপতি ব্যবহার করে তার নিজের প্রয়োজনে; বাকিটা ব্যবহৃত হয় নতুন পুঁজি হিসেবে: পুঁজিপতির ইতিমধ্যেই যে পুঁজি রয়েছে, তার সঙ্গে এটাকে সে, বলা যেতে পারে, যোগ করে এবং তাই পরবর্তী উৎপাদন চক্রে আরও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে ও অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে সক্ষম হয়, যার মানে তার পুঁজি আরও বাড়ে, এবং এই রকম চলে অন্তহীনভাবে।

শিল্প পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে, কল-কারখানাগুলি ছিল ছোট এবং সাধারণত একটি পরিবারের অথবা

অংশীদারদের একটি ছোট গোষ্ঠীর মালিকানাধীন। কিন্তু প্রতিটি নতুন কৃৎকৌশলগত আবিষ্কারের ফলে দরকার হয়েছিল আরও বেশি পুঁজি, যার ফলে শিল্পোদ্যোগগুলি আয়তনে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে কোনো শিল্পে, অপেক্ষাকৃত বড় উদ্যোগগুলি ছিল বেশি ব্যয়সাশ্রয়কর, সেগুলি আরও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিলাভ করত ও বেশি মুনাফা দিত, আর অপেক্ষাকৃত ছোট বহু উদ্যোগই সেগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে বন্ধ হয়ে যেত অথবা প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা অধিগৃহীত হত। সেইভাবে, প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুঁজিপতিরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের হঠিয়ে দিত, এবং পুঁজি ক্রমেই বেশি করে কেন্দ্রীভূত হত অল্প কয়েকজন শিল্পপতি ও ধনপতির হাতে।

তার অর্থ উৎপাদনের সামাজিকীকরণ বা উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে সামাজিক করা। সামাজিকীকরণের সার কথা হল, প্রথম, সাধারণভাবে উৎপাদনের ঘণীভবন এবং অত্যন্ত বড় বড় উদ্যোগ, যেগুলি হাজার হাজার শ্রমিককে যুগপৎ নিযুক্ত করে; এবং দ্বিতীয়, এক সামাজিক শ্রম বিভাজনের বিকাশ, যেখানে উৎপাদগুলি হল দেশের বৈষয়িক উৎপাদনে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের ফল (এবং আজ, এমন কি বহু দেশের শ্রমজীবী জনগণের সম্মিলিত শ্রমের ফল)। এমন কি সাধারণ হাতুড়ি বা কাচের একটা প্লেটের মতো সরল উৎপাদগুলি তৈরি করার কাজেও — মোটরগাড়ির মতো কৃৎকৌশলভাবে পরিশীলিত উৎপাদগুলির কথা তো বলাই বাহুল্য —

জড়িত থাকে বহু উদ্যোগ ও, শেষ পর্যন্ত, সামগ্রিকভাবে সমাজ।

বস্তুতই, একটি হাতুড়ি উৎপাদন করার জন্য দরকার হয় একটি আকরিক লোহার খনি, ধাতু কারখানা, এগুলির জন্য সরঞ্জাম সরবরাহকারী সব ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্যোগ, একটি কাঠ শিল্প, অন্য সমস্ত শাখাকে শক্তি সরবরাহকারী বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী জনগণকে জীবনধারণের উপায় সরবরাহকারী কৃষি এবং লঘু ও খাদ্য শিল্পের শাখাগুলি; বস্তুতপক্ষে, হাতুড়িটি শেষপর্যন্ত, সামাজিক উৎপাদনে জড়িত কার্যত সকল শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের, ক্ষুদ্রতম মাত্রায় হলেও, এক মূর্ত রূপ।

ফলে, দেশের উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে পুঁজিবাদ এমন এক সংলগ্ন উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত করে, যাকে সামাজিক উৎপাদনের সকল শ্রমিকের সম্মিলিত শ্রমে গতিশীল করা যায়। লোকেদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা আরও বেশি ও শক্তিশালী হয় এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র এত বিস্তৃত হয় যে সমাজের প্রতিটি সদস্য সামগ্রিকভাবে সমাজে কী ঘটছে তার উপর এখন কিছুটা পরিমাণে নির্ভরশীল।

ইতিমধ্যে, সমগ্র সমাজের যৌথ শ্রমে সৃষ্ট উৎপাদটি সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে কয়েকজন ব্যক্তির — উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের, পুঁজিপতিদের — সম্পত্তি। সেটা উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে, অথবা উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত

পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যে এক গভীর বিরোধের জন্ম দেয়, এই বিরোধ পুঁজিবাদের মূল বিরোধ হিসেবে পরিচিত। এটাই হল অতি-উৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ, কাণ্ডজ্ঞানের দিক থেকে যে সংকট একটা উদ্ভট ব্যাপার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, ভালো ফসল হলে সকলের খাদ্য জুটত, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সমাজে ভালো ফসলের অর্থ হল কর্মচ্যুত শ্রমিকদের অনাহার, কেননা সেই গম বিক্রি করা যায় না এবং তার পরের বছর গম চাষের এলাকা কমানো হয়।

অর্থনৈতিক সংকটগুলি হল পুঁজির প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রীর অতি-উৎপাদন, যা থেকে ঘটে উৎপাদনে মন্দা ও বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি; বেকারির ফলে বাজারের চাহিদায় আরও হ্রাস ঘটে এবং বহু উদ্যোগে উৎপাদন কমানো হয়; নতুন কোনো উদ্যোগ নির্মিত হয় না, বা নতুন নতুন চাকরি সৃষ্টি হয় না, এবং কর্মহীনরা ও তাদের পরিবারগুলি যখন অনাহার ও অপুষ্টিতে ভোগে, তখন ইতিমধ্যেই উৎপন্ন উৎপাদগুলি ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু, অবশেষে, পণ্যসামগ্রীর মজুত ফুরিয়ে যায়, উৎপাদন আবার সম্প্রসারিত হতে শুরু করে, বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে, এবং কর্মসংস্থান বাড়ে, দেখা দেয় এক বা কয়েক বছরের 'সমৃদ্ধি' যার ফলে মনে হয় যেন উৎপাদনের সীমাহীন সম্প্রসারণ ঘটে। এই তেজি ভাবটা থাকে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত না পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে পণ্যসামগ্রী আবার অতি-উৎপাদিত হতে শুরু

করেছে চাহিদার তুলনায়, এবং তখন গোটা চক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। উৎপাদন বৃদ্ধির সীমাহীন সম্ভাবনা, বিশেষত চলতি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অবস্থায়, আর উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের সীমিত সামাজিক লক্ষ্য, অর্থাৎ শ্রমজীবী জনসাধারণের কার্যকর চাহিদাকে যা খর্বিত করে সেই মুনাফার তাড়না — এই দুইয়ের মধ্যে এক গভীর বিরোধে পুঁজিবাদ চিহ্নিত।

আজকের দিনের পুঁজিবাদ সংকট কাটিয়ে উঠতে কিংবা অন্তত প্রশমিত করতে চেষ্টা করে মুখ্যত হঠকারী অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। অস্ত্র প্রতিযোগিতাজনিত চাহিদাটা বুর্জোয়া সরকারগুলির চাহিদা এবং তা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কাঠামোর বাইরে। ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র, বিমান, ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধজাহাজ তৈরি করার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শত শত কোটি ডলার এখন খরচ করা হচ্ছে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা অর্থ ও শ্রমের অপচয়, কেননা সুনির্দিষ্টভাবে সামরিক উৎপাদগুলিকে পুনরুৎপাদনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায় না। অধিকন্তু, এই ধরনের উৎপাদগুলি আজ খুব তাড়াতাড়ি সেকেলে হয়ে যায়, আর নতুন ও আরও পরিশীলিত মডেল তৈরির খরচ শত শত গুণ বেড়ে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধিবক্তারা দাবি করেন যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পুঁজিবাদ তার সংকটগুলি পুরোপুরি দূর করার উপায় না হোক, অন্তত সেগুলি

প্রশমিত করার, বেদনাহীন করার উপায় খুঁজে পেয়েছে। তা অবশ্য নয়, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যদি সঠিকও হত, তা হলে সেটা হত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৃত্যুদণ্ডস্বরূপ, কেননা যে সমাজব্যবস্থা টিকে থাকার উদ্দেশ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উৎপাদের এক বৃহত্তর অংশকে নষ্ট ও ধ্বংস করতে বাধ্য হয়, সে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কী বলা যায়?

তাই, উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নেওয়া আর মুনাফা করার সংকীর্ণ স্বার্থপর লক্ষ্যের দিকে উৎপাদনকে চালিত করে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানা উৎপাদনের বিকাশকে আটকে রাখে এবং সমাজে গভীর সামাজিক বিরোধসমূহের জন্ম দেয়।

উৎপাদনের সামাজিকীকরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে। বড় বড় উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনের ঘনীকরণ, সমগ্র সমাজের পরিসরে শ্রমের সমবায়িক রূপের বিকাশ, এবং গভীর হয়ে-ওঠা সামাজিক শ্রম বিভাজন দেশের সংবদ্ধ সামাজিকীকৃত উৎপাদনের কেন্দ্রীকৃত নিয়মনের দাবি উপস্থিত করে এবং উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও বৈজ্ঞানিক-কৃৎকৌশলগত প্রগতিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের চাহিদা মেটানোর দিকে চালিত করা প্রয়োজনীয় করে তোলে।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা একথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন যে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা স্বাভাবিক ও চিরন্তন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁরা একদিকে 'ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার' ধারণাটির জায়গায়

প্রতিকল্প হিসেবে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার' ধারণাটি স্থাপিত করতে চান, পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার মূল বৈশিষ্ট্য শোষণের ব্যাপারটা যেন ইচ্ছা করেই ভুলে যেতে চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা মনুষ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই এবং তাই চিরন্তন। অন্য দিকে, তাঁরা দাবি করেন যে আজকের দিনের পুঁজিবাদের অবস্থায়, পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে, তা শ্রমিকবৃন্দ সমেত সমাজের সকল সদস্যের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা আজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সমস্যাকে সম্পত্তি-মালিকানার সমস্যার প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করতে চান। যেমন, ব্রিটিশ লেবর পার্টির তাত্ত্বিক অ্যান্টনি ক্রসল্যান্ড এই মত পোষণ করেন যে উচ্চমাত্রায় শিল্পায়িত উৎপাদনের অবস্থায় সম্পত্তি-মালিকানার সম্পর্কগুলি গুরুত্ব হারাচ্ছে।

'নতুন শিল্প রাষ্ট্র' তত্ত্বের রচয়িতা জন কে. গেলব্রেথের মতে, বড় বড় কর্পোরেশনে পুঁজির মালিকরা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে, আর ব্যবস্থাপকরা সকলের স্বার্থে উৎপাদনকর্ম চালিয়ে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, সেই 'ম্যানেজারিয়াল বিপ্লবের' ফলে সম্পত্তি-মালিক হিসেবে পুঁজিপতিরা অন্তর্হিত হয়ে যেতে থাকে, আর বুর্জোয়া সম্পত্তি-মালিকানা সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার কাছাকাছি চলে আসে। সেই ভিত্তিতে, তিনি বলেন, পুঁজিবাদ ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণত হয় এক শিল্প সমাজে,

পরবর্তীকালে দুটি বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে 'ব্যাপক সমকেন্দ্রিতা' ঘটে।

এই ধরনের সব তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হল যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তির বিকাশ থেকে সমাজব্যবস্থার চরিত্রের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় করার প্রয়াস, আর সামাজিক সম্পর্ক ও সম্পত্তি-মালিকানাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া। এই সমস্ত তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয় প্রধান বিষয়টি: কার তরফে ও কার স্বার্থে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলি পরিচালিত হয়, এটাই সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার মধ্যে বুনিয়াদি প্রভেদ।

'পুঁজির গণতন্ত্রীকরণের' একটা তত্ত্ব সম্প্রতি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। তার মোদ্দা কথাটা এই যে আজকের দিনের পুঁজিবাদে, যে শ্রমিকরা পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির শেয়ার কেনে, তারা খোদ পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমস্তরে মালিক হয়ে যায়। এ কথা সত্যি যে, কিছু কিছু শ্রমিক শেয়ার কিনছে। কিন্তু, প্রথমত, শেয়ারগুলি বেশির ভাগই কেনে শ্রমিক শ্রেণীর উঁচু স্তরের বাছাই মহল, সবচেয়ে বেশি বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিকরা, এবং দ্বিতীয়ত, নিছক শেয়ার লাভ করাটাই একজন শ্রমিককে পুঁজিপতিতে পরিণত করে না। সে একজন পুঁজিপতিতে পরিণত হতে পারত যদি তার শেয়ারবাবদ লব্ধ আয় (ডিভিডেণ্ড) তার মজুরির চেয়ে অনেক বেশি হত, তার আয়ের প্রধান উৎস হত। কিন্তু একটা সরল হিসাব করলেই দেখা যাবে যে এরকম সম্ভাবনা অধ্যাসমূলক।

বস্তুতপক্ষে, ডিভিডেন্ড যেখানে বছরে মজুরির ১০ শতাংশ হয়, সেখানে শ্রমিক তার মজুরির সমান মোট ডিভিডেন্ড পেতে পারত শেয়ার সংগ্রহ করার জন্য তার দশ বছরের মোট মজুরি ব্যবহার করে। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব, কেননা তাকে নিজেকে ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করতে হবে, তার আবাসন, তাপন ও চিকিৎসার খরচ মেটাতে হবে, এবং কর (যা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেশ চড়া) দিতে হবে। এই সবের পরে, শেয়ার কেনার জন্য তার হাতে থাকে খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থ, এবং এই অবস্থায় অল্প যে কয়টি শেয়ার সে কিনতে পারে, তা মজুরি-শ্রমিক হিসেবে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক স্থান-মর্যাদা পরিবর্তনে কোনো কাজে আসবে না।

GRONTHO.COM

অধ্যায় ৩

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা

১। উৎপাদনের উপায়ের উপরে বৈপ্লবিকভাবে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার রূপ ও পদ্ধতিসমূহ

পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে, সমাজের বিকাশে তা এক ক্ষণস্থায়ী পর্ব এবং সমাজতন্ত্রের দ্বারা তা স্থানচ্যুত হওয়া উচিত — এই ঘটনাটা নিছক বিবৃত করাই যথেষ্ট নয়, কেননা সেই উত্তরণ নিজে থেকে, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের নিতান্ত একটা ফল হিসেবে, ঘটতে পারে না। পুঁজিবাদের সংকটগুলি যত ঘন ঘনই দেখা দিক না কেন, তা যত বিরাট দুঃখকষ্টই বয়ে আনুক না কেন, তা কখনোই এমন একটা বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে না যেখানে তা আপনা-আপনিই সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে, যেমন জল বরফে পরিণত হয় ০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বিন্দুটির নিচে। মানবজাতি উৎপাদনের একটি ব্যবস্থা থেকে আরেকটি

ব্যবস্থার দিকে অগ্র পদক্ষেপ করতে পারে একমাত্র খোদ জনগণের বৈপ্লবিক কর্ম-তৎপরতার ফলেই যে কর্মতৎপরতা সমাজবিপ্লব বলে পরিচিত।

এই ধরনের কর্মতৎপরতা সহজতর হয় এই ঘটনায় যে বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির পাশাপাশি, পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলিও সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম দেয়। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ সেই শ্রেণীকে সংগঠিত করে এবং সেই শ্রেণীর দ্বারা আত্তীকৃত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ তাকে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের এক প্রবল চালিকাশক্তিতে পরিণত করে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিহিতার্থ হল ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার এক বৈপ্লবিক রূপান্তর।

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম পুঁজিবাদ থেকে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপাদন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর কোনো রচনাতেই নতুন সমাজব্যবস্থাটির কোনো বিশদ বর্ণনা নেই। তাঁর পূর্বসূরী যে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা একমাত্র শুভ আশার ভিত্তিতে এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়বিচার আর অবিচার সংক্রান্ত যুক্তিবিচারের ভিত্তিতেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও তার অর্থনৈতিক ধরনধারণের এক বিশদ চিত্র উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের প্রতিতুলনায় মার্কস তাঁর আবিষ্কৃত সমাজবিকাশের নিয়মগুলির ভিত্তিতে নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির রূপরেখা শুধু উপস্থিত করেছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ হল ঐতিহাসিক বিকাশের এক স্বাভাবিক উৎপাদ, এবং তা শুধু আত্মপ্রকাশ করতে পারে তার আগে যার অস্তিত্ব ছিল তারই ভিত্তিতে, অর্থাৎ, পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তিতে। উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় সামাজিকীকৃত করা যায় শুধু পুরনো সমাজের উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেই। একমাত্র বড় বড় পুঁজিবাদী উদ্যোগ ও সংস্থাকেই সমাজ অধিগ্রহণ করতে পারে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই এবং ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চলে আসার পরেই। এই ধরনের সব উদ্যোগ ও সংস্থায় মালিকবৃন্দ ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ইতিমধ্যেই রয়েছে, এবং এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হল শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ডিভিডেন্ড বা সুদ। উৎপাদন চালায় শ্রমিক ও কর্মচারীরা, ফলে এই ধরনের উদ্যোগগুলিকে অবিলম্বে সমাজের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

বড় বড় পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিকে সেগুলির পুঁজিপতি মালিকদের কাছ থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে নিয়ে নেওয়া হয় তাদের দখলচ্যুত করে এবং তুলে দেওয়া হয় সমাজের হাতে, যার প্রতিনিধিত্ব করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অর্থাৎ, সেগুলি জাতীয়কৃত হয়।

মার্কসই তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে বিনা ক্ষতিপূরণে পুঁজিবাদী সম্পত্তির দখলচ্যুতির সম্ভাবনা তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, যে কোনো ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি, অর্থাৎ উদ্ভব

নির্বিশেষে যে কোনো পুঁজিই পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত-মূল্যে পরিবর্তিত হয়, পুঁজিপতি তা উপযোজন করে ক্ষতিপূরণ না দিয়েই।

বস্তুতপক্ষে, পুঁজিপতিকে সন্দেহাবসর দেওয়া যাক এটা ধরে নিয়ে যে তার প্রারম্ভিকভাবে বিনিয়োজিত (আদি) পুঁজির সবটাই এসেছে তার নিজের সাশ্রয়-করা অর্থ থেকে (প্রকৃতপক্ষে, উপরে যেমন দেখানো হয়েছে, পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের সঙ্গে জড়িত থাকে সরল পণ্য উৎপাদকদের উপরে লুণ্ঠন, ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপরে লুণ্ঠন, ইত্যাদি)। সরল পুনরুৎপাদনের অবস্থায়, অর্থাৎ, পুঁজির পরিমাণে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পুনরুৎপাদনের অবস্থায়, পুঁজিপতির উপযোজিত সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যই যায় পুঁজিপতি ও তার পরিবারের নিজস্ব ভোগে। ফলত, একটা সময় ধরে, পুঁজিপতি উৎপাদনে কোনোরূপ অংশগ্রহণ নাকরেই নিজস্ব আয়ের রূপে উদ্বৃত্ত মূল্যের এমন একটা পরিমাণ ভোগ করবে, যেটা তার আদি পুঁজির সমান, এবং তা সত্ত্বেও একই পুঁজির মালিক থেকে যাবে। সেই জন্যই যে কোনো পুঁজিই হল বিনা ক্ষতিপূরণে পুঁজিপতির উপযোজিত এক সঞ্চিত উদ্বৃত্ত-মূল্য। অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী যখন বিনা ক্ষতিপূরণে পুঁজিবাদী সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে, তখন সে অধিকার-গতভাবে যেটা তার সেটাই ফিরে পায়, কেননা, পুঁজিবাদী সম্পত্তি হল সেই শ্রমিকদেরই অথবা শ্রমিক

শ্রেণীর আগেকার প্রজন্মগুলির দাম-না-দেওয়া শ্রমের ফল।

কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে পুঁজিবাদী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণই তার বৈপ্লবিক রূপান্তরের একমাত্র ধরন নয়। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায়, পুঁজিপতিদের একটি অংশের (সাধারণত ক্ষুদ্র ও মাঝারি) সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিয়ে নেওয়া যায়। এই ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে রূপান্তরিত হয় ক্রমে ক্রমে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনাধীনে, বা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলির একটি অংশের সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে ক্রমান্বিত রূপান্তরের একটি রূপ হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মতবাদটি বিশদ করেছিলেন লেনিন। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন একটা প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের হাতে এবং শ্রমিক শ্রেণী যখন অর্থনীতিতে কর্তৃত্বপূর্ণ স্থানগুলির (অর্থাৎ, শিল্পে, উৎপাদনের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির) অধিকারী, আর রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তখন পুঁজিবাদে কোনো প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে ব্যবহার করে, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র যুগপৎ অনেকগুলি কাজ সম্পন্ন করে। প্রথম, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হল পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির একটি অংশের (ক্ষুদ্র ও মাঝারি) ক্রমান্বিত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের একটি রূপ।

দ্বিতীয়, এই সমস্ত উদ্যোগে উৎপাদন বিকশিত করতে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে উৎপাদন সংগঠিত করার কাজে পুঁজিপতিদের অভিজ্ঞতা ও তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এবং তৃতীয়, ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদন (কৃষক ও হস্তশিল্পী) যেখানে প্রধান অথবা অর্থনীতির বেশ বড় একটা অংশ, সেখানে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি পুঁজিবাদী ও ক্ষুদ্রপণ্য অর্থনীতিতে সহজাত এলোমেলো বিকাশ-প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটির অবস্থানসমূহ সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পুঁজিপতিরা জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলি লীজ নিতে পারে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু কিছু রেয়াত পেতে পারে, কিংবা কোনো কোনো অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করতে পারে। মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ রূপ। এই ধরনের উদ্যোগগুলিকে সেগুলির মালিকদের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে দায়মোচন করে নিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে পরিবর্তিত করা হয়। এই ধরনের দায়মোচন বা ক্ষতিপূরণ একটি মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত উদ্যোগ গঠন সম্বন্ধে কণ্ট্রাক্টের মেয়াদের সময়ে ভূতপূর্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগটির মালিক যে মুনাফা পেয়েছিল সেই মুনাফার রূপ নেয়।

উৎপাদনে যারা একটা বড় ব্যক্তিগত ভূমিকা নেয়, সেই সব ক্ষুদ্র শিল্পপতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার

ও ক্ষুদ্র খামারির কথা বলতে গেলে, সেগুলি রাষ্ট্রের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া যায় না। এমন কি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এই ধরনের ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিক আছে লক্ষ লক্ষ, এবং পুঁজিবাদী কৃষি যেখানে অনতিউন্নত, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সেই সব উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র কৃষকরা হয় জনসমষ্টির বেশ বড় একটা অংশ, না হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সমস্ত খণ্ড-বিক্ষিপ্ত উৎপাদনী ও ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনাধীনে নিয়ে আসা কার্যত অসম্ভব, এবং ছোট মালিকদের সম্পত্তি দখলচ্যুত করে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে না-পারার এটাই প্রধান অর্থনৈতিক কারণ। ক্ষুদ্র-পরিসর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যে কেন তৎক্ষণাৎ সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করা যায় না, তার রাজনৈতিক কারণ সমেত অন্যান্য কারণও আছে, কেননা ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকদের অনেকগুলি বর্গ অভিন্ন শত্রু—বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে কাজ করে।

লেনিন বলেছিলেন যে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকের দুটি আত্মা আছে: একজন মালিকের আত্মা আর একজন শ্রমিকের আত্মা। শ্রমিক হিসেবে, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে অভিন্ন বুনিয়াদি স্বার্থ থাকে। সেখান থেকেই আসে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে এক স্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীজোটের সম্ভাবনা। কৃষকসমাজকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে এবং সহযোগ (প্রথমে সরবরাহ ও বিপণনে, তার পরে

উৎপাদনে) যে কৃষকদের পক্ষে সহজবোধ্য ও সুবিধাজনক, এই ঘটনার উপর নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের মধ্যে কৃষকদের ক্রমান্বিত 'অন্তর্ভুক্তির' বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সেই প্রক্রিয়াটি পরে বিশদে পরীক্ষা করা হবে।

ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকরা বহু দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদে একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে তারা নিপীড়িত হয়, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের অস্তিত্বের অবস্থাকে সীমিত করে। এবং যদিও তাদের বেশির ভাগই বুর্জোয়া ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী অভিমত পোষণ করে, তবুও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলি তাদের উপকৃত করতে বাধ্য। আসল জিনিস হল এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্ন করা, যাতে ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকরা শুধু যে কার্যক্ষেত্রে উপকৃত হবে তাই নয়, বরং এটাও উপলব্ধি করবে যে তারা এই সমস্ত রূপান্তর থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং তারা নতুন সমাজব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠবে।

সেটা করা যাবে কীভাবে? সেই দিকে কোন ব্যবহারিক পদক্ষেপ করা যায়? কৃষকদের সহযোগ পরে বিশদে বিবেচনা করা হবে বলে, এখন শুধু স্মরণ করা যাক কৃষকসমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্বন্ধে এঙ্গেলস কী বলেছিলেন: 'ক্ষুদ্র কৃষক সম্বন্ধে আমাদের কাজ হল, প্রথমত, তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়ের সমবায়িক উদ্যোগ ও বিষয়-আশয়ে রূপান্তর কার্যকর করা, বলপ্রয়োগ করে নয় বরং

দৃষ্টান্তবলে এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সহায়তা দিয়ে।'*

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে কৃষকসমাজের সহযোগের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রণোদনা ব্যবহার করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে, বিরাট পরিসর চাষ-আবাদ ও আধুনিক যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন থেকে উৎপাদকরা কী সুফল পেতে পারে তা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কৃষিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে (রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে) এবং যন্ত্র-ও-ট্রাক্টর স্টেশনগুলিকে। কৃষকদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যক্তিগত থেকে যৌথ চাষ-আবাদের দিকে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজতর করেছিল। একটি বিরাট যৌথ খামার (কলখোজ) কয়েকশো ছোট ছোট খামারকে প্রতিস্থাপিত করে; ক্ষুদ্র উৎপাদকরা একত্রে কাজ করতে শেখে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় ক্রমে ক্রমে দেখা দেয় সংঘক্রিয়াবাদ। এই ধরনের একটি বড় খামারে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নততর জীবনের অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, সেই অবস্থা এবং জীবনমান বৃদ্ধি সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

তাই, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘ ও জটিল এক প্রক্রিয়া। তার প্রস্থানবিন্দু হল জাতীয়করণের এক বৈধানিক

---

* Frederick Engels, *The Peasant Question in France and Germany*, in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works in three volumes*, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 470.

আইনের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের কাছে — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাদের প্রতিনিধি — উৎপাদনের উপায় হস্তান্তর। এক জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থায়, তা মোটামুটি সরল ও সহজসাধ্য। কিন্তু শুধু বৈধানিক আইনটিই উৎপাদনের উপায়কে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে তখনই পরিণত করে না।

উৎপাদনের উপায়কে প্রকৃতই সামাজিক করার জন্য, উৎপাদন কর্মপ্রয়োগে সামাজিকীকৃত হতে হবে। ভাষান্তরে, উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলা দরকার। এরূপ এক ব্যবস্থাতন্ত্র, প্রথমত ও প্রধানত, উৎপাদনকে চালিত করবে সমাজের সকল সদস্যের চাহিদা পূরণের দিকে; উৎপাদনের সুষম ক্রিয়া নিশ্চিত করবে; 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী' নীতির ভিত্তিতে এক সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে; জনসাধারণকে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে টেনে আনবে এবং কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে থেকে এমন সব বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করবে যারা বিরাট পরিসর সামাজিক উৎপাদন পরিচালনায় সক্ষম; শ্রম উৎপাদনশীলতার স্থিরনিশ্চিত বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে; সমাজের প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তির কর্মসংস্থান করবে, পুঁজিবাদের কাছ থেকে পাওয়া বেকারি নিশ্চিহ্ন করবে, ইত্যাদি।

ভাষান্তরে, সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা বলতে বাস্তবে

বোঝায় নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের এক ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলা। অত্যন্ত জটিল এই কাজটি আরও বেশি কঠিন হয় এই জন্য যে শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে কাজটা সামলাতে হয় এই সর্বপ্রথম বার, কোনোরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই। কাজটি সমাধা হয় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে।

. সকল কর্মীর উৎপাদনের মালিকানার অনুভূতি লালিত হলে তবেই সামাজিক মালিকানা স্থাপিত হতে পারে। এটা হতে পারে প্রথমত, যখন কর্মযৌথ ও তার মাধ্যমে সকল কর্মী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে যোগ দেবে (কী কী পণ্য, কোন কোন পরিমাণে তৈরি করা উচিত, সেগুলির গুণ, দাম, ইত্যাদি), এবং নিজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের উপর বৈষয়িক দায়িত্ব অর্পিত হবে। বলা বাহুল্য পুরো অর্থনীতির সুষম বিকাশের লক্ষ্যে এই সব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সমাজের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, এমন অর্থনৈতিক যন্ত্র নির্মিত হবে, যেখানে প্রত্যেক কর্মযৌথের, তার সদস্যের বৈষয়িক অবস্থা নির্ভর করবে সমগ্র জনগণের উৎপাদনের উপায়ের মিতব্যয়ী ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের উপর, তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর।

অবশ্য, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করাটা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে খুবই দুষ্কর

হয়েছিল। পুরনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে যারা একটা গৃহযুদ্ধ সমেত সব রকম উপায় ব্যবহার করেছিল সেই আভ্যন্তরিক শত্রুদের, ভূতপূর্ব ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের উন্মত্ত প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রকে ১৪টি পুঁজিবাদী শক্তির এক সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বিজয় অর্জনের পর নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সম্মুখীন হয়েছিল ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার, বার বার ঘটেছিল অর্থনৈতিক অবরোধ আর অন্তর্ঘাতের ঘটনা, এবং ১৯৪১ সালে সম্মুখীন হতে হয়েছিল নাৎসি জার্মানির বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণের, তাকে পরাস্ত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ২ কোটি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সম্পন্ন করেছিল বিরাট বিরাট সামাজিক রূপান্তর: সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, কৃষির যৌথীকরণ ও এক সংস্কৃতি বিপ্লব, নির্মাণ করেছিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরিণত করেছিল এক পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে।

২। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু

তাই, সমাজতন্ত্র হল এমন এক সমাজ, যেখানে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সামগ্রিকভাবে সমাজের।

যে সমস্ত বাস্তব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক মালিকানার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেগুলি কী, এবং সমস্ত কল-কারখানা, জমি ও তার সম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, ইত্যাদি কোন অর্থে সমাজের প্রতিটি সদস্যের? মানুষের উৎপাদনের উপায়সমূহ দরকার হয় বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করার জন্য এবং তার শারীরিক ও আত্মিক চাহিদা মেটানোর জন্য। এক অর্থে, সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য, তার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হল বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন। একমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতরেই মানুষ উৎপাদনের উপায়সমূহের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণকে কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে নিজেকে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হিসেবে চরিতার্থ করে।

পুঁজিবাদে, মজুরিশ্রমিকও তার উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপে উৎপাদনের উপায়সমূহকে প্রকৃতই কাজে লাগায়। কিন্তু সে কোনো উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয় বলে, সেগুলি তার প্রত্যক্ষ নাগালের মধ্যে থাকে না; সেগুলির নাগাল সে পেতে পারে শুধু পরোক্ষভাবে, পুঁজিপতির কাছে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে। পুঁজিপতি যদি সেটা লাভজনক মনে করে তা হলে সেটা কিনবে, এবং তার লাভটা রয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে, যা শ্রমিকটি উৎপাদন করবে পুঁজিপতির উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে, এবং যাকে উপযোজন করবে পুঁজিপতি।

তাই, শ্রমিকের পক্ষে উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করার সম্ভাবনা, কিংবা অর্থনীতিবিদরা যেমন বলেন, শ্রমশক্তি

ও উৎপাদনের উপায়ের একটা সংযোগ, পুঁজিপতির উপরে নির্ভর করে এবং তার মধ্যস্থতা করে শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়, যে জিনিসটা বিশেষভাবে প্রকট হয় অতিউৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটগুলির সময়ে। সে রকম অবস্থায়, সামগ্রী উৎপাদন করাকে পুঁজিপতি অমুনাফাদায়ক মনে করে এবং সে শ্রমিককে ভাড়া করে না, যার ফলে এক দিকে উৎপাদনের উপায় নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে থাকে এবং অন্য দিকে সাক্ষাৎ উৎপাদক থাকে কর্মহীন।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা উৎপাদনের উপায়ে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ অধিগম্যতাই মুখ্যত সূচিত করে। কর্মপ্রয়োগে এর নিহিতার্থ এই যে কোনো সক্ষমদেহ ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কর্তৃক কাজের নিশ্চিতি পায়। সেই নিশ্চিতি বাস্তব, কেননা সমাজে যত সক্ষমদেহ সদস্য আছে তত কাজই সমাজ পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করে এই নীতি অনুযায়ী: 'প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তির জন্য একটি কাজ।' সেটা স্বতই হয় না, হয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে, সক্ষমদেহ জনসমষ্টির আয়তনের হিসাব, ও ততসংখ্যক কাজ সৃষ্টির ফলে। সমাজতন্ত্রে, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তির সংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের সদস্যবৃন্দেরই দ্বারা, তাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকের প্রবেশ কোনো অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধক দিয়ে সীমিত নয়, যে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধক পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ এটাই সূচিত করে যে প্রত্যেকের জন্য একটি কাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার বিকাশ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রধানতম পূর্বশর্ত বলে গণ্য করে। সামাজিক মালিকানা বেকারির সম্ভাবনা নীতিগতভাবে বাতিল করে। সমাজতন্ত্র আর বেকারি একটার সঙ্গে আরেকটা বেমানান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের কাজের অধিকার নিশ্চিতিপ্রদত্ত।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অন্তর্বস্তু প্রকাশকারী আরেকটি বাস্তব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এই যে তা হল মুখ্যত সমগ্র জনগণের মালিকানা। উৎপাদনের উপায়সমূহ সামগ্রিকভাবে সমাজের, এবং তার প্রতিটি সদস্য সেগুলির মালিক শুধু অন্য সমস্ত সদস্যের সঙ্গে একত্রে, অর্থাৎ, ঐকত্রিকভাবে। সমগ্র জনগণের দ্বারা উৎপাদনের উপায় উপযোজনের এই হল সারমর্ম, এবং উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা যে সমগ্র জনগণের মালিকানা, এই ঘটনাটির সারমর্ম।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায় উপযোজিত হয় সমগ্র জনগণের দ্বারা, কারণ সেই উপযোজনের বৈষয়িক ভিত্তি — সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহ — কার্যত সমগ্র সমাজের পরিসরে এক সুসংলগ্ন উৎপাদিকা শক্তি, সামাজিক উৎপাদনে সকল অংশগ্রাহীদের শ্রমে যা গতিশীল হয়। স্বভাবতই,

সমাজতন্ত্রে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ বিভক্ত হয় শিল্প ও কৃষিতে, সেগুলির বিভিন্ন শাখায়, এবং অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে পৃথক পৃথক উদ্যোগ, খনি, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে, এবং উৎপাদনকর্ম প্রকৃতপক্ষে চলে সেগুলির কাঠামোর ভিতরে। কিন্তু কার্যত, বিভিন্ন উদ্যোগ একটিমাত্র সমগ্রের — জাতীয় অর্থনীতির — নানান উপাদান, বা অংশের চেয়ে বেশি কিছু নয় এবং তাই সেগুলি ক্রিয়া করতে পারে একমাত্র ঐকত্রিকভাবে, কখনোই নিজে নিজে আলাদাভাবে নয়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রকে যা সমগ্র জনগণের চরিত্র প্রদান করে তা হল ঠিক এই ঘটনাই যে উৎপাদনের উপায়সমূহ — তার অর্থনৈতিক ভিত্তি — ঐকত্রিকভাবে সমস্ত জনগণের, কোনো একজন ব্যক্তির নয়। এতে এই কথাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে সমগ্র জনগণের উৎপাদনের উপায়কে পৃথক পৃথক কর্মসংঘের সম্পত্তিতে পরিণত করার যেকোনো প্রকল্প সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকেই ক্ষুণ্ণ করে। এই ধরনের প্রকল্পগুলি উপস্থিত করে তথাকথিত সমবায়িক সমাজতন্ত্রের অধিবক্তারা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-কর্তৃক উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে সেই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন বা 'শ্রমিকদের সমিতির' কাছে হস্তান্তরিত করা, যারা উৎপাদন চালাবে এবং উৎপাদগুলি বণ্টন করবে — এই ধরনের ভাবনাচিন্তা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে এক পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী প্রবণতা, অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজমের ভাবাদর্শবিদরা উপস্থিত করেন। সমবায়িক সমাজতন্ত্র বা অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজমের

ধ্যানধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অর্থ হবে সমাজতন্ত্রে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি-মালিকানাকে সামাজিক মালিকানার প্রধান রূপ করে তোলার প্রচেষ্টা। সমগ্র জনগণের উৎপাদনের উপায়কে কর্ম-সংঘগুলির সম্পত্তিতে স্থানান্তরিত করার অর্থ হবে সমগ্র জনগণের একটিমাত্র সম্পত্তিকে খণ্ড-বিক্ষিপ্ত করা এবং একই জাতীয় অর্থনৈতিক সমাহারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কৃত্রিম বেড়া তৈরি করা; তা সংযোগের একমাত্র রূপ হিসেবে সম্পত্তি-অধিকারী উদ্যোগগুলির কর্ম-সংঘগুলির মধ্যে এলোমেলো বাজারধর্মী বিনিময়ের জন্ম দেবে এবং একটা পরিকল্পিত অর্থনীতি চালানো অসম্ভব করে তুলবে। সমাজতন্ত্রে আলাদা একেকটি উদ্যোগ কৃৎকৌশলগত স্তরের দিক দিয়ে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক বলে, আলাদা একেকটি কর্ম-সংঘের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ফলে সেগুলির মধ্যে অনেকখানি অসমতা দেখা দেবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উৎপাদনের উপায়কে আলাদা একেকটি সম্পত্তিতে পরিণত করলে সেটা পুঁজিবাদে অর্জিত সামাজিকীকরণের তুলনাতেও এক পা পশ্চাদগমন হবে; পুঁজিবাদে অর্জিত সেই সামাজিকীকরণের অবস্থায় কোনো কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বেশ বড় একটা অংশ রয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে।

উৎপাদনের উপায়কে পৃথক পৃথক কর্ম-সংঘের কাছে হস্তান্তরিত করার স্লোগানের একটা নেতিবাচক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আছে: তার লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে উৎপাদনের

উপায়ের উপরে সমগ্র জনগণের মালিকানাকে ক্ষুণ্ণ করা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধাগুলি নিশ্চিহ্ন করা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসূচক এলোমেলো বাজার-সম্পর্ককে সমাজতন্ত্রেও অর্গলমুক্ত করে দেওয়া।

সেই ধরনের প্রকল্পগুলিকে লেনিন দ্ব্যর্থহীনভাবে বাতিল করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে 'কোনো নির্দিষ্ট কারখানা বা কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তির শ্রমিকদের তাদের বিশেষ উৎপাদনের উপরে মালিকানার অধিকারের অথবা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ দুর্বল করার বা ব্যাহত করার অধিকারের যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈধকরণ, সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলির নিদারুণ বিকৃতি এবং সমাজতন্ত্রের এক পরিপূর্ণ বাতিলকরণ...'*

রাষ্ট্রীয় মালিকানাই (সমগ্র জনগণের মালিকানা) সমগ্র সমাজের পরিসরে উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে শ্রমব্যক্তির এক প্রত্যক্ষ সংযোগ নিশ্চিত করে।

শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক সমানতা প্রতিষ্ঠা হল আরও একটি বাস্তব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, যাতে প্রকাশ পায় সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক মালিকানার অন্তর্বস্তু।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা অভিযোগ করেন যে সমাজতন্ত্র, তার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যহেতু, ব্যক্তির

* V. I. Lenin, *The Democratism and Social Nature of Soviet Power, Collected Works,* Vol. 42, Moscow, 1971, p.p. 100-101.

বিকাশকে ব্যাহত করে, তাকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতা থেকে। কাজ ও পেশা অবাধে বেছে নেওয়া সহ সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার অধিকারের এক বিকৃত ভাষ্য দেন তাঁরা।

যেমন, গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর আলেক নোভে লিখেছেন যে, সামাজিক রাষ্ট্রীয় মালিকানার অস্তিত্বের ঘটনাটিতেই মেহনতি মানুষের স্থান-মর্যাদার পক্ষে কোনো সারগত পার্থক্য ঘটে না এবং উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিহ্নকরণের ফলে নাকি ব্যক্তিমানুষদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমানতা ঘটে নি।

প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাই, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগই উৎপাদনের উপায়কে সমাজের সকল সদস্যের অধিগম্য করে তোলে এবং মানুষের উপরে মানুষের শোষণ দূর করে। শ্রমজীবী জনগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায় এবং সেই অর্থে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ সমান। সমগ্র সামাজিক উৎপাদ একমাত্র তাদেরই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সদস্য তার সামর্থ্য ও ঝোঁক অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল সদস্য সামাজিক মালিকানাভিত্তিক উৎপাদনে অংশগ্রাহী হিসেবে সমান। একই শিল্পে বিভিন্ন উদ্যোগের কৃৎকৌশলগত স্তরের পার্থক্য বিবেচনা করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন

উদ্যোগের জন্য বিভিন্ন উৎপাদন হার নির্দিষ্ট করে; রূপায়িত করে পারিশ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক নীতি: সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা প্রতিটি সক্ষম মানুষের জন্য শুধু যে কাজেরই নিশ্চিতি দেয় তাই নয়, তার পক্ষে তৈরি পণ্য ভোগ করারও নিশ্চিতি দেয়। শ্রমিকের কাজের পুরস্কারের হার অবশ্যই উৎপাদনের উপায় ব্যবহারের উপযুক্ততার সঙ্গে মানানসই হতে হবে, সেই উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। এটাই হল তথাকথিত 'চালক-শক্তি' যা সামাজিক সম্পত্তিকে প্রত্যেকের সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যকে করে তোলে সার্বজনিক সম্পত্তির বাস্তব মালিক।

এটা অর্জন করতে হলে উৎপাদককে উৎপাদনের উপায় ব্যবহারের ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু বিশাল ও জটিল উৎপাদনপ্রণালীবিশিষ্ট কোটি কোটি মানুষের সমাজে পৃথক একজন শ্রমিক আর সার্বজনিক উৎপাদনের ফলভোগে তার অংশগ্রহণ — এই দুইয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা যায় না। এই যোগসূত্রটি ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার সম্পর্ক বিকৃত হয়, এবং সেটা এমন হয়ে ওঠে যেন তা কারও নয়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে একজন শ্রমিক আর সমাজের মধ্যে একটা মধ্যস্থ শক্তি থাকে — শ্রমিকদের সংঘ, যা

উৎপাদিকা শক্তিগুলির একাংশ ব্যবহার করে এবং একটা নির্দিষ্ট উৎপাদ উৎপন্ন করে।

এই সংঘ যদি অর্থযোগানে ও পুনরায় অর্থযোগানে স্বনির্ভরতার নীতির ভিত্তিতে, অর্থাৎ স্বয়ং ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কাজ করে, তা হলে উৎপাদনের উপায়ের জন্য, তার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের জন্য, বেতন প্রদানের জন্য ব্যবহার্য আয় সামাজিক সম্পত্তির সেই অংশটির বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। সেই সম্পত্তির মালিক এই কর্ম সংঘই। শুধু এই ক্ষেত্রে সম্পত্তি-মালিকানা তার বিষয়ীকে পায়।

সেই জন্যই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এখনকার পুনর্গঠনের (পেরিস্ত্রাইকার) পর্যায়ে সম্পূর্ণ স্বয়ং-ব্যবস্থাপনা নীতির রূপায়ণ, বস্তুতপক্ষে সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কেরই বিস্তৃতি, তার সরলীকরণের (অর্থাৎ সার্বজনিক সম্পত্তির মালিক শুধু সমগ্র সমাজই) অবসান; এবং একই সঙ্গে তা এই সংশোধনবাদী দাবিকেও অস্বীকার করে যে উৎপাদনের উপায় সমাজের কাছ থেকে নিয়ে কর্ম-সংঘগুলির হাতে তুলে দিতে হবে। বিকাশের প্রধান পথ হল সামাজিক সম্পত্তি মালিকানার সুফলগুলিকে কর্ম-সংঘগুলির, সমস্ত মেহনতি মানুষের 'মালিক হওয়ার অনুভূতির' বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করা।

শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা ইতিহাসে সর্বপ্রথম এমন এক মুক্ত-স্বাধীন শ্রমজীবী ব্যক্তিমানুষের গঠন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি

করে, যে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশে আগ্রহী। সেই সঙ্গে, সামাজিক মালিকানার কর্তৃত্ব এই ঐতিহাসিক কর্তব্যকর্মের রূপায়ণ নিশ্চিত করে, কারণ উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে তা মানানসই।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার মূল অর্থনৈতিক লক্ষণগুলি — উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ, সমগ্র জনগণের দ্বারা উৎপাদনের উপায় উপযোজন এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক সমানতা — কমিউনিস্ট গঠনরূপের উভয় পর্যায়েই: সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার বৈশিষ্ট্যসূচক। এই লক্ষণগুলি প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক দেশে সামাজিক মালিকানার বৈশিষ্ট্যসূচকও বটে।

সেই সঙ্গে, কমিউনিস্ট উৎপাদনপ্রণালীর প্রথম ও নিম্নতর পর্যায় হিসেবে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যহেতু সমাজতান্ত্রিক মালিকানার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ আছে, যথা, কমিউনিজমের তুলনায় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের নিম্নতর স্তর, পুরনো সামাজিক শ্রম বিভাজনের জেরগুলির অস্তিত্ব (মানসিক ও কায়িক, ভারী ও হাল্কা, দক্ষ ও অদক্ষ কাজের মধ্যে সারগত প্রভেদ) এবং সুস্থ মানবদেহের একটা চাহিদার চেয়ে বরং জীবিকার্জনের একটা উপায় হিসেবে কাজের প্রতি মনোভাব।

এই সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি মুখ্যত প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে সমগ্র জনগণের মালিকানাই উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার একমাত্র রূপ নয়। আমরা

আগেই দেখেছি, সমাজতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরসমূহের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণের দুটি রূপের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ: সমগ্র জনগণের ও যৌথ।

পরে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার এই দুটি রূপ আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করা হবে।

৩। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

উৎপাদনের মূল উপায়গুলির সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে রূপান্তর এবং ফলত, প্রাধান্যশালী রূপ হিসেবে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা নতুন সমাজের দিকে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

পরবর্তী পদক্ষেপটি হল সমগ্র জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদিকা শক্তিসমূহের পরিকল্পিত বিকাশ সংগঠিত করা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উৎপাদনের লক্ষ্য সর্বদাই সমাজের চাহিদা মেটানো। চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তাই উৎপাদনের উদ্ভব ঘটায় এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল চাহিদা পূরণ করা। যুগপৎভাবে, উৎপাদন-প্রক্রিয়া হল সেই অর্থনৈতিক প্রণালী, যার মধ্যে সম্পত্তি-মালিকরা উৎপাদনের উপায়ের উপরে তাদের মালিকানা উশুল করে। যেমন, সামন্ত প্রভু বা ভূস্বামী জমির খাজনা উপযোজন করে জমির উপরে তার

মালিকানা উশুল করে; এবং পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায়ের উপরে তার মালিকানা উশুল করে উদ্বৃত্তমূল্য পেয়ে, যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সে ব্যবহার করে তার নিজস্ব ভোগের জন্য তথা তার মালিকানাধীন পুঁজি বাড়ানোর জন্য।

সমাজতন্ত্রে, উৎপাদনের উপায়ের মালিক একই সঙ্গে এমন এক ব্যক্তি যে উৎপাদনের এই উপায়গুলি চালায়, যার ফলে সম্পত্তি মালিক আর মেহনতি মানুষ একই লোক। বলা যেতে পারে যে এতে নতুন কিছু নেই, কেননা কৃষকও তার উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক ছিল এবং একই সঙ্গে সেগুলি চালাতও। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের একজন সদস্য একজন ক্ষুদ্র উৎপাদক — একজন কৃষক ও হস্তশিল্পী -- থেকে সারগতভাবে আলাদা, কারণ সে উৎপাদনের সামাজিক উপায়গুলির মালিক সমাজের অন্য সমস্ত সদস্যের সঙ্গে ঐকত্রিকভাবে এবং উৎপাদনের সামাজিক উপায়গুলি সে চালায় অন্যদের সঙ্গে একত্রে।

সেই জন্যই, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সামাজিক লক্ষ্য, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অবস্থায় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের লক্ষ্য হল সমাজের সকল সদস্যের নিয়ত বর্ধমান চাহিদা সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় পূরণ করা; যাকে জনগণের সুখসমৃদ্ধি বলা হয় তা আরোও বাড়ানো।

কিন্তু সেটা হল বিষয়টার একটিমাত্র ও একান্ত বৈষয়িক দিক। অন্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল এই যে চাহিদাগুলির সম্ভাব্য পূর্ণতম পূরণ নিজেই

সমাজের প্রতিটি সদস্যের অবাধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমগ্র সমাজের দ্বারা সম্মিলিতভাবে উৎপাদনকর্ম পরিচালনার জন্য দরকার হবে পুরোপুরি নতুন সব ব্যক্তিমানুষ এবং তা সৃষ্টি করবে এই ধরনের ব্যক্তিমানুষ — উৎপাদনের গোটা ব্যবস্থায় নিজেদের যথাস্থান পেতে সক্ষম বহুমুখী পুরুষ ও নারীদের।

প্রশ্ন করা হতে পারে সমাজতন্ত্রে চাহিদা পূরণের কোনো পরিমাপ আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অন্তর্বস্তুই মৌল মানবিক চাহিদাগুলির যুক্তিসঙ্গত পূরণের দাবি উপস্থিত করে। কিন্তু চাহিদাগুলির এই যুক্তিসঙ্গত পূরণ বলতে কী বোঝায় এবং সেগুলি পূরণের কোনো বিষয়গত পরিমাপ কি আছে, না তা বিশুদ্ধ বিষয়ীগত একটা ধারণা? মার্কসবাদ এই প্রশ্নগুলির একটা সরল উত্তর দেয়: হ্যাঁ, এই রকম একটা বিষয়গত পরিমাপ আছে।

মানুষের চাহিদাগুলি বিশুদ্ধ বিষয়ীগত নয়, যদিও লোকে সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন। উক্ত চাহিদাগুলি হল ব্যক্তিমানুষ, সমষ্টি ও সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থ। চাহিদাগুলি শুধু শারীরবৃত্তের উপরেই নির্ভর করে না, সামাজিক জীবনের উপরেও নির্ভর করে, সেগুলি শর্তাবদ্ধ হয় সমাজের বিকাশের স্তরের দ্বারা এবং তার দ্বারাই সেগুলির জন্ম হয়। ধরুন, টিনে-ভর্তি খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা, টিভি সেট বা মোটর গাড়ির চাহিদার মতোই, উৎপাদনের বিকাশের ফল। বিভিন্ন

যুগে ও দেশে মানুষের চাহিদাগুলি কখনোই একরকম নয়, কেননা সেগুলি ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ। চাহিদা বলতে আমরা এখানো কোনো ব্যক্তিদের দাবি বোঝাচ্ছি না, যারা হয়তো চাঁদ চাইতে পারে কিন্তু অপরের শ্রমে পরগাছার মতো বেঁচে থাকার প্রয়াস করতে পারে। এখানে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি তা হল সামাজিকভাবে বিকশিত, সংস্কৃতিবান জনগণের চাহিদা, যে চাহিদাগুলি যুক্তিসংগত এবং সামাজিক উৎপাদনের সেই নির্দিষ্ট স্তরটির সঙ্গে যেগুলির মিল আছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের চাহিদাগুলি সম্পূর্ণভাবে (বা স্বাভাবিকভাবে) পূরণ করা যায় একমাত্র তখনই যখন উৎপন্ন ভোগ্যপণ্যর পরিমাণটা, একদিকে ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তার সমান হয়, এবং অন্য দিকে সেই সময় পর্যন্ত অর্জিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী যতটা সম্ভব ততটা হয়। ভাষান্তরে, সম্পূর্ণ (বা স্বাভাবিক) চাহিদা পূরণের মানদণ্ডটা রয়েছে সামাজিক উৎপাদনের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের স্তরের মধ্যে। অবশ্য এটা প্রত্যাশা করা যায় না যে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এমন এক উৎপাদ উৎপন্ন করবে যা একটা সমাজতন্ত্রের বিপ্লবের জয়লাভের পরের দিনই চাহিদার সঙ্গে মিলে যাবে। সেটা এই কারণে যে, এক দিকে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের কাছ থেকে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের এমন একটা স্তর পায় না, যা সমস্ত লোককে সর্বপ্রকারে তাদের সামর্থ্য প্রকৃতই বিকশিত করতে তৎক্ষণাৎ সক্ষম করে তুলতে

পারে, এবং অন্য দিকে, পুঁজিবাদের কাছ থেকে তা পায় ব্যক্তিগত-সম্পত্তির মানসিকতার জের, যেটা দূর না করলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটানো অসম্ভব।

এই সবের জন্যই সমাজতন্ত্রে, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে, সামাজিক উৎপাদনে নাগরিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী তাদের চাহিদা পূরণের শ্রেণীবিভাগ করা দরকার হয়।

সমাজতন্ত্রের গোড়ার পর্যায়গুলিতে, সকল সদস্যের চাহিদা যে মাত্রায় পূরণ করা হয়, সেটা খুব উঁচু নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের চাহিদা যাতে পুরোপুরি মেটানো হয় এবং বেকারি চিরতরে দূর হয়, সমাজ সেটা নিশ্চিত করে। শিক্ষা ও চিকিৎসাগত সাহায্য থাকে সকল নাগরিকের নাগালের মধ্যে ও আরও বেশি পরিমাণে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের উপায়ের প্রয়োজন মেটানো হয় সামাজিক উৎপাদনে তার কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী, এবং উৎপাদন যত বাড়ে, চাহিদা-পূরণের মাত্রাও তদনুযায়ী বাড়ে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা সামাজিক উৎপাদনের গতির এক নতুন ধরন তৈরি করে: সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার এক সুষম ক্রিয়া।

সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পরিণত করে অর্থনৈতিকভাবে সুসংলগ্ন এক জীবাঙ্গে, একটিমাত্র সমগ্রে। সামাজিক শ্রম বিভাজনের দ্বারা অর্থনীতি পৃথকীভূত হয় উৎপাদনের অসংখ্য শাখায়, লক্ষ লক্ষ উদ্যোগে, নির্মাণ ক্ষেত্র,

পরিবহণ সংগঠন প্রভৃতিতে। কিন্তু এই সমস্তই যেখানে সমগ্র জনগণের উপযোজনের বিষয়, সেখানে জাতীয় অর্থনীতি কার্যত, লেনিনের ভাষায়, 'একটিমাত্র অফিস ও একটিমাত্র কারখানা'*

সমাজতান্ত্রিক সামাজিক উৎপাদন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক শ্রম সমগ্র সমাজের পরিসরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াগুলিকে সমন্বিত করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় করে তোলে। উৎপাদনকে সমগ্র সমাজের চাহিদা পূরণের অধীনস্থ করাটা সমন্বিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের এক আবশ্যিক শর্ত।

সমন্বিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের, যা সুষম বিকাশের সমতুল, অন্তঃসার এই যে সমাজের সদস্যরা সামাজিক উৎপাদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মেটানো ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী।

অর্থনীতির সমন্বিত, সুষম প্রশাসনের নিহিতার্থ হল, প্রথমত, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও উদ্যোগগুলির মধ্যে, দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে, ও সামাজিক উৎপাদের গতির বিভিন্ন পর্যায়: উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের মধ্যেও উৎপাদনের উপায়, সামাজিক শ্রম ও তার ফলস্বরূপ উৎপাদের বিনিময়। তা অনুপাতসমূহ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখাও বোঝায়, অর্থাৎ এক দিকে সামাজিক

* V. I. Lenin, *The State and Revolution, Collected Works*, Vol. 25, p. 479.

চাহিদাগুলির পরিমাণ ও গঠনকাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং অন্য দিকে, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির প্রবণতা অনুযায়ী, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের উপায় ও শ্রম বণ্টন। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ সমেত সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াও সুষম হয়। সমাজ উৎপাদন ও সামাজিক জীবনে কাজকর্মের ফলকে অভিক্ষিপ্ত করে, এই সমস্ত অভিক্ষেপ ও প্রকৃত ফলাফলের সমাপতন ঘটে, এবং তাই সমাজ তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থনীতির সুষম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমগ্র দেশের জন্য একটিমাত্র অর্থনৈতিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব পূর্বানুমিত; সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই কেন্দ্র হল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি। তার কাজ হল সামাজিক উৎপাদনে সমস্ত অংশগ্রাহীর ক্রিয়াকলাপ সমন্বিত করা। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিতে, অর্থ-নৈতিক অঞ্চলগুলিতে, মন্ত্রক ও বিভাগগুলিতে, এবং সব শেষে উদ্যোগগুলিতে পরিকল্পনা সংস্থাসমূহ। দেশের একটিমাত্র অর্থনৈতিক কেন্দ্রের সঙ্গে এই উদ্যোগগুলি হল সুষম বিকাশের বিষয়ী।

জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা হল সুষম বিকাশের একটি রূপ। এই ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, তার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থাগুলির, শাখামূলক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলি, উদ্যোগগুলি, সমস্ত মেহনতিদের ও সমাজের সকল

সদস্যের সচেতন ক্রিয়া, যার লক্ষ্য হল আগামী কাল-পর্বে অর্থনৈতিক বিকাশের কর্তব্যকর্মগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদন; এই কাজটির আসল কথা হল নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাগুলির বিশদীকরণ ও সেগুলির খসড়া করা। তারই সঙ্গে সঙ্গে, পরিকল্পনা একটা বাস্তব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ করার জন্য সমাজের সকল সদস্যের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তার সঙ্গে জড়িত।

পরিকল্পনা শুরু হয় সামাজিক চাহিদাগুলি সনাক্ত করা দিয়ে; তারপর আগামী পরিকল্পনাকালে এই চাহিদাগুলি পূরণের সম্ভাবনা সনাক্ত করা দিয়ে। সনাক্ত-করা চাহিদাগুলি ও সেগুলি পূরণের সম্ভাবনা তুলনা করে পরিকল্পনা সংস্থাগুলি সেই সমস্ত চাহিদা বেছে নেয়, যেগুলি আগামী কালপর্বে যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে, যেগুলি শুধু আংশিকভাবে পূরণ করা যাবে (যেগুলি পূরণ করার সুনির্দিষ্ট মাত্রা নির্দিষ্ট করে), এবং যেগুলি পরবর্তী পরিকল্পনাকালে পূরণ করা হবে। চাহিদাগুলির এই ধরনের বাছাই ও শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে শুধু রাষ্ট্রেরই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব কমিউনিস্ট লিগ প্রভৃতির মতো সামাজিক সংগঠনগুলিরই চূড়ান্ত বক্তব্য থাকে।

পরিকল্পনার ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি; পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার অর্থ এই যে কেন্দ্রীয় ও নিচের ধাপের পরিকল্পনা সংস্থাগুলি পরিকল্পনার খসড়া রচনার কাজে যুগপৎ

জড়িত থাকে। খসড়া পরিকল্পনাগুলি প্রচার করা হয় এবং কর্ম-সংঘগুলিতে খোলাখুলি আলোচিত হয়। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে যেসব প্রস্তাব-পরামর্শ করা হয়, খসড়া পরিকল্পনাগুলি সংশোধন করতে সেগুলি সাহায্য করে, তার পর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিধায়ক সংস্থাগুলির দ্বারা (সোভিয়েত ইউনিয়নে — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত) সেগুলি অনুমোদিত হয়, তখন সেগুলি হয় বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় আইন।

পরিকল্পনাগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর নিহিতার্থ হল বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়মসমূহ, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির প্রবণতাগুলি, এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলি যথাযথভাবে গণ্য করে পরিকল্পনাগুলি খসড়া করার প্রয়োজনীয়তা।

পরিকল্পনার প্রধান কাজ হল অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতগুলি তুলে ধরা, উৎপাদনের বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী ফলগুলির বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাস দেওয়া, এবং সেই সঙ্গে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কালপর্বে সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টনে লক্ষ লক্ষ লোকের কাজকর্মকে সমভার ও সমন্বিত করা। সেই জন্যই পরিকল্পনাগুলির মেয়াদের বিভিন্নতা থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এগুলির মধ্যে আছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির এক সর্বাত্মক ২০-সালা কর্মসূচি; সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য একটি পাঁচ-সালা পরিকল্পনা, যা পরিকল্পনার মূল রূপ, এবং আছে বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি।

অধ্যায় ৪

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের বণ্টন

১। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনের আন্তঃসংযোগ।

আমরা আগেই দেখেছি, সামাজিক মালিকানাভিত্তিক একটি সমাজের সকল সদস্য উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে সমান, যার ফলে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ বাতিল হয়ে যায়। এরূপ এক সমাজে, শ্রমের সমস্ত উৎপাদ অভিন্ন সম্পদের অংশ, এবং তা বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় পরিকল্পিত উপায়ে, উৎপাদনের অধিকতর বিকাশের জন্য তথা শ্রমজীবী জনগণের নিজেদের ও সমাজের অন্য সমস্ত সদস্যের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। যে সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাধীন ব্যক্তিগত ভোগের জন্য বৈষয়িক মূল্যসমূহ বণ্টিত হয়, সেগুলি কী?

এর আগে আমরা দেখেছিলাম বণ্টনের প্রকৃতি, সারবস্তু ও রূপগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত হয়। ভোগ্যপণ্য বণ্টিত হতে পারে শুধু উৎপাদটি সৃষ্ট হওয়ার পরেই। বণ্টন সৃষ্ট উৎপাদটিতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও আলাদা আলাদা শ্রমজীবী জনগণের ভাগটাকে নির্ধারণ করে। ভাষান্তরে, প্রতিটি বিশেষ মেহনতী মানুষ যে-অনুপাতে উৎপাদটির একটি অংশ পায়, সেই অনুপাতগুলি তা প্রতিষ্ঠা করে।

বণ্টন হল সামাজিক পুনরুৎপাদনের অন্যতম পর্যায়, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে এক যোগসূত্র। সেইজন্যই ভোগ্যপণ্যের বণ্টনের পূর্বগামী হল সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে উৎপাদনের উপায় বণ্টন। কিন্তু উৎপাদনের উপায়ের এরূপ বণ্টন হল উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা। উৎপাদটি উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের জিনিস; এবং তা বণ্টিত হয় তাদের স্বার্থে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা অর্থনৈতিকভাবে উশুল হয় উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের স্বার্থে উৎপাদটির উপযোজন ও বণ্টনের মধ্যে।

বণ্টনকে উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা অথবা সমাজ উৎপাদ বণ্টনের যে কোনো রূপ বেছে নিতে পারে, এমন চিন্তা করা ভুল হবে। বণ্টন বস্তুতপক্ষে আসে উৎপাদন থেকে এবং উৎপাদনের উপরে তা নির্ভর করে। সেই সঙ্গে, উৎপাদনের ফল হলেও উৎপাদনের উপরে বণ্টনের এক সক্রিয় প্রভাব থাকে; উৎপাদনের

বৃদ্ধিকে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অথবা বিঘ্নিত করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, বণ্টন নির্ধারিত হয় সমগ্র সমাজের ও তার সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ দিয়ে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে তা এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজতন্ত্রে বণ্টনের সম্পর্ক সামাজিক উৎপাদনে প্রতিটি অংশগ্রাহীকে উৎপাদটির একটি ভাগ দেয়, যা সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে তার সমর্থ্য বিকশিত করতে, বজায় রাখতে ও প্রদর্শন করতে সক্ষম করে তোলে, কেননা, শ্রমজীবী জনগণ নিজেরাই উৎপাদনের উপায়ের তথা শ্রমের উৎপাদগুলির, উৎপাদনের ফলগুলির সহমালিক।

সেই জন্যই পুঁজিবাদে বণ্টনের যে সমস্ত স্বীমাবদ্ধতা থাকে, সমাজতন্ত্রে বণ্টন সেগুলিকে কাটিয়ে ওঠে।

যেমন পুঁজিবাদে বণ্টন সাধিত হয় পুঁজিপতিদের, উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের শ্রেণীটির স্বার্থে। সুতরাং মজুরি-শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদটির বেশ বড় একটা অংশ উপযোজন করে পুঁজিপতিরা, যারা জাতির এক নগণ্য অংশ। উৎপাদটির অপর অংশ পুঁজি-পতিরা ব্যবহার করে মজুরি-শ্রমের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। তাই, উৎপাদটির বণ্টন চিহ্নিত হয় দুটি শ্রেণীর মধ্যে; মজুরি-শ্রমিক আর পুঁজিপতিদের মধ্যে এক বৈরমূলক বিরোধ দিয়ে।

সেই বৈরমূলক বিরোধের অন্তঃসার রয়েছে এই ঘটনায় যে পুঁজিপতিরা নিজেদের জন্য উৎপাদটির যত বড় অংশ নিজেদের হাতে রাখে, মজুরি-শ্রমিকদের

কাছে যাওয়া অংশটি তত ছোট হয়, এবং এর উল্টো। বিশাল এক বেকারবাহিনীবিশিষ্ট সমাজে উদ্যোগগুলির মালিক — পুঁজিপতিরা তাদের মজুরি-শ্রমিকদের জন্য আরও কম অংশ রাখার সুযোগ পায়; মজুরি-শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দেবে এমন আশঙ্কা তাদের থাকে না। সেই সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন যত ভালো ও সংহতি যত বেশি হয়। শোষকদের কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণী তত বেশি রেয়াত আদায় করে নিতে পারে, এবং পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির মালিকদের কাছে নিজের শ্রমশক্তি আরও ভালো শর্তে বিক্রি করতে পারে।

তবুও মনে রাখা উচিত যে, বিশেষত আমাদের কালে, পুঁজিবাদে শ্রমিক শ্রেণীর গঠনবিন্যাস অত্যন্ত নানাধর্মী, তার অন্তর্ভুক্ত হল উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকরা, কম বেতনপ্রাপ্ত বর্গগুলি, বহিরাগতরা, নারীরা, প্রভৃতি। সেই জন্যই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উৎস হল শ্রমজীবী জনগণের বৃহদংশের উপরে অধিকতর শোষণ ও তাদের জীবনমানের অবনতি এবং পরাধীন দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমহ্রাসমান আয়।

সমাজতন্ত্রে, উৎপাদনের সারগতভাবে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু ভোগ্যপণ্যের সারগতভাবে নতুন নতুন রূপ ও অনুপাতকেও নির্ধারণ করে।

এক বছরে শ্রমজীবী জনগণের সৃষ্ট মোট উৎপাদের—যাকে বলা হয় সর্বমোট সামাজিক উৎপাদ — একটা অংশ যায় ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া উৎপাদনের উপায় প্রতিস্থাপিত করার জন্য; আরেকটি

অংশ, উৎপাদন সম্প্রসারিত করার জন্য; তৃতীয় একটি অংশ, বিভিন্ন আপৎকালীন অবস্থার জন্য (ফসলহানি, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি) একটা সংরক্ষিত, বা বীমা তহবিল গঠনের জন্য; চতুর্থ একটি অংশ যায় সাংস্কৃতিক ও প্রাত্যহিক বন্দোবস্তাদির পুঁজিগত নির্মাণে; এবং পঞ্চম একটি অংশ ব্যবহৃত হয় উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন সব প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য, এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও।

সর্বমোট সামাজিক পুঁজির বাকি অংশটি হল জনগণের ভোগ তহবিল। সমাজতন্ত্রে আমরা যেটা দেখি তা হল উৎপাদটির সমস্ত বণ্টিত অংশের এক সুসামঞ্জস্য, যার মানে এই কোনো না কোনো ভাবে এ সবই ব্যবহৃত হয় সমগ্র সমাজ ও তার সকল সদস্যের স্বার্থে।

যেমন, উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য তহবিলের এক বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত থাকে পরবর্তী বছরগুলিতে বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদনে এক বৃদ্ধি, এবং ফলত, জনগণের ভোগে এক বৃদ্ধি ও সেই ভোগের গঠনকাঠামোর উন্নতি।

তাই, সমাজতন্ত্রে সঞ্চয়ন ও উৎপাদনের সম্প্রসারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি লক্ষ্য নয় বরং জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর এক বৈষয়িক পূর্বশর্ত মাত্র, উৎপাদনের নিয়ত বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থে সংঘক্রিয়াবাদ, সাথিসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক

সহায়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ও নানান ধরনের কাজের মধ্যে সারগত প্রভেদ হ্রাস করা সম্ভব করে তোলে।

সেই সঙ্গে, সমাজতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবৈরমূলক বিরোধ থাকে। বস্তুতপক্ষে, উৎপাদনের সম্প্রসারণের কাজে উৎপাদনের যে অংশ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে, তা যত বেশি হয়, ভোগের পিছনে বরাদ্দ অংশটি তত কম হয়, যদিও শেষোক্তটির অংশ বাড়তে বাধ্য হয়। বিভিন্ন তহবিলের মধ্যে উৎপাদের এক সুষম বণ্টনের মধ্য দিয়ে সমাজ এই তহবিলগুলির মধ্যে সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠতম পরস্পরসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে; যাতে উৎপাদনের এক স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও যুগপৎ ভোগের বৃদ্ধিও নিশ্চিত করা যায়। সঞ্চয়ন তহবিলের অধিকতর যুক্তিসহ ব্যবহারের ফলে (এমন কি তার অংশ একই রকম থাকলেও অথবা হ্রাসকৃত হলেও) প্রয়োজনীয় মাত্রায় উৎপাদন সম্প্রসারিত করা ও ভোগ বাড়ানো উভয়ই সম্ভব হয়।

সমাজতন্ত্রে অধিকন্তু ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যই বণ্টিত হয় শ্রম নিয়োগ অনুযায়ী ও সামাজিক ভোগ তহবিলের মধ্য দিয়ে।

২। কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি

সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকটি মেহনতি মানুষের অবস্থা তার কাজ দিয়ে অনেকখানি নির্ধারিত হয়। সমাজতন্ত্রে

বৈষয়িক মূল্যগুলি বণ্টিত হয় সামাজিক উৎপাদনে একজন লোকের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাহেতুই এরূপ বণ্টন প্রয়োজন হয়।

বস্তুতপক্ষে, যে সমাজে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ কল-কারখানার সহমালিক, সেখানে উৎপাদনের সামগ্রিক বিকাশে, বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি বা কৃত্যক পরিবেশনে প্রতিটি ব্যক্তির অংশগ্রহণই সমাজের প্রতি তার শ্রম অবদান দিয়েই শুধু নির্ধারিত হয়, কেননা এখানে শ্রমই হল অভিন্ন কর্মাদর্শে ব্যক্তির অবদানের মূল্যায়ন করার একমাত্র মানদণ্ড।

সমাজতন্ত্রে সৃষ্ট সমস্ত বৈষয়িক মূল্যই উৎপাদনের উপায়ের মালিক খোদ শ্রমজীবী জনগণের, এবং সেগুলি তাদের স্বার্থেই বণ্টিত হওয়া উচিত। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে, বণ্টনেও তদনুযায়ী ভোগে শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণ নির্ধারণ করা যায় কেবল তাদের কাজ দিয়েই, এবং প্রত্যেকটি মেহনতি ব্যক্তিমানুষ সমাজের কাছ থেকে পায়, বিভিন্ন সামাজিক তহবিলে ব্যবকলনগুলি বাদ দিয়ে, সে যতখানি দিয়েছে ঠিক ততখানিই।

শ্রম নিয়োগ অনুযায়ী শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের বণ্টন ঘটে শুধু সমাজতন্ত্রে, কমিউ-নিজমের নিম্নতম পর্যায়ে, আর কমিউনিজমের উচ্চতর পর্যায়ে বৈষয়িক মূল্যগুলি বণ্টিত হবে প্রয়োজন অনুযায়ী।

কাজ অনুযায়ী বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এই ঘটনার দরুন যে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তর, উৎপাদনের পরিসর, ও শ্রম উৎপাদনশীলতা যদিও প্রত্যেক দেশেই তার পুঁজিবাদী অতীতের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, তবুও মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈষয়িক মূল্যের সংস্থান করার পক্ষে সেগুলি আরও অপ্রতুল।

সমাজতন্ত্রে কাজ অনুযায়ী বণ্টনের প্রধান কারণ এই যে — এখনও শ্রম জীবনের মুখ্য চাহিদা নয়, সর্বাগ্রে তা বৈষয়িক মূল্যের উৎস, অর্থাৎ কাজে বৈষয়িক আগ্রহ উপস্থিত। শ্রম যে জীবনের মুখ্য চাহিদা নয় তা দেখা যায় এই ঘটনা থেকে যে সমাজ-তন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে মানসিক আর কায়িক, দক্ষ আর অদক্ষ, ইত্যাদি শ্রমের মধ্যে, এবং এই ঘটনা থেকে যে মানুষ নিজের শ্রমের সম্ভাবনা ব্যবহার করে বৈষয়িক মূল্য পাওয়ার জন্য। এই জন্য বেতনের মাত্রা শ্রমের প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত না হলে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

সুতরাং, যদিও সমাজতন্ত্রে কাজের সামাজিক অন্তর্বস্তুতে, কাজের প্রতি মানুষের মনোভাবের ক্ষেত্রে বুনিয়াদি পরিবর্তন ঘটায় এবং কাজের নতুন নতুন প্রণোদনা সৃষ্টি করে, কিন্তু সমাজতন্ত্রে কাজ শুধু সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির ও সমাজের সকল সদস্যের জীবনমান উন্নত করারই উপায় নয়, তা জীবনের এক উপায়ও বটে।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার অধীনে সমাজ সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কাজের সংস্থান করে এবং কাজের সৃষ্টিশীল চরিত্র বিকশিত করতে সাহায্য করে। শ্রমজীবী জনগণ এখানে তাদের কাজ করার সামর্থ্য অবাধে প্রয়োগ করার, তাদের অভিপ্রায়গুলি রূপায়িত করার, তাদের দক্ষতা-প্রবণতা সর্বপ্রকারে প্রদর্শন করার, এবং উৎপাদন পরিচালনার কাজে, দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় ও র‍্যাশনালাইজার ও উদ্ভাবকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে বলা হয়েছে: নিজের বেছে নেওয়া সামাজিকভাবে উপযোগী পেশায় সুবিবেকীভাবে কাজ করা, এবং শ্রম নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে মেনে চলা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি সক্ষমদেহ নাগরিকের কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। সামাজিকভাবে উপযোগী কাজে ফাঁকি দেওয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজের নীতিসমূহের সঙ্গে বেমানান।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অবস্থায় নিজেদের জন্য ও তাদের সমাজের জন্য জনগণের কাজ প্রত্যেক মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও পরিচয়বাহী।

এটা মনে করা ভুল হবে যে ব্যক্তিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা স্বাধীন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারটা পূর্বানুমান করে নেয়। উৎপাদনের মধ্যে লোকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বলে, কোনো স্বাধীন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আদৌ হতে পারে না। কিন্তু সেই আন্তঃসংযোগ বিভিন্নভাবে প্রকাশ

পায়। উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার অবস্থায় লোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে থাকে উৎপাদনের উপায়ের মালিক হিসেবে আর উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিতজন হিসেবে, যা তাদের মধ্যে বৈরমূলক বিরোধের জন্ম দেয়।

সামাজিক মালিকানার অবস্থায়, লোকে ইতিহাসে সর্বপ্রথম পারস্পরিক অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ও সকলের চাহিদা মেটানোর জন্য। এখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্য সামাজিক ও ব্যক্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনের উপায়কে সুদক্ষভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে সমাজের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে।

সেই সঙ্গে, সমাজতন্ত্রে কাজ এখনও পর্যন্ত ব্যক্তির মুখ্য, মৌল চাহিদায়, কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের জন্য কাজের একটা অভ্যাসে পরিণত হয় নি। অধিকন্তু, খোদ কাজের অন্তর্বস্তুও এখন পর্যন্ত সমধর্মী নয়, লক্ষণীয় প্রভেদ রয়েছে মানসিক ও কায়িক, শিল্প ও কৃষি, দক্ষ ও অদক্ষ, ভারী ও হাল্‌কা কাজের মধ্যে। সমাজতন্ত্রে সমাজের সকল সদস্যই যে জাতীয় সম্পদের প্রতি ও অভিন্ন মঙ্গলের জন্য কাজের প্রতি সচেতন ও দায়িত্বশীল মনোভাব দেখায় তা নয়।

তাই দেখা দেয় বণ্টন প্রভেদীকরণের প্রয়োজনীয়তা, যাতে প্রতিটি মেহনতি মানুষ সামাজিক উৎপাদনে তার শ্রম-অবদান অনুযায়ী উৎপাদের একটা ভাগ পায়। প্রতিটি মেহনতি মানুষের কাজের পরিমাপ ও ভোগের

পরিমাপের উপরে সমাজের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও এই জন্যই দেখা দেয়।

তাই কাজ অনুযায়ী বণ্টন হল সমাজতন্ত্রের এক বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা, এক অর্থনৈতিক নিয়ম। এর মানে এই যে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বৈষয়িক মূল্য বণ্টনের সময়ে সমাজকে কাজের পরিমাণ, মেয়াদ ও নিবিড়তা, তার গুণগত উৎকর্ষ, মেহনতি মানুষটির দক্ষতা ও উৎপাদনী অভিজ্ঞতা, এবং সমাজের জন্য বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট ধরনের কাজের গুরুত্ব গণ্য করতে হবে। সমাজতন্ত্রে বণ্টন, জাতি, বর্ণ, বয়স, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির বৈষম্যের সম্ভাবনাকে বাতিল করে। 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী' — এই নীতি অনুযায়ী তা কার্যকর করা হয়, যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য সমান পরিমাণ ও গুণের কাজের জন্য উৎপাদের সমান পরিমাণ পায়।

সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের মূর্ত-নির্দিষ্ট কাজের এক বিরাট বৈচিত্র্য আছে (লেদযন্ত্র অপারেটর, ইস্পাত প্রস্তুতকারক, কনফেকশনার, গবাদি পশুপালক, ইত্যাদি), এবং প্রত্যেক ধরনের কাজ অন্য সমস্ত ধরনের কাজ থেকে আলাদা শুধু কৃৎকৌশল, শ্রমের সাধিত্র, জটিলতা, নিবিড়তা ও কাজের অবস্থার দিক দিয়েই নয়, সর্বমোট সামাজিক উৎপাদে মেহনতি মানুষটির অবদানের দিক দিয়েও।

ভোগ্যপণ্য যদি কাজ অনুযায়ী বণ্টন করতে হয়, তা হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্ত কাজকে একই বিভাজকে, অর্থাৎ একটিমাত্র পরিমাপে পর্যবসিত করা উচিত।

অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়োগে, শ্রমজীবী জনগণের প্রতিটি বর্গের জন্য শ্রমের মান স্থির করা হয় (উৎপাদের হার, মানগত লক্ষ্যমাত্রা, কাজের নির্ঘণ্ট, ইত্যাদি): এগুলি কঠোরভাবে বিজ্ঞানসম্মত, অর্থাৎ উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত নিহিত সম্ভাবনা ও মানবিক সামর্থ্য অনুযায়ী এগুলি নির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি মেহনতি মানুষের শ্রমের মূল্যায়ন হয় এই সমস্ত মান পূরণ করার উপরে নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে।

কাজ অনুযায়ী বণ্টনের ভিত্তি হল শ্রমজীবী জনগণ ও সমাজের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সামাজিক কাজে ও ফলত ভোগ তহবিলে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ মূল্যায়নের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট। বণ্টিত উৎপাদে ব্যক্তির ভাগটা নির্ভর করে, প্রথমত, তার শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ও গুণের উপরে, দ্বিতীয়ত, মৌল সহায়-সম্পদের সংভারের আয়তনের উপরে। কাজ অনুযায়ী বণ্টন অনর্জিত আয় ও পরগাছাসুলভ ভোগের সম্ভাবনা বাতিল করে।

কাজ অনুযায়ী বণ্টন ব্যক্তিগত ভোগের মাত্রাগুলি শুধু যে নির্ধারণ করে তাই নয়, এক সক্রিয় প্রতিদানমূলক বৃদ্ধিও ঘটায়। বণ্টনের সেই দিকটির কথা উল্লেখ করে লেনিন লিখেছিলেন যে 'বণ্টন হল উৎপাদন বাড়ানোর একটা পদ্ধতি, একটা হাতিয়ার ও একটা উপায়'।* কাজের পরিমাণ ও গুণের সঙ্গে

* V. I. Lenin, *Speech Delivered at the Third All Russia Food Conference, June 16, 1921, Collected Works,* Vol. 32, Moscow, 1977, p. 448.

পারিশ্রমিককে যুক্ত করে এবং তাই ব্যক্তির শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে, কাজ অনুযায়ী বণ্টনের নীতি প্রত্যেক উদ্যোগে ও সামগ্রিকভাবে সমস্ত জাতীয় অর্থনীতিতে দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব করে তোলে। তা শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্ম প্রচেষ্টার ফলাফল উন্নত করার, তাদের ক্ষমতা-প্রবণতা বিকশিত করার, দক্ষতা বাড়ানো ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনা যোগায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজ অনুযায়ী বণ্টনকে উৎপাদনের চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে, উৎপাদের পরিমাণ ও গুণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে ত্রুটিহীন করে চলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ অনুযায়ী বণ্টন হল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর তুলনায় সমাজতন্ত্রের অন্য একটি সুবিধা। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের সকল সদস্যের সম্পূর্ণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা। সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকের স্তর বাড়ে; যার ফলে অর্জিত আয় বাড়ে ও তদনুযায়ী জীবনের অবস্থা উন্নত হয়। সেই সঙ্গে, সমাজতন্ত্রে বণ্টন যেমন জনগণকে কাজ করার প্রণোদনা দেয়, তেমনি বিরাট একটা শিক্ষামূলক ভূমিকাও পালন করে, সমাজতান্ত্রিক শ্রম নিয়মানুবর্তিতা সুদৃঢ় করে এবং কাজের প্রতি এক কমিউনিস্ট মনোভাব সঞ্চারিত করতে সাহায্য করে।

কাজ অনুযায়ী বণ্টন সমস্ত সক্ষমদেহ নাগরিককে সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে টেনে আনে এবং কাজ করার

সর্বজনীন কর্তব্যকে সুদৃঢ় করে, প্রয়োজন অনুযায়ী কমিউনিস্ট বণ্টনে উত্তরণের পূর্বশর্ত সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম, সমাজতন্ত্র সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমানতা নিশ্চিত করে, যার নিহিতার্থ এই যে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে তারা সবাই সমান, সকলের কাজ পাওয়ার সমান অধিকার আছে; তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের জন্য কাজ করার সমান কর্তব্য আছে এবং তাদের শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদের ভাগ পাওয়ার সমান অধিকার আছে।

সমাজতন্ত্রে সমানতা সমস্তরকরণ বোঝায় না, কেননা একক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিক প্রবণতাগুলিকে সমাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন করে না। সমস্তরকরণ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বেমানান, কেননা শ্রমিককে তা নিজের দক্ষতা উন্নত করতে, শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অথবা উৎপাদনে কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলি প্রবর্তন করতে প্রেরণা দেয় না, তাই উৎপাদনের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করে। এর মানে এই যে সমতাবাদী বণ্টন সমাজের সদস্যদের পক্ষে তাদের চাহিদা আরও বেশি মাত্রায় পূরণ করাও অসম্ভব করে তুলত। সেই জন্যই সমতাবাদী বণ্টন সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা সর্বদাই নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

কিন্তু সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের মধ্যেও অসমতার উপাদানসমূহ আছে, কেননা পারিশ্রমিকের একই মানদণ্ড প্রযুক্ত হয় বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে, যাদের

নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। সামর্থ্য আর কাজ করার ক্ষমতার দিক দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তফাৎ থাকে। তাই একই কালপর্বে তারা সমাজকে অসম পরিমাণ শ্রম দেয় এবং তাই অসম আয় পায়। অধিকন্তু লোকের বিভিন্ন আয়তন ও গঠনবিন্যাসের পরিবার থাকে। বড় বড় যেসব পরিবারের কিছু সদস্য কাজ করতে অক্ষম সেই সব পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আয় ও ভোগ অধিকতরসংখ্যক সক্ষমদেহ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলির তুলনায় কম। সেই জন্যই সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন পরিবারের বৈষয়িক মানে কিছুটা মাত্রায় অসমতা থাকে।

ভাষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিলুপ্ত করে শুধু সেই অবিচারটা, যা একক ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদনের উপায় দখল করার মধ্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত করতে পারে না কাজ অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য বণ্টনের অবিচারটা, যা প্রকাশ পায় ভোগে অসাম্যের মধ্যে, যেটা এখনও পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক ন্যায়বিচারের শ্রমের চরিত্র আছে। তার অর্থ — বৈষয়িক মূল্যের স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূল্যের ন্যায্য **বণ্টন**।

চাহিদা পূরণের মাত্রায় অসমতা বিদূরিত হয় ক্রমে ক্রমে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। বৈষয়িক মূল্যের বণ্টনে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার অর্জিত হবে একমাত্র কমি-উনিজমের উচ্চতর পর্যায়েই, যখন 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' বণ্টনের নীতি কার্যকর করা হবে।

৩। সামাজিক ভোগ তহবিল মারফৎ বণ্টন

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানার অবস্থায় ব্যক্তিক ভোগের সমস্ত সামগ্রীই শ্রম নিয়োগ অনুযায়ী বণ্টিত হয় না। সেগুলির একটা নির্দিষ্ট অংশ বণ্টিত হয় সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ। তাই, সমাজের জাতীয় আয় থেকে গঠিত সমগ্র ভোগ তহবিল বিভক্ত হয় দুই ভাগে: কাজ অনুযায়ী বণ্টনের তহবিল ও সামাজিক ভোগ তহবিল।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ বৈষয়িক মূল্যের একটি অংশ বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের দরুন, যা শুধু তার অন্তর্বিনিয়োগগুলি পুষিয়ে নেওয়া যে প্রয়োজনীয় করে তোলে তাই নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করাও প্রয়োজনীয় করে তোলে।

সমাজতন্ত্রে, প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুদের লালন পালন, প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলি শ্রমজীবী জনগণের আয়, তাদের পারিবারিক অবস্থা ও কাজ করার সামর্থ্য নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যকেই পূরণ করতে হবে, কেননা এই প্রয়োজনগুলি কীভাবে পূরণ হয় এবং সেই চাহিদাপূরণ সর্বজনীন কিনা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে সেটা জরুরি। সেই জন্যই সমাজ সম্মিলিতভাবে চাহিদা পূরণের জন্য গঠন করে তহবিল, বা সামাজিক ভোগ তহবিল। সমস্ত শ্রমজীবী

জনগণের মৌল স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড় বড় সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে এই তহবিলগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সক্ষম করে।

প্রথম, সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি সমাজের সকল সদস্যের দ্বারা এক নির্দিষ্ট পরিধির চাহিদাপূরণের মোটামুটি সমান অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে।

দ্বিতীয়, এই তহবিলগুলি সমাজের সকল সদস্যের সামর্থ্য বিকশিত করার উদ্দেশে বৈষয়িক মানের ক্ষেত্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করার পূর্বশর্ত যোগাতে সাহায্য করে। সেই লক্ষ্য নিয়ে, সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি ব্যবহৃত হয় বিনাব্যয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা ও শারীর শিক্ষা যোগানোর জন্য, এবং শিশু-পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে সন্তান লালনপালনে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য। সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ এই সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে সমাজ অগ্রাধিকার দেয় সেই সমস্ত প্রয়োজনকে, যেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য বিকাশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ বণ্টনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ পরিতৃপ্ত চাহিদাগুলির গঠনকাঠামোর উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে; যাতে ভোগকে এমনভাবে সমভাব করা যায় যা সকল ব্যক্তির ও তাদের শ্রম সামর্থ্যের বিকাশের জন্য আপেক্ষিকভাবে সমান বৈষয়িক অবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

তৃতীয়, সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ

সুসংগত বণ্টন সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ মোটা-মুটি কাছাকাছি আনা সম্ভব করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের, যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বুনিয়াদি স্বার্থ তা পূরণ করে।

সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে যে সমস্ত চাহিদা মেটানো হয় সেগুলি গড়ে ওঠে ও বৃদ্ধি পায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থাসাপেক্ষে সমাজের সহায়-সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সমাজতন্ত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদাগুলি সম্মিলিতভাবে মেটানোর জন্য বরাদ্দ করা সহায়-সম্পদের ভাগটা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সামাজিক ও আত্মিক চাহিদার বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাজ তার সকল সদস্যের চাহিদার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলির বৃহদংশ গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে এবং ব্যবহৃত হয় কেন্দ্রীকৃতভাবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সংগঠনগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আবাসন তহবিল তৈরি করার জন্য তাদের মুনাফার একটা অংশ ব্যবহার করে। সমবায়গুলি প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থার তহবিল এবং সামাজিক নিরাপত্তার তহবিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি ব্যবহৃত হয় সাধারণ শিক্ষার স্কুলগুলি, উচ্চতর ও বিশেষীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, বৃত্তিগত ও কৃৎকৌশলগত স্কুলগুলি, কর্মী প্রশিক্ষণের অন্য

প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, এবং উচ্চতর ও বিশেষীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের অনুদান দেওয়ার জন্য। হাসপাতাল, পলিক্লিনিক ও অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানও রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিনাব্যয়ে চিকিৎসাগত সাহায্য, কম খরচে স্যানাটোরিয়াম ও স্বাস্থ্যাবাসে থাকার ব্যবস্থা করে, পেনশন দেয়, সাময়িক অক্ষমতা ভাতা দেয়, এবং মাতা ও শিশুসন্তানের জন্য নানান সুবিধা দেয়।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি শ্রমিক, অফিস কর্মী ও সমবায়ের সদস্যদের বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন সংগঠিত করার জন্য, বার্ষিক ছুটির বেতন দেওয়ার জন্য, এবং প্রাক-স্কুল শিশু পরিচর্যার বন্দোবস্তগুলি, স্কুলে সারাদিনের শিক্ষার্থী গোষ্ঠী ও বোর্ডিং স্কুলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পেনশন দেওয়া হয় পুরোপুরি রাষ্ট্রের ও যৌথ খামারগুলির তহবিল থেকে, শ্রমজীবী জনগণের আয় থেকে কিছু কেটে রাখা হয় না। বর্তমানে, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরুষরা বার্ধক্য পেনশন পেতে পারে ৬০ বছর বয়সে ও নারীরা ৫৫ বছর বয়সে। যে সমস্ত শ্রমিক ও অফিসকর্মী কঠোর কাজের অবস্থায় কাজ করে তারা পাঁচ থেকে দশ বছর আগে পেনশন নিয়ে অবসরগ্রহণ করতে পারে।

বৃদ্ধ ও অক্ষমদের প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্র এক নিয়ত সযত্ন মনোযোগ দেয়, জনসমষ্টির এই গোষ্ঠীগুলির জন্য বিভিন্ন ভবনের এক বিস্তৃত ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

দীর্ঘমেয়াদি বিশ্রাম ও চিকিৎসার সুযোগভোগীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সামাজিক বীমা ও রাষ্ট্রীয় বাজেট তহবিল থেকে ভাউচার পায়, অর্থাৎ, বিনা ব্যয়ে বা হ্রাসপ্রাপ্ত দামে, মোট ব্যয়ের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ দিয়ে ভাউচার পাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

এটা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক তহবিল ও উদ্যোগের তহবিল থেকে বিনাব্যয়ে বা হ্রাসপ্রাপ্ত দামে ভাউচার পায়।

প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয় এই যে, সামাজিক ভোগ তহবিলের একটি অংশ সোজাসুজি শ্রমজীবী জনগণের কাছে চলে যায়, তাদের শ্রম নিয়োগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছাড়াই। সেইভাবে সমাজ বহু সাংস্কৃতিক চাহিদা এবং জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদা মেটায়। অন্য অংশটি বণ্টিত হয় সামাজিক উৎপাদনে শ্রমজীবী জনগণের শ্রম অবদানের দিকে লক্ষ রেখে। যেমন, পেনশন ও ভাতাগুলির আয়তন শ্রমজীবী জনগণের মজুরির উপর নির্ভর করে।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলির বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। বিনাব্যয়ে সর্বজনীন শিক্ষা, বিনাব্যয়ে চিকিৎসাগত সাহায্য, প্রাকস্কুল শিশু-পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক জালবিস্তার, এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা — এ সবই, নিশ্চিতপ্রদত্ত কাজের সঙ্গে একত্রে, শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বোধ থেকে মুক্তি দেয়। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন কি অতি-

দক্ষ ও ভালো বেতনভোগী শ্রমজীবী জনগণও এসব জিনিসের কথা কল্পনাই করতে পারে না। সামাজিক তহবিলগুলি আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য, ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলি পূর্ণতর মাত্রায় পূরণ করার জন্য, পেনশন, অনুদান, ভাতা ও উপকারগুলি বাড়ানোর জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির কাজে সেগুলি ক্রমবর্ধমানরূপে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক ভোগ তহবিলগুলির অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর যে কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা সহ শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম করে তোলে, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সমস্ত মূল্য উপভোগ করতে, নিজের সামর্থ্য বিকশিত করতে সক্ষম করে তোলে।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি উৎপাদনকেও প্রভাবিত করে; উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়ানো ও কাজের অবস্থা উন্নত করার ব্যাপারে শ্রমজীবী জনগণের অভিন্ন স্বার্থ বাস্তবায়িত করা সম্ভব করে তোলে। নিজেদের উৎপাদনী কর্মকৃতির উন্নত করার ব্যাপারে শ্রমজীবী জনগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিপুষ্ট হয় তাদের ঐকত্রিক অধিকারাধীন উৎপাদনের নিয়ত বিকাশ নিশ্চিত করার সামাজিক বৈষয়িক প্রণোদনা দিয়ে।

তাই, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি গঠন করা সম্ভব করে তোলে যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য বিকশিত করতে এবং তার বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদাগুলি আরও বেশি মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম হয়, সমাজকে তা নিয়ে আসে সর্বোচ্চ পর্যায় — কমিউনিজমের কাছাকাছি।

অধ্যায় ৫

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার রূপগুলি

১। সামাজিক মালিকানার প্রধান রূপ হিসেবে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমগ্র জনগণের (রাষ্ট্রের) মালিকানা

আগেই বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সমগ্র জনগণের (রাষ্ট্রীয়) মালিকানা ও যৌথখামারী-সমবায়িক মালিকানার রূপ গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমগ্র জনগণের মালিকানা আছে সমস্ত উৎপাদনের উপায়ের প্রায় ৯০ শতাংশের উপর। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও, অধিকাংশ উৎপাদনের উপায় সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন।

সমগ্র জনগণের মালিকানার অন্তর্গত হল জাতীয় অর্থনীতিতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপায়, যার মধ্যে পড়ে শিল্প, নির্মাণকর্ম ও কৃষিতে মূল উৎপাদনের উপায়সমূহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক, বাণিজ্য পরিসম্পদ, পৌর কৃত্যক ও অন্যান্য উদ্যোগ এবং অধিকাংশ নাগরিক

আবাসন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার, সমস্ত জমিও সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে মূল উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীভবন একটিমাত্র জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদন সুদক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও সেই পরিকল্পনাকে প্রত্যেক অর্থনৈতিক ইউনিটের পক্ষে বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রার রূপে কাজে পরিণত করা সম্ভব করে তোলে।

সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ এই যে সমাজের সকল সদস্য গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপায়গুলির সহ-মালিক হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজের অর্থনৈতিক জীবন, সমগ্র জনগণের উদ্যোগগুলির কাজকর্ম এবং শ্রমের সাধিত্রগুলির যুক্তিসহ ব্যবহার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে গোটা সমাজের স্বার্থে। সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের দিক থেকে সামাজিক সম্পদের প্রতি এক সবত্ন মনোভাব তা গড়ে তোলে, যাতে প্রতিটি মেহনতি মানুষ নিজেকে সমগ্র দেশের প্রভু হিসেবে দেখতে পারে।

যৌথখামারী-সমবায়িক সম্পত্তি হল সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানার অপর রূপ। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা হল স্থায়ী উৎপাদনী পরিসম্পদের ১০ শতাংশ। ১৯৮১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমবায়গুলি সমস্ত ক্ষেতি এলাকার প্রায় ৪৫ শতাংশ চাষ করেছিল এবং তাদের কাছে ছিল সমস্ত গবাদি পশুর ৪২ শতাংশ।

সম্পত্তি-মালিকানার রূপগুলি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজে দুই ধরনের উদ্যোগ আছে: রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক। প্রথমোক্তটির অন্তর্ভুক্ত হল শিল্পে উৎপাদনী উদ্যোগগুলি, নির্মাণকর্ম, পরিবহণ, যোগাযোগ, প্রভৃতি। সোভিয়েত কৃষিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির অন্তর্ভুক্ত হল রাষ্ট্রীয় খামার (সাভখোজ), শিল্প ধারায় পরিচালিত রাষ্ট্রীয় খামার, অশ্বপালন খামার, প্রভৃতি এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে — রাষ্ট্রীয় খামার, জনগণের তালুক, কৃষি-শিল্প সমাহার ইত্যাদি।

কৃষিতে উৎপাদক উদ্যোগগুলি সমবায়িক উদ্যোগগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এগুলির অন্তর্ভুক্ত হল যৌথখামার, একাধিক যৌথ খামারের সেবায় নিযুক্ত উদ্যোগ ও সমিতি, মাছ ধরার যৌথখামার ও অন্যান্য কাজের বিশেষ খামারগুলি এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে — কৃষিতে সমবায়গুলি ও বিভিন্ন কাজের সমবায়গুলি।

যৌথখামারী-সমবায়িক সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক চরিত্র অনেকখানিই সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানার প্রাধান্যের দরুন। একথা সবাই জানে যে সমবায়িক সম্পত্তি সমাজতন্ত্রের দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নি, পুঁজিবাদেই তা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার প্রাধান্যসম্পন্ন এক সমাজে সমবায়িক সম্পত্তিও ব্যক্তিগত এবং সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানা যখন প্রধানতম হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই সমবায়িক সম্পত্তি সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানার নিজেরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে; তা প্রকৃতপক্ষে কাজ করে আলাদা এক একটি উদ্যোগের কাঠামোর মধ্যে, যেগুলির কর্মসংঘগুলি সমগ্র জনগণের উৎপাদনের উপায়ের বিভিন্ন অংশকে চালু করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে, সমগ্র জনগণের দ্বারা সামাজিকীকরণের বিষয়গুলি — উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিভিন্ন অংশ — কৃৎকৌশলগত সূক্ষ্মতার মাত্রার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা হয় (কৃৎকৌশলগতভাবে অগ্রসর উদ্যোগগুলির পাশাপাশি থাকে এমন সব উদ্যোগ যেগুলির কৃৎকৌশলগত স্তর অনেক নিচু)। বিভিন্ন উদ্যোগের কর্মসংঘগুলির কাজে সারগত প্রভেদ এই জন্যই দেখা দেয়: কোনো কোনো উদ্যোগে দক্ষতার মান অন্যান্য উদ্যোগের তুলনায় উঁচু এবং কাজ অনেক বেশি হাল্কা।

বিভিন্ন উদ্যোগে উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন কৃৎকৌশলগত স্তরের ফলে এবং তদনুযায়ী সেগুলির কর্মসংঘের কাজে সারগত প্রভেদের ফলে, সেগুলি অসম পরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন করে, এবং অভিন্ন ফলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবদান রাখে। বিভিন্ন উদ্যোগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিন্ন ভিন্ন কায়দাও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: এমন কি সমান অবস্থাতেও, কোনো কোনো উদ্যোগে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি মিতব্যয়মূলক, অন্যান্য উদ্যোগের তুলনায় সেখানকার সংগঠন উন্নত, উৎপাদনী নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ় ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বেশি।

সমাজতন্ত্রে, একক উদ্যোগগুলির শ্রম-অবদান সমাজকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে; কেননা প্রয়োজনীয় উৎপাদনক্ষমতার অভাবে মানুষের সমস্ত চাহিদা তা এখন মেটাতে পারে না। উদ্যোগগুলির শ্রম-অবদানের মূল্যায়ন করা উচিত যাতে সেগুলির কর্মসংঘকে তাদের উৎপাদনী কর্মকৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করা যায়। এরূপ মূল্যায়ন করা যায় একমাত্র উদ্যোগগুলির পরিসরেই, কেননা উৎপাদটি একক শ্রমজীবীর চেয়ে বরং সমগ্র কর্মসংঘেরই কাজের ফল।

সামাজিক উৎপাদে কর্মসংঘগুলির শ্রম-অবদানকে যথাযথভাবে গণ্য করা এবং অর্জিত ফল অনুযায়ী তাদের পুরস্কৃত করার অর্থ এই যে সমাজতন্ত্রে উদ্যোগগুলির কর্মসংঘগুলির বিশেষ, যৌথ স্বার্থ আছে। তাদের কাছে উৎপাদনের লক্ষ্যটা সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ধারিত লক্ষমাত্রাগুলি নিতান্ত পূরণ করাই নয়। উৎপাদনের ফলগুলির উপরে নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে কর্মসংঘের তথা তার একক সদস্যদের পুরস্কার, ও ফলত, তাদের এবং তাদের পরিবারের চাহিদাপূরণের মাত্রা।

তাই, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমগ্র জনগণের মালিকানার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে তার কাঠামোর ভিতরে থাকে বিশেষ, উদ্যোগগুলির যৌথ স্বার্থ, যা সমগ্র জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বিরোধমূলক ঐক্যে রয়েছে।

সমগ্র জনগণের মালিকানা বৃহৎ সামাজিকীকৃত উৎপাদনের বিকাশের চাহিদা মেটাতে পারে, এই জন্য

তা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পাশে মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলতম সংযুক্তি -- বিকাশমান অর্থনীতির প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। এই কারণে নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক সামাজিকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমগ্র জনগণের মালিকানার নানা রূপ হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে সমগ্র জনগণের মালিকানার আরেকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে তা রাষ্ট্রীয় মালিকানা হিসেবে প্রকাশ পায়। এখানে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে সমাজতন্ত্রে সম্পত্তি-মালিকানার অর্থনৈতিক সার — তা সমগ্র জনগণের অর্থাৎ, তা সমাজের সকল সদস্যের এবং বাস্তবায়িত হয় তাদের স্বার্থের মধ্যে, আর সমাজতন্ত্রে তার অস্তিত্বের রূপটি হল রাষ্ট্রীয় মালিকানার রূপ।

তাই সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হিসেবে তার অর্থনৈতিক চরিত্র যা নির্ধারণ করে সেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানার রূপ নয়, বরং এই ঘটনাটা যে তা সমস্ত জনগণের মালিকানা, জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে সমগ্র জনগণের মালিকানা হিসেবে তা প্রকৃতই কাজ করে।

সমগ্র জনগণের মালিকানার রাষ্ট্রীয় রূপটি এটাই বোঝায় যে তার ক্রিয়া চলাকালে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সমস্ত অংশগ্রাহীকেই উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে সাধারণ কতকগুলি মান মেনে চলতে হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য

পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, সেই সমস্ত পরিকল্পনা রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ আইন-প্রণয়ন সংস্থাগুলির দ্বারা বলবৎ করা বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে পূরণ করতে হয়। সামাজিক উৎপাদনে সমস্ত অংশগ্রাহীকেই রাষ্ট্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মানগুলি মেনে চলতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে এই ধরনের মেনে চলার সংঘাত বাধে না, বরং বিপরীতপক্ষে, সেই সমস্ত নীতির ব্যাপক বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ ক্রমেই বেশি করে সামাজিক উৎপাদন পরিচালনায় জড়িত হয় বহুবিচিত্র রূপে: উৎপাদনী সম্মেলন, বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে, সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য ও কর্মসংঘগুলির অধিকার বিস্তৃত করার জন্য অনেক কিছুই করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি পরিচালনায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ যত বেশি ব্যাপক হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র তত বিস্তৃত হয়।

একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ক্রিয়াগুলি বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবে, সমগ্র সমাজের পরিসরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ী হিসেবে তার নতুন ভূমিকায় কাজ করে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার এই সমস্ত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য মোটেই তার পক্ষে

নির্ধারক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে, সমাজতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় তার সারগত অন্তর্বস্তুরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা অভিযোগ করেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন উৎপাদনের উপায়ের এক স্বতন্ত্র মালিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে মেলা তো দূরের কথা বরং কার্যত তার বিরোধী, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা 'শ্রমজীবী জনগণের পরকীকরণ' দিয়ে, এমন কি 'আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার যন্ত্রটির' দ্বারা তাদের শোষণ দিয়ে চিহ্নিত (ওটা সিক, রজার গারদি)।

বলা বাহুল্য সমাজতন্ত্রেও নানা ঐতিহাসিক পর্বে 'শ্রমজীবী জনগণের পরকীকরণ' হতে পারে। তখন সমগ্র জনগণের মালিকানাকে কেউ কেউ যেকোনো লোকের নয় এই ধরণের মালিকানা হিসেবে বিবেচনা করে। সেই ঘটনা সমগ্র জনগণের মালিকানার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত নয়, আসলে তা পরিচালনায় অতিকেন্দ্রীকরণের ফল, বণ্টনে সমস্তরকরণের প্রবণতার বিস্তার, উৎপাদনের ফলাফল ও শ্রমিকদের বেতনের মধ্যে যোগাযোগের অনুপস্থিতির পরিণতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৭০-৮০ দশকে সমগ্র জনগণের মালিকানার সুবিধা ও সম্ভাবনা পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় নি। অর্থনীতি পুনর্গঠনে, সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্রুত

বিকাশে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সামাজিক উৎপাদনের পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে, পরিচালনায় গণতন্ত্র বিকশিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমস্ত নেতিবাচক ঘটনার মোকাবিলা করতে পারে।

২। রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে প্রভেদ

আগে দেখানো হয়েছে, সমগ্র জনগণের (রাষ্ট্রীয়) মালিকানা হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার প্রধান রূপ।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা মালিকানার রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী ও রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া রূপ থেকে মূলগতভাবে পৃথক।

প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা আছে। বস্তুতপক্ষে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র বহুবিধ পরিসম্পদের মালিক: শিল্প, পরিবহণ ও বিদ্যুৎ শক্তি উদ্যোগগুলি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জমি ও অরণ্য, সামরিক জিনিসপত্র ও সরঞ্জামের মজুত, ইত্যাদি। তার হাতে অর্থ সম্পদও আছে এবং একটা রাষ্ট্রীয় বাজেট তার করায়ত্ত।

কোনো কোনো বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে সমাজতান্ত্রিক, সামাজিক মালিকানা হিসেবে উপস্থিত করেন; দাবি করেন যে তার বৃদ্ধি ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যক্তিগত পুঁজিকে হঠিয়ে দেয়।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ প্রমাণ করতে চান যে বর্তমান অবস্থায় বড় বড় মার্কিন কর্পোরেশনে মালিকানার রূপ পরিবর্তিত করার কোনো প্রয়োজন আর নেই, কেননা সেগুলি নিজে নিজেই পুঁজিপতিদের ক্ষমতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে এবং শোষণ দূর করে। সেটাই, তাঁর মতে, এক 'নতুন সমাজতন্ত্রের' সমতুল।

পেটি বুর্জোয়ারাও রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপরে নিজেদের আশাভরসা ন্যস্ত করে, তা নাকি একচেটিয়া সংস্থাগুলির শাসন ও নিপীড়নকে খর্ব করে এবং একচেটিয়া লুণ্ঠনের হাত থেকে ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকদের রক্ষা করে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা পুঁজিবাদী, কেননা তা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তি, যে রাষ্ট্র কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর, সর্বোপরি একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কার্যনির্বাহী সংস্থা। তাই, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যবহৃত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করার জন্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন সামগ্রী কম দামে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করা হয়। তা একচেটিয়া মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে লোকসান-খাওয়া উদ্যোগে পরিণত করে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে কল-কারখানা, এমন কি অর্থনীতির গোটা এক একটা শাখা অধিগ্রহণ করে, সেই ঘটনাটার কারণ হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের নানান অসুবিধা ও বিরোধ, এবং এই ধরনের অধিগ্রহণ বিশেষভাবেই ঘন ঘন হয়ে ওঠে সেই

সময়ে যখন এই সমস্ত অসুবিধা ও বিরোধ গুরুতর হয়ে ওঠে। যেমন যুদ্ধের সময়ে বা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময়ে, অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটগুলি ও তার ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক বিরোধগুলির জটিলতাবৃদ্ধির সময়ে।

সাম্রাজ্যবাদে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী মালিকানা বেশির ভাগই গঠিত হয় দুইভাবে: বাজেট থেকে নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মাণের মধ্য দিয়ে এবং উদ্যোগগুলির ও গোটা এক একটা শিল্পের বুর্জোয়া জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিশেষভাবেই বিপুল পরিসরে গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটেনে, রাষ্ট্রীয় ('পাবলিক') উদ্যোগগুলির নির্মাণ ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলির দ্বারা নির্মাণের তুলনায় বেশ বড় একটা শতাংশের বেশি ছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শিল্পোদ্যোগগুলি নির্মাণে রাষ্ট্রের ভাগটা ছিল ৬৫ শতাংশ। বিমান শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, পারমাণবিক শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যালুমিনিয়াম, সাংশ্লেষিক রবার ও বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনে বিত্ত-যোগান দিয়েছিল রাষ্ট্র। যুদ্ধের পরে অস্ত্র বাড়িয়ে তোলার অভিযানের প্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা দ্রুত গতিহারে বিকশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফাশিবাদের বিরুদ্ধে জয় ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের ফলে শান্তি, গণতন্ত্র ও

সমাজতন্ত্রের অনুকূলে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। এই অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনসাধারণ একচেটিয়া শাসনের অবসানের ডাক দিয়েছিল। জাতীয়করণকে শ্রমিক শ্রেণী বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক রূপান্তরসমূহের জন্য সংগ্রামে একটি বড় হাতিয়ার বলে মনে করেছিল। বড় পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির জাতীয়করণের সবচেয়ে সুসঙ্গত অধিবক্তা ছিল কমিউনিস্টরা। কিছু কিছু বুর্জোয়া পার্টিও জাতীয়করণের অনুকূলে ছিল, যদিও নির্দিষ্ট কিছু কিছু সংশয়-আপত্তি নিয়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও অস্ট্রিয়ান বুর্জোয়া সরকারগুলি বিভিন্ন মাত্রায় জাতীয়করণ কার্যকর করেছিল, কিন্তু তাকে একটা বুর্জোয়া মোচড় দিয়েছিল।

শিল্প ও অন্যান্য উদ্যোগকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মালিকানায় আনাটা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ পূরণ করেছিল। শিল্পে অধিকতর মুনাফাদায়ক শাখাগুলিকে ও বড় উদ্যোগগুলিকে এবং বীমাকে তা প্রভাবিত করে নি, সেগুলি সবই থেকে গিয়েছিল একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে।

পুঁজিবাদে উদ্যোগগুলিকে যখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তখন সেগুলির প্রাক্তন মালিকরা সরকারের কাছ থেকে সাধারণত একটা মোটা ক্ষতিপূরণ পায়। জাতীয়করণের আগে, উদ্যোগগুলির মালিকরা আয় পায় মুনাফার রূপে, এবং আয়ের আয়তন নির্ভর করে বাজারের ওঠা-পড়ার উপরে, পক্ষান্তরে একটি

শিল্প একবার জাতীয়করণ হয়ে গেলে, প্রাক্তন মালিকরা রাষ্ট্রের নিশ্চিতিপ্রদত্ত সুদের রূপে একটা ধরা-বাঁধা বার্ষিক আয় পায়। জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলির মালিকদের সরকারি বন্ড দেওয়া হয়, যেগুলি বাবদ তারা একটা বার্ষিক আয় পেতে পারে। জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলি চালানোর জন্য বিশেষ সব সংস্থা নিযুক্ত করা হয়, যেগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রাক্তন মালিকদের এবং বৃহৎ ব্যবসায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের। এই ধরনের জাতীয়করণ একচেটিয়া সম্পত্তি-মালিকানার রূপটাকে শুধু বদলায় এবং কিছু পরিমাণে, একচেটিয়া মুনাফা আদায় করার পদ্ধতিগুলি বদলায়। জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকদের উৎপন্ন মুনাফা যায় রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্র তার একটা বড় অংশ তুলে দেয় প্রাক্তন মালিকদের হাতে ক্ষতিপূরণ আর সুদের রূপে।

জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলির প্রাক্তন মালিকরা যে ক্ষতিপূরণ পায়, সেটা উৎপাদনের কম মুনাফাবিশিষ্ট শাখাগুলি থেকে চড়া মুনাফাবিশিষ্ট শাখাগুলিতে তাদের পুঁজি স্থানান্তরিত করতে সক্ষম করে তোলে। ভাষান্তরে, জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলিতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের শীর্ষস্থানীয় পদগুলি দখল করে নেওয়া এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রাক্তন মালিকদের মোটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মানেটা এই দাঁড়ায় যে পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়।

কোনো কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে (ব্রিটেন, জার্মান ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রিয়া) জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলি কখনও কখনও অ-জাতীয়কৃত বা পুনঃ-ব্যক্তিগতকৃত হয়; অর্থাৎ রাষ্ট্র সেগুলি আবার একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেয়।

এই সমস্ত উদ্যোগ অ-জাতীয়কৃত হয় এমন সব শর্তে, যেগুলি একচেটিয়া সংস্থাগুলির কাছে সচরাচর রাষ্ট্র বিক্রি করে অপেক্ষাকৃত কম দামে।

তাই, আমরা দেখি যে উৎপাদন-সম্পর্কের অন্তঃসার পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা গঠনের ফলে পরিবর্তিত হয় না, এবং উৎপাদনের উপায় পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতেই থেকে যায়। তা হলেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী মালিকানার আত্মপ্রকাশের ঘটনাটাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার একটা নিরাকরণ বোঝায়; এবং দেখায় যে ব্যক্তিগত উপযোজন ছাড়াই কাজ চালানো সম্ভব। রাষ্ট্রীয় মালিকানার অস্তিত্বই এই বুর্জোয়া ধারণাকে অপ্রমাণ করে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরন্তন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

সেই সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানা গঠন শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে নতুন নতুন উপাদান নিয়ে আসে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি বহু মজুরি-শ্রমিককে নিয়োগ করে, যারা ধর্মঘটগুলির মধ্য দিয়ে একক ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের বদলে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্মুখীন হয়। শ্রমিকশ্রেণী এমনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় যাতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা যায় এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সম্পত্তির

ব্যবস্থাপনার উপরে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সদ্য-মুক্ত দেশগুলিতেও রাষ্ট্রীয় মালিকানা আছে, সেখানে রাষ্ট্র শিল্প, কৃষি, আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও ব্যাংকিংয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারে।

এই দেশগুলির বিকাশের নজির থেকে দেখা যায় যে এই ধরনের মালিকানা উদ্ভূত হতে পারে দুইভাবে: প্রথম, জাতীয় সরকার ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের ভূতপূর্ব সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে অথবা বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির ও স্থানীয় বৃহৎ ব্যবসায়ের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির জাতীয়করণ ঘটাতে পারে; এবং দ্বিতীয়, রাষ্ট্র নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মাণ করতে পারে। অধিকাংশ সদ্য-মুক্ত দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানা গঠন আমূল সামাজিক রূপান্তরসাধানের সংগ্রামের নতুন নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামনে।

সদ্য-মুক্ত দেশগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তবুও জীবন দেখায় যে অর্থনীতির উপরে তার প্রভাবের মাত্রা দেশেদেশে পৃথক, তা নির্ভর করে ক্ষমতায় কারা আছে তার উপরে: সমাজে শাসক শক্তিগুলির ও রাষ্ট্রের অভিমুখীনতার উপরে। সদ্য-মুক্ত দেশগুলির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য: স্বাধীনতা অর্জনের পর, কতকগুলি দেশ বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করেছে, কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ

বেছে নিয়েছে, আবার অন্য কিছু কিছু দেশে প্রাধান্য অর্জন করেছে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক।

সদ্য-মুক্ত যে সমস্ত দেশ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ অবলম্বন করেছে, সেখানে সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটছে, বৃহৎ ও মাঝারি আয়তনের সম্পত্তি সীমিত করা হচ্ছে, এবং উৎপাদনের উপায়ের উপরে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক মালিকানার বিকাশ নিবিড় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ও বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে চালিত। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এখানে বিদেশী ও স্থানীয় পুঁজির কার্যকলাপের ক্ষেত্রটিকে সীমিত করে, অর্থনীতির মূল গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি থেকে বুর্জোয়াদের হঠিয়ে দেয়। বিরাটপরিসর শিল্প, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ফিনান্সের মতো মূল গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে রাষ্ট্রের শক্তিশালী অবস্থান এক স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে ও জটিল সামাজিক সমস্যাবলী সমাধান করতে সাহায্য করে।

যে সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী স্থির করে এবং যারা পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানা গঠন প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে সেই সব শাখা ও উদ্যোগগুলির মধ্যে, যেগুলি উৎপাদনের সবচেয়ে মুনাফাদায়ক শাখাগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই দেশগুলিতে, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয়

হস্তক্ষেপ জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের দিকে চালিত এবং ব্যক্তিগত পুঁজির বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায় না। পুঁজিবাদী পথ অনুসারী সদ্য-মুক্ত রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতিতে বিদেশী ও জাতীয় ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলে।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার চরিত্র যতই পরস্পরবিরোধী হোক না কেন, তা হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবণতাগুলির এক বিষয়গত অভিব্যক্তি; কেননা তা বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির কাজকর্ম সংকুচিত করে। সদ্য-মুক্ত দেশগুলিতে জাতীয় উৎপাদিকা শক্তিসমূহ গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় করতে সাহায্য করছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটির বিকাশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সঞ্চয়নের সমস্যা সমাধানের পক্ষে সাধারণত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত সক্ষমদেহ জনসমষ্টিকে শিল্প উৎপাদনে, পরিবহণ ও কৃত্যকসমূহে জড়িত করতে তা সাহায্য করে, আভ্যন্তরিক বাজারের ক্ষমতা প্রসারিত করে, এবং তাই জীবনমান উন্নত করার অতি দুরূহ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, তার বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রসারের লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় বিকাশের কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করা।

৩। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমবায়িক মালিকানা

সমবায়িক (যৌথ খামার) মালিকানা হল সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানার অপর রূপ। রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) মালিকানার প্রয়োজনীয়তার মতোই, সমবায়িক মালিকানার মূলে আছে বিষয়গত সব কারণ, এবং তা আছে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেই।

বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীকে যে সমস্ত বড় ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তার একটি হল কৃষকসাধারণকে ক্রমে ক্রমে নতুন জীবনপ্রণালীর দিকে নিয়ে আসা, ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলিকে বহুবিধ রূপের কৃষি-সমবায়ের মধ্যে টেনে আনা।

ব্যাপারটা এই যে জনগণের ক্ষমতাকে কৃষিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক রূপের সম্মুখীন হতে হয়: তার একটির ভিত্তি হল বৃহৎ ভূস্বামীদের বা পুঁজিপতি ইজারাদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা, এবং অপরটির প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলি। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর চালানো হয় দুটি ধারায়: প্রথম, জমির বড় বড় অধিকারীদের (ভূস্বামীদের) বাজেয়াপ্ত-করা খামারগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কৃষি উদ্যোগগুলি সংগঠিত করা এবং, দ্বিতীয়, সহযোগের পথে কৃষকদের স্বতঃপ্রণোদিত অগ্রগতি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণরত অন্যান্য বেশির ভাগ দেশেই কৃষির পুনর্গঠন সাধিত হয়েছিল প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলির সহযোগের মধ্য দিয়ে

বড় বড় সমাজতান্ত্রিক খামারে পরিণত করার সাহায্যে।

ছোট ছোট খামারে যন্ত্রপাতি ও কৃষিবিদ্যা এবং প্রযুক্তির আধুনিকতম কৃতিত্বগুলি ব্যবহার করা কঠিন, শ্রম উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত নিচু। ফলে, ক্ষুদ্র-পরিসরে চাষ-আবাদ কৃষকের জীবনমান উন্নত করতে অথবা তার কাজ সহজতর করতে পারে না। একমাত্র বিরাট-পরিসরে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনই কৃষকের জীবনমান উন্নত করার ভিত্তি যোগাতে পারে। অধিকন্তু, ক্ষুদ্র-পরিসরে ব্যক্তিগত চাষ-আবাদ, এমন কি সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সাহায্য নিয়েও, শহরের জনসমষ্টির খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে না। এ কথাও মনে রাখা উচিত যে ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদনের ফলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থই গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বৃদ্ধির বিপদ দূর করা আবশ্যকীয় করে তোলে। তা হলে, ক্ষুদ্র-পরিসর কৃষক খামারগুলির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথগুলি কী?

সরল হাতিয়ারপত্র ব্যবহার করে কৃষক তার নিজস্ব শ্রমের সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে। শিল্পে যেখানে নির্দিষ্ট অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কল-কারখানা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া সম্ভব; সেখানে ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলি কখনোই জাতীয়করণ করা উচিত নয়।

ক্ষুদ্র কৃষকের ব্যাপারে, জনগণের ক্ষমতার কর্তব্যকর্ম হল শক্তি সন্নিবেশিত করতে তাদের সাহায্য করা, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদন সমাহৃত করতে

সাহায্য করা। এখানে কোনোমতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়; এবং সমবায়গুলি গঠন করার একমাত্র পথ হল কৃষকদের ক্রমান্বিত ও স্বতঃপ্রণোদিত একীকরণের মধ্য দিয়ে। স্বভাবতই নবগঠিত সমবায়গুলি প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া কাজ চালাতে পারে না।

প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্র, সাধারণত সহজ শর্তে, সমবায়গুলিকে যন্ত্রপাতি ও সার সরবরাহ করে এবং বড় অংকের ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক সাহায্য দেয়।

তাই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নজির থেকে দেখা যায়, কৃষকদের সহযোগ হল গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও চাষ-আবাদের সমাজতান্ত্রিক রূপগুলি প্রতিষ্ঠা করার প্রধান উপায়। কৃষি উৎপাদনের অবস্থা ও শ্রমজীবী কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহযোগ হল যৌথ ব্যবস্থাপনার সরলতম রূপ, যে রূপটি কৃষক সহজেই বুঝতে পারে এবং যা তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমগ্র রাষ্ট্রের, সমগ্র জনগণের স্বার্থের সঙ্গে মেলায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সহযোগ কার্যকর করা হয়েছিল বিভিন্ন রূপে। শুরু করা হয়েছিল সরলতম রূপ হিসেবে ভোক্তা বা ক্রেতা সমবায় দিয়ে, কৃষকরা যা সহজেই বুঝতে পারত। সেই রূপে কৃষকরা সম্মিলিতভাবে ক্রয় করা এবং, আংশিকভাবে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করা ও তার পর সমবায়ের সদস্যদের কাছে সেগুলি বিক্রি করার কাজেও সহযোগিতা করেছিল।

পরে, সমবায়গুলি গঠন করা হয়েছিল যোগান, বিপণন, ক্রেডিট, খামারজাত পণ্যপ্রক্রিয়ণ ও কোনো কোনো উৎপাদনকর্ম সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, গঠিত হয়েছিল জমির সম্মিলিত চাষের জন্য গোষ্ঠী, এবং উৎপাদক সমবায়ের আরও জটিল — স্থিতিশীল রূপ। এই রকম ক্রমান্বিত সহযোগ কৃষকদের একত্রে কাজ করতে শেখায় এবং বিরাট পরিসরে যৌথ চাষ-আবাদের সুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে, কর্মপ্রয়োগ থেকেই কৃষি আর্তেল, বা যৌথ খামার দেখা দিয়েছিল উৎপাদক সহযোগের মূল রূপ হিসেবে।

এই ধরনের একটি খামার উৎপাদনের শুধু মূল উপায়গুলিরই সামাজিকীকরণ ঘটায়, সেগুলিকে একত্র করে। সামাজিক, সম্মিলিত চাষ-আবাদই আর্তেলের সদস্যদের আয়ের প্রধান উৎস; তাদের প্রত্যেককেই কৃষি পণ্য উৎপাদনে তার নিজস্ব শ্রম অবদান রাখতে হয়। আর্তেলের আয়ের একটি অংশ যায় তার সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে এবং বণ্টিত হয় তাদের নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী; আর অপর অংশটি যায় উৎপাদনের বিকাশসাধন ও অভিন্ন প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য। তা ছাড়াও, আর্তেলের সদস্যদের সাধারণত নিজস্ব সহায়ক খামার থাকে, তাতে থাকে কিছু গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে কৃষির সহযোগের, সমবায়িক মালিকানা গঠনের কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে: ক্রমান্বিত ও

স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ, সহযোগের নিম্নতর রূপগুলি (যোগান ও বিপণন, ভোক্তা সমবায় প্রভৃতি) থেকে উৎপাদক সহযোগের উচ্চতর রূপে উত্তরণ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা ও সহায়তা।

সেই সঙ্গে, সমাজতন্ত্র নির্মাণরত প্রত্যেকটি দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা কৃষির সহযোগের উপরে একটা বিশেষ ছাপ রেখে যায়; সেখানে সহযোগ প্রক্রিয়ার মেয়াদে, সহযোগের মূর্ত রূপগুলি প্রভৃতিতে পার্থক্য থাকে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সহযোগ কার্যকর করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় জমিতে, কৃষি আর্তেলগুলির হাতে তা তুলে দেওয়া হয়েছিল চিরকাল বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে জমি যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে কৃষকদের মালিকানাধীন ছিল, সেই অবস্থায় সমবায়গুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। তাদের সহযোগিতায়, জমি হয়েছিল উৎপাদক সমবায়গুলির সম্পত্তি। এই অবস্থায় সহযোগের যে একটি রূপ বহুল প্রচলিত হয়েছিল; তাতে উৎপাদের একাংশ কিছুকাল বণ্টন করা হয়েছিল প্রদত্ত জমির আয়তন অনুযায়ী, তথা নিয়োজিত শ্রম অনুযায়ী।

অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন, যে সমস্ত দেশে এমন কি বুর্জোয়া ব্যবস্থাধীনেও সহযোগ ব্যাপক ছিল (যেমন, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, প্রভৃতি); সেখানে জনগণের ক্ষমতা সমবায় আন্দো-

লনের গণতন্ত্রীকরণ, তার খণ্ডবিক্ষিপ্ততার অবসান ঘটানো ও সঞ্চলন-ক্ষেত্রটির সহায়ক সমস্ত সমবায়কে একটিমাত্র ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মনীতি অনুসরণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনাধীনে বিকশিত হয়ে সহযোগ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের প্রধান রূপ হয়ে উঠেছিল; এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি থেকে ফাটকামূলক পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে হঠাতে সাহায্য করেছিল।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের ফলে উদ্ভূত নতুন অবস্থা এবং কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বৈষয়িক কৃৎকৌশলগত ও সাংগঠনিক পূর্বশর্ত সৃষ্টিতে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা ও সহায়তা ব্যবহার করার সুযোগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষকসমাজের সফল সহযোগের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সমাজতান্ত্রিক সমবায়িক মালিকানা গঠন এক জটিল প্রক্রিয়া. ব্যক্তিগত কৃষক চাষ-আবাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর, ক্ষুদ্র সম্পত্তি মালিকের অস্তিত্বের ধরন, দৈনন্দিন জীবন ও মানসিকতার রূপান্তর তার সঙ্গে জড়িত।

সহযোগ কৃষকসমাজের ধনী ও দরিদ্রে বর্গ-বিভাজনের অবসান ঘটায়। মুখ্যত রাষ্ট্রীয় সহায়তার দরুন কৃষির কৃৎকৌশলগত স্তরে উন্নতি, কৃষক সমাজের কাজের অবস্থা উন্নত করে এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণ অর্জন করে নতুন নতুন কাজের দক্ষতা, যেমন, যন্ত্রচালক, যান্ত্রিক দুগ্ধদোহন ব্যবস্থার চালক, প্রভৃতির কাজ। সহযোগ কৃষকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য

অনেকখানি বাড়াতে, তাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

৪। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সমবায়িক মালিকানা ও পুঁজিবাদে সমবায়িক মালিকানার মধ্যে প্রভেদ

সমাজতন্ত্রে সমবায়িক মালিকানা বুর্জোয়া দেশগুলিতে সমবায়ের থেকে সারগতভাবে পৃথক। পুঁজিবাদে যোগান ও বিপণনের সমবায়িক রূপ, ভোক্তা সমবায় ও কখনও বা উৎপাদক সমবায়গুলি বহুবিস্তৃত বলে জানা আছে। এই সমস্ত দেশে কৃষি সমবায়গুলি কৃষকরা (খামার-মালিকরা) গঠন করে পারস্পরিক সহায়তার জন্য, নিজেদের খামারগুলিকে মদত দেওয়া এবং বৃহৎ কৃষি পুঁজি ও শিল্প পুঁজির হস্তক্ষেপ থেকে সেগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

ইতিহাস দেখায় যে আদিতম সমবায়গুলি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৯৩৯-১৯৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলির সংখ্যা দ্রুত বেড়েছিল। ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মান, ইতালি, স্পেন ও জাপানে সেগুলির বিকাশ অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে পৌঁছেছে।

'সমবায়িক সমাজতন্ত্রের' উপরোক্ত মতবাদ অনুযায়ী, সহযোগ হল 'পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও ক্রমান্বিত বিবর্তনের' একটা বড় হাতিয়ার কেননা পুঁজিবাদে সমবায়িক মালিকানার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক

উপাদানসমূহ আছে। সেই তত্ত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে বিশদ করেছিলেন 'নিমের ঘরানা-'র প্রতিনিধিরা (শার্ল জিদ ও ফ্রান্সে অন্যান্যরা): তাঁরা দাবি করেন যে এমন কি ভোক্তা সমবায়গুলিও পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্রে রূপায়িত করতে পারে। তাঁরা বলেন, ব্যাপক পরিসরে বিকশিত হয়ে ভোক্তা সমবায়গুলি প্রথমে বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে এবং তার পরে, সম্পদ সঞ্চয়ন করতে করতে তারা শিল্পোদ্যোগগুলি ক্রয় করতে সক্ষম হবে এবং সব শেষে, যৌথ খামার গড়ে তোলার জন্য কৃষি জমি ক্রয় করতে সক্ষম হবে। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াই, বৃহৎ একচেটিয়া সম্পত্তি-মালিকানার বিলোপ ছাড়াই পুঁজিবাদ ক্রমবিকশিত হয়ে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে।

তা সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার যে শিল্পেই হোক অথবা কৃষিতেই হোক, পুঁজিবাদে সমবায়িক মালিকানা গঠন বুর্জোয়া ব্যবস্থার চরিত্র বদলায় না। এই সমবায়িক মালিকানা বিকশিত হয় পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক শিল্পগুলির ভিত্তিতে, ঠিক ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী বা ক্ষুদ্র একক সম্পত্তি-মালিকানার মতোই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা। ফলত, সমবায়িক মালিকানার সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্র ও অন্তর্বস্তু নির্ধারিত হয় দেশে প্রাধান্যশালী উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়ে।

পুঁজিবাদে সমবায়গুলি শ্রমজীবী জনসাধারণের অবস্থার আমূল কোনো উন্নতি ঘটাতে পারে না, কিংবা তাদের মৌল স্বার্থ রক্ষা ও নিশ্চিত করতে পারে না।

পুঁজিবাদে সহযোগ নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের বৈষয়িক পূর্বশর্তসমূহ সৃষ্টি করতে কিছুটা পরিমাণে সাহায্য করে। কিন্তু, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তা বিলোপ করতে অথবা উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিহ্ন করতে পারে না এবং চেষ্টাও করে না। সমবায়িক মালিকানার বিকাশ আপনা থেকেই সমাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটায় না।

সেই সঙ্গে সমবায়গুলি হল যৌথ উদ্যোগ, যার মধ্যে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা অথবা ব্যাপক ভোক্তারা ঐক্যবদ্ধ, এবং সেগুলি শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি থেকে সেগুলির প্রভেদ এইখানেই।

শ্রমিক শ্রেণী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্য বর্গের গণসংগঠন হিসেবে সমবায়গুলি পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে ও একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাত থেকে তাদের সদস্যদের রক্ষা করতে চেষ্টা করে, কখনও কখনও শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক অবস্থার সামান্য উন্নতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। সেই জন্যই ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সহযোগ প্রগতিশীল, তা কৃষক জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার রক্ষার এক সংগঠিত সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনে, তাদের চেতনা জাগায় এবং তাদের বলিষ্ঠ তৎপরতায় সক্ষম করে তোলে।

তাই, সমবায়গুলি হল ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অখণ্ড অংশ, প্রগতিশীল সামাজিক-

অর্থনৈতিক রূপান্তরসমূহের জন্য, সমাজজীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামের একটি রূপ।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে একমাত্র সামাজিক মালিকানার অবস্থাতেই সমবায়গুলি সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ হয় এবং সমবায়িক মালিকানা উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার একটি রূপ হয়ে ওঠে। তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের কারণ হল অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমগ্র জনগণের (রাষ্ট্রের) মালিকানার প্রাধান্যশালী অবস্থান। জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হয় সমগ্র সমাজের স্বার্থে, এবং রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের হাতে।

৫। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটি রূপের মধ্যে ঐক্য ও প্রভেদ

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানার আত্মপ্রকাশ, অর্থনীতির শীর্ষস্থানীয় ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদনের মূল উপায়সমূহ শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর কৃষি সমেত সমগ্র উৎপাদনের পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অবস্থা সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমবায়িক মালিকানার আত্মপ্রকাশের পূর্বগামী হয়।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটি রূপ (সমগ্র জনগণের ও সমবায়িক) সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একই ধরনের। এমন কেন? কেননা সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি-

মালিকানা থেকে মুক্ত, মানুষের উপরে মানুষের শোষণ সেগুলির সঙ্গে জড়িত নেই, বৈষয়িক মূল্যের উপযোজন খোদ শ্রমজীবী জনগণেরই স্বার্থ পূরণ করে, এবং সেগুলির লক্ষ্য হল এক কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করা।

এই থেকে দেখা যায় যে সমবায়িক মালিকানা হল সমগ্র জনগণের মালিকানার মতো সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। সমাজতন্ত্রে সমবায়িক মালিকানা বিস্তারিত হয় সেই উৎপাদনের উপায়ের উপর, যেটা বাস্তব সামাজিকীকরণের মাত্রায় সমগ্র জনগণের চরিত্র অর্জন করে নি। সেই জন্য সমবায়িক মালিকানা সর্বাগ্রে কৃষিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমবায় মালিকানার প্রতি বিরাগ থাকার ফলে অর্থনীতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বিকশিত হয় নি, যেমন ক্ষুদ্র শিল্পে, কৃত্যকে। বর্তমানে বিভিন্ন কৃত্যকে, ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদনে সমবায়গুলি বিকশিত হচ্ছে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে সম্পত্তি-মালিকানার এই দুটি রূপের মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। এগুলি মুখ্যত থাকে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে।

সমগ্র জনগণের মালিকানা এটাই বোঝায় যে উৎপাদনের উপায়গুলি সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিসরে সামাজিকীকৃত, পক্ষান্তরে সমবায়িক মালিকানায় উৎপাদনের উপায়গুলির অধিকারী হল একক আলাদা আলাদা সমবায়। একটি সমবায়ের

সদস্যরা যৌথ মালিক হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে।

উৎপাদন, শ্রম, উৎপাদের ব্যবস্থাপনার সংগঠন ও তার রূপায়ণে প্রভেদগুলিও এখান থেকেই আসে। সমবায়গুলির অনেক বেশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় নিয়মন ব্যবস্থাগুলি থেকে সেগুলি অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী।

যেমন, সমগ্র জনগণের ক্ষেত্রটিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনের সংগঠন সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের পরিসরে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আর সমবায়গুলিতে তা নিয়ন্ত্রিত হয় খোদ উদ্যোগটিরই কর্ম-সংঘের দ্বারা।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি চালিত হয় উচ্চ পদস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নিযুক্ত ম্যানেজারদের দ্বারা, আর সমবায়গুলিতে উৎপাদনের সংগঠক সেগুলির সদস্য-দের নিজেদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন উৎপাদগুলি সমগ্র সমাজের সম্পত্তি, যার প্রতিনিধি হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির ভোগ্যপণ্য বিভক্ত হয় দুটি সামাজিক রূপে। সেগুলির একটি অংশ গঠন করে সামাজিক ভোগ তহবিল: বাসগৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাসমূহ, লাইব্রেরি ইত্যাদি; এবং অপর অংশটি নিজস্ব পারিশ্রমিকের মধ্য দিয়ে নিজস্ব মালিকানার বস্তুসমূহে পরিবর্তিত হয় এবং ব্যক্তিগত ভোগের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি সমবায়িক উদ্যোগে উৎপন্ন উৎপাদগুলি সেই সমবায়টির সম্পত্তি, সে তার

নিজের কাজের ফলগুলি বিলিবন্দোবস্ত করে, সেগুলিকে ব্যবহার করে উৎপাদনের বিকাশসাধনের জন্য ও ভোগের জন্য।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের নজির থেকে দেখা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনগণ তাদের প্রায় সমস্ত আয়টাই পায় সমগ্র জনগণের উদ্যোগগুলিতে যেখানে পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্র নির্ধারিত হার ও কোটা দিয়ে, আর সমবায়গুলির সদস্যরা তাদের আয়ের বেশির ভাগটা পায় যৌথ খামারে কাজ থেকে এবং তদুপরি, নিজস্ব সহায়ক খামারে কাজ থেকে।

সেই সঙ্গে, সমগ্র জনগণের ও সমবায়িক উদ্যোগগুলির মধ্যে প্রভেদগুলি হল সমাজতান্ত্রিক ধরনের সম্পত্তি-মালিকানার অভ্যন্তরস্থ প্রভেদ, সেগুলির মধ্যে সংঘাত নেই, সেগুলিকে বৈপরীত্যে স্থাপন করা ভুল হবে।

সমাজতন্ত্রে নেতৃভূমিকা হল সমগ্র জনগণের (রাষ্ট্রের) মালিকানার। প্রথমত, এই মালিকানার পরিসর বেশি এবং তা জাতীয় অর্থনীতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে বিস্তৃত, যেমন — শিল্প, নির্মাণ, কৃষিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি, পরিবহণ ও যোগাযোগ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা হল সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত ও সুষম বিকাশের এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের এক আবশ্যিক শর্ত। দেশের সম্পদের বেশ বড় একটা অংশকে একটিমাত্র তহবিলে কেন্দ্রীভূত করা এবং উৎপাদনের অর্থনৈতিক

কার্যদক্ষতা বাড়ানো ও জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিয়ত বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য তাকে ব্যবহার করা তা সম্ভব করে তোলে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিতে আরও ভালোভাবে সজ্জিত থাকে, তাদের হাতে থাকে বেশি শক্তি, সম্পদ, সেগুলি উৎপাদনের বিভিন্ন ধারার এক বিস্তৃততর পরিধিকে বেষ্টন করে, অর্থাৎ এই উদ্যোগগুলিতে সামাজিক শ্রম বিভাজন বেশি বিকশিত, সেগুলির মধ্যে অধিকতর বিশেষীকরণ ও পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকে। একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অর্থনৈতিক কর্মকৃতিত্বের উপরে নির্ভর করে অন্য উদ্যোগগুলির কাজকর্ম এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ।

রাষ্ট্র সমবায়গুলিকে তাদের বিকাশে প্রচুর সহায়তা দেয়, জমি-উন্নয়ন ও বৈদ্যুতীকরণ প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে; আর্থিক সাহায্য দেয়, এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষির জন্য কর্মীদের তৈরি করে।

সমাজতন্ত্রে মালিকানার দুটি রূপের অস্তিত্ব দুটি মিত্রভাবাপন্ন শ্রেণীর শ্রমিক ও কৃষকদের অস্তিত্বও বোঝায়। সমগ্র জনগণের মালিকানার নেতৃভূমিকা এই ঘটনার মধ্যেও প্রকাশ পায় যে কৃষকসমাজের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ মৈত্রীজোট স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণী থাকে সমাজের শীর্ষদেশে।

অধ্যায় ৬

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার বিকাশ

১। সমগ্র জনগণের মালিকানার বিকাশ

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার সম্পর্ক সমাজে অন্য সমস্ত সম্পর্ক নির্ধারণ করে বলে, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানা সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রত্যেকটি রূপের বিকাশ ও উৎকর্ষসাধনকে স্থিতিশীলতা ও উদ্দেশ্য প্রদান করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি মালিকানা ও তার রূপগুলি মোটেই পরিবর্তনাতীত বা শিলীভূত নয়। সমাজতন্ত্রে সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক সবচেয়ে গতিশীল। উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর ও চরিত্র অনুযায়ী বিকশিত হয়ে সেগুলি আবার সামাজিক প্রগতির উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির সীমাহীন বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করে।

বস্তুতপক্ষে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার পর্যায়গুলিতে, সমাজতান্ত্রিক মালিকানা তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী থাকে না, তাই প্রধান কাজ হল মালিকানার উদীয়মান রূপগুলি শক্তিশালী ও সংহত করা, সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক মালিকানা যে ব্যবস্থাপ্রণালীর মধ্য দিয়ে কাজ করে সেটিকে বিন্যস্ত করা।

পরে, খোদ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ফলেই সমাজ-তান্ত্রিক মালিকানা বিকশিত হতে শুরু করে, সেই উৎপাদন চলাকালে তা সম্প্রসারিত হয়, বিবর্ধিত হয় এবং গুণগত দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়, তার রূপগুলি ত্রুটিহীন হয়, এবং সামাজিক উৎপাদনে সেগুলির পরস্পরসম্পর্ক তদনুযায়ী বদলায়।

সমাজতন্ত্রের গোড়ার দিনগুলিতে, সমগ্র জনগণের মালিকানার সম্পর্ক মুখ্যত প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পের মধ্য দিয়ে, আর বেশির ভাগ কৃষি উৎপাদন থাকে সমবায়িক। কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক মালিকানার মধ্যে বৈষয়িক পরস্পরসম্পর্ক পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় প্রথমোক্তদের অনুকূলে। সমবায়িক মালিকানাও শক্তিশালী ও বিকশিত হয়; ঠিক রাষ্ট্রীয় মালিকানার মতোই, তা পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনসমূহের মধ্য দিয়ে যায়।

সমাজতন্ত্রে সমগ্র জনগণের মালিকানা উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের এক প্রত্যক্ষ সংযোগ দিয়ে চিহ্নিত। উৎপাদনের উপায় একটা বৈরি শক্তি হিসেবে শ্রমজীবী জনগণের সম্মুখীন হয় না,

কেননা সেগুলি যে সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্পত্তি; এই ঘটনাটাই সেগুলিকে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক মান নিয়ত উন্নত করা ও ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের স্বার্থে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত করে।

শ্রমজীবী জনগণ নিজেরাও পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনের মূল উপায়গুলির জাতীয়করণ করেছিল, গোড়ার দিকে, তার দক্ষতার মান ও বৃত্তিগত কাঠামো একই রকম ছিল, এবং কৃৎকৌশলগত জ্ঞানের সেই একই ভাণ্ডার নিয়ে তা ব্যবহার করত শ্রমের পুরনো সাধিত্রগুলি। সামাজিক উৎপাদনের অধিকতর বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বড় ধরনের সব পরিবর্তন ঘটেছিল। বিরাট-পরিসর যন্ত্র শিল্পের নতুন নতুন শাখা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার নতুন নতুন বাহিনী। বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত কাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন ঘটায়, উত্তরণ ঘটে চিরাচরিত যন্ত্রপাতি থেকে আধুনিক পরিশীলিত যন্ত্রপাতিতে; উৎপাদনের অটোমেশন ও জটিল যন্ত্রীকরণে।

প্রত্যেক মেহনতি ব্যক্তি পিছু লভ্য শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র বিকশিত হয়ে চলে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিক সংগঠনের নতুন নতুন রূপ দেখা দেয়। সামাজিক শ্রম বিভাজনের গভীরতাবৃদ্ধি অভিব্যক্ত হয় উৎপাদনের আরও বিশেষীকরণ ও ঘনীভবনের মধ্যে, বিভিন্ন শাখা

ও উদ্যোগের মধ্যে ব্যাপকতর সহযোগিতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে তার ফলে গঠিত হয়েছে উৎপাদনী, গবেষণা-ও-উৎপাদন, শিল্প ও কৃষি-শিল্প পরিমেলগুলি।

দ্রুততর কৃৎকৌশলগত প্রগতি মানে কম্পিউটর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি, সাধিত্র, বিভিন্ন কম্যাণ্ড ও কণ্ট্রোল ব্যবস্থা ও কৌশল, স্বয়ংক্রিয় ম্যানুপুলেটর (শিল্প রোবট), প্রভৃতির ব্যাপকতর উৎপাদনও বটে।

সেই সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি কৃষিতে শ্রমিক শ্রেণীর বাহিনী গঠন ও বিকশিত করতে সাহায্য করে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে, বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে, এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে সারগত প্রভেদগুলি ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমগ্র জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, আগেই দেখানো হয়েছে, মানসিক ও কায়িক কাজের মধ্যে বৈপরীত্য দূর করেছে। উৎপাদনের উপায় এখন যে শ্রমজীবী জনগণের কাজকর্মের শাখা ও দক্ষতার মান নির্বিশেষে ঐকত্রিকভাবে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সম্পত্তি, এই ব্যাপারটার নিহিতার্থ হল সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সমানতা, এবং হাতের কাজ করা আর মস্তিষ্কের কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে বৈর-মূলক বিরোধের বিলুপ্তি; আগে মস্তিষ্কের কাজ করা শ্রমিকদের পুঁজিপতিরা ব্যবহার করত হাতের কাজ করা শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য। বাকি সামাজিক-

অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি অ-বৈরমূলক এবং সমাজতন্ত্রে সহজাত।

সমগ্র জনগণের মালিকানার বিকাশের ফলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও কায়িক কাজের মধ্যে, দক্ষ ও অদক্ষ কাজের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়। এই প্রভেদগুলি বিলীন হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনগণের মালিকানাও পরিপক্ক হতে থাকে।

২। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমবায়িক মালিকানার বিকাশ

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত সমবায়িক মালিকানাও পরিবর্তিত হচ্ছে। তার ক্রমবিকাশে মূল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সমাজতান্ত্রিক মালিকানার শীর্ষস্থানীয় ও পরিপক্কতর রূপ হিসেবে সমগ্র জনগণের মালিকানার বিকাশ ও উৎকর্ষবৃদ্ধি।

রাষ্ট্র পরিচালিত উদ্যোগগুলি কৃষি উৎপাদক সমবায়গুলির বিকাশের উপরে ক্রমেই বেশি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, তাদের যোগান দেয় উৎপাদনের আরও পরিশীলিত সব উপায়, একই সঙ্গে, সমবায়িক উৎপাদন আরও সামাজিকীকৃত হওয়ায় ও তার কৃৎ-কৌশলগত স্তর উন্নত হওয়ায়, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটি রূপ কাছাকাছি চলে আসে।

সমবায়িক মালিকানার বিকাশক্রমে, উৎপাদনের

বৈষয়িক উপাদানগুলিতে সারগত সব পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতই, সমবায়গুলির গোড়ার বছরগুলিতে, সেগুলির মূল উৎপাদনী পরিসম্পদ গঠিত হয়েছিল ক্ষুদ্র একক খামারগুলি থেকে সামাজিকীকরণের সাহায্যে। যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রব্যবস্থার পরিবর্তে বরং চাষ-আবাদের পশুগুলিই ছিল শক্তির বৃহদংশ।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের ফলে, অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। স্থায়ী উৎপাদনী পরিসম্পদ নবায়িত হয়েছে, সেগুলির কৃৎকৌশলগত স্তর প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে, এবং সহযোগ যখন শুরু হয়েছিল সেই সময় যার অস্তিত্ব ছিল এমন সব পুরোপুরি নতুন ধরনের যন্ত্রপাতির বিকাশ ঘটানো হয়েছে। যেমন, ১৯৪০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত কৃষির স্থায়ী উৎপাদনী পরিসম্পদ ও বৈষয়িক সহায়-সম্পদ ৫·৭ গুণ বেড়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে, কৃষিতে ট্রাক্টরের বহর বেড়েছে বুলগেরিয়ায় ২·৫ গুণ, মঙ্গোলিয়ায় ৫·৫ গুণ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রায় দ্বিগুণ, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিগুণের বেশি। এই কালপর্বে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি কৃষিকে অনেক 'গ্রেন হার্ভেস্টর' ও বিপুল পরিমাণ খনিজ সারও সরবরাহ করেছে।

সমবায়িক খামারগুলির কৃৎকৌশলগত ভিত্তির বিকাশ কৃষিতে জনশক্তির কাঠামোয় পরিবর্তনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে — সেই ক্ষেত্রটির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের তৈরি করা হয় এবং

উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বাড়ে। যেমন ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত কৃষিতে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ২·৩ গুণ বেড়ে হয়েছে মোট ২৪ লক্ষ।

সুতরাং, সমবায়বদ্ধ কৃষকসমাজ তার উদ্ভব, উৎপাদনী স্থান-মর্যাদা, সামগ্রিক কাজের অবস্থা ও জীবনমানের দিক দিয়ে সত্যকার এক নতুন শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই নতুন শ্রেণীটি গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের মধ্য দিয়ে। সামাজিক-অর্থনৈতিক স্থান-মর্যাদায় সেই নতুন শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি আসে, এবং তার মানে দাঁড়ায় শিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে সারগত প্রভেদের বিলুপ্তি, শ্রেণীগত প্রভেদের বিলুপ্তি এবং সামাজিকভাবে সমধর্মী এক সমাজের দিকে অগ্রগতি।

সমবায়গুলিতে সামাজিক চাষ-আবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমবায়বদ্ধ কৃষকদের প্রকৃত আয় আর শ্রমিকদের প্রকৃত আয় ক্রমেই মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে, শ্রমিক ও অফিস-কর্মীদের প্রকৃত আয়ের (পরিবারের প্রতি সদস্য-পিছু) তুলনায় যৌথ খামারিদের প্রকৃত আয় ১৯৬৫ সালের ৭৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭০ সালে হয়েছিল ৮০ শতাংশ, এবং ১৯৮৩ সালে হয়েছিল ৯০ শতাংশের বেশি।

সমবায়িক উৎপাদনের বৈষয়িক কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে পরিবর্তনগুলির ফলে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ও

সমবায়িক উদ্যোগগুলির বিকাশের স্তর অনেক কাছাকাছি আনা সম্ভব হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে, খামারের জমির প্রতি ১,০০০ হেকটর-পিছু উৎপাদনী পরিসম্পদের দিক দিয়ে যৌথ খামারগুলি (সমবায়িক উদ্যোগ) রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে (রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ) প্রায় ধরে ফেলেছে, এবং প্রতি ১,০০০ হেকটর চাষের জমি-পিছু ট্রাক্টর ও ট্রাকের সংখ্যায় তাদের ছাড়িয়ে গেছে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) ও সমবায়িক রূপের সন্নিকটতার নিহিতার্থ হল এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে, এবং জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য শাখার সঙ্গেও (শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য ইত্যাদি) সংবদ্ধতার বিকাশ, অর্থাৎ কৃষি-শিল্প সমাহার গঠন।

বহুবিধ রাষ্ট্রীয়-সমবায়িক উদ্যোগগুলির ব্যাপক বিকাশ এটাই দেখায় যে সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা সমগ্র জনগণের সম্পত্তি মালিকানার সঙ্গে ক্রমেই বেশি মিথস্ক্রিয়া করে।

সমাজতন্ত্র উন্নয়নের অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার দুটি রূপ আরও কাছাকাছি আসতে থাকে। কিন্তু তখন সেটা ঘটে কৃষি সমেত জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিবিড় বিকাশে উত্তরণের ভিত্তিতে: কৃষিকেও দেওয়া হয় একটিমাত্র শিল্প ভিত্তি। কৃষি উৎপাদন ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণত হয় শিল্প উৎপাদনেরই এক প্রকারভেদে, এবং কৃষি কর্মের চরিত্র তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়: তা শুধু যে আরও

উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে থাকে তাই নয়, কাজের অবস্থার দিক দিয়ে আরও বেশি সমরূপ হয় শিল্প কর্মের। এবং সেটা কৃষিতে জনশক্তির গঠনকাঠামো বদলাতে সাহায্য করে। কাজের মরশুমি চরিত্র কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

খোদ সমবায়িক ক্ষেত্রটির আন্তর সংরক্ষিত শক্তির সঙ্গে একত্রে আন্তঃসমবায় সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় সহায়-সম্পদের ব্যবহার তার কৃৎকৌশলগত স্তর উন্নত করতে সাহায্য করে এবং তাই রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক উদ্যোগগুলির বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত স্তরকে একটা শিল্প ভিত্তির উপরে সমরূপ করে তুলতে সাহায্য করে।

১৯৮৮ সালে সমবায় সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমবায় বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আইনে সোভিয়েত সমাজের জীবনের সমস্ত দিকের যে পুনর্গঠন চলছে সেই পুনর্গঠনের আধুনিক পর্যায়ে সমবায়গুলির ক্রিয়াকলাপের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক ও আইনী পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়।

সমবায় সংক্রান্ত আইন সমবায় আন্দোলনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশে সমবায়ের ভূমিকা বাড়ায়, অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রীকরণ সুদৃঢ় করে, যৌথ-খামার আন্দোলনকে প্রেরণা দেয়, সমবায়ে ব্যাপক জনসাধারণের যোগদানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, কৃত্যক নিয়ে জনসাধারণের

বিকাশমান চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যবহার জন্য এই আইন গৃহীত হয়েছে। এই আইনটি সমবায়ের গণতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণ করে, রাষ্ট্র ও সমবায়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে, সমবায়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আকার বেছে নেওয়ার অধিকারের গ্যারান্টি দেয়, উদ্যম ও স্বনিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করে, নিজের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সমবায়ের সদস্যদের দায়িত্ব বাড়ায়।

এই আইনটি নাগরিকদের জন্য নিম্নোক্ত গ্যারান্টি দেয়: সমবায়ে স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়া ও ত্যাগ করা, সমবায়ে পরিচালনার অংশ গ্রহণ, অর্থনৈতিক যৌথ ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা, নিজের নিয়ম-কানুনের আওতায় কর্তব্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, কাজের অধিকারের সামাজিক ন্যায় ও সমতা, কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী ব্যক্তিগত আয়, সামাজিক সুবিধাদি ভোগ।

এই আইনটির লক্ষ্য: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় খাতের সমানাধিকারী সহযোগিতা।

অধ্যায় ৭

সমাজতন্ত্রে ভোগের সামগ্রীতে মালিকানা

১। সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানা

যে কোনো উৎপাদন প্রণালীতেই নিজস্ব সম্পত্তি থাকে। সেটা বোঝায় নিজস্ব ভোগের সামগ্রীগুলি উপযোজনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে। নিজস্ব উপযোজনের চরিত্র সর্বদাই নির্ধারিত হয় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিটি ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার প্রাধান্যশালী রূপটি দিয়ে।

নিজস্ব সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সারগতভাবে পৃথক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার প্রধান বিষয় হল উৎপাদনের উপায় এবং তাতে অপর লোকের শ্রম শোষণ করার সুযোগ থাকে; পক্ষান্তরে নিজস্ব সম্পত্তি হল ভোগের সামগ্রীতে, উৎপাদনের ফলগুলিতে মালিকানা, অপর লোককে শোষণ করার জন্য তা ব্যবহার করা যায় না।

পুঁজিবাদে বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পত্তিটা আসে অনর্জিত আয় থেকে, বুর্জোয়া শ্রেণী তা পেতে পারে, কেননা তা উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং তাই মজুরি-শ্রমিকদের দাম-না-দেওয়া শ্রমে সৃষ্ট উৎপাদগুলি উপযোজন করে।

পুঁজিবাদে শ্রমজীবী জনগণের নিজস্ব সম্পত্তি আসে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে নিজেদের ভাড়া খাটিয়ে কাজের থেকে পাওয়া আয় থেকে। সেই জন্যই, সেখানে শ্রমিকের অবস্থাটা নির্ভর করে উৎপাদনের বিশেষ ধারাটির ও বাজারের দশার উপরে, বেকার বাহিনীর অস্তিত্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের উপরে। ফলে, বুর্জোয়া সমাজে মেহনতি ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব উপযোজনের স্তরটি অত্যন্ত অস্থিতিশীল, কর্মচ্যুতি আর চরম দারিদ্র্যের আশংকা তার সব সময়েই থাকে।

সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি হল অর্জিত আয়, সাশ্রয়-করা অর্থ, ভোগ্যপণ্য ও গার্হস্থ্য সামগ্রী, বাসগৃহ, নিজস্ব পরিবহণ এবং নিজস্ব সহায়ক খামার চালানোর ও গৃহস্থালির কাজের জন্য কিছু কিছু উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজের সদস্যদের একক মালিকানাধীন সম্পত্তি।

সমাজতন্ত্রে অনর্জিত আয় নিজস্ব সম্পত্তির উৎস হতে পারে না, কেননা উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা গঠন মানুষের উপরে মানুষের শোষণের অবসান ঘটায়।

সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তির একটি বৈশিষ্ট্য হল

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার সঙ্গে তার সংযোগ ও সেই মালিকানার উপরে তার নির্ভরশীলতা। প্রতিটি মেহনতি মানুষ সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রাহী হিসেবে ভোগের সামগ্রী পায়, যার ফলে এই অবস্থায় নিজস্ব সম্পত্তি সর্বদাই অর্জিত। সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে অধিকৃত বৈষয়িক মূল্যগুলির একমাত্র উৎস হতে পারে শ্রমই। সামাজিক উৎপাদনে উৎপন্ন উৎপাদগুলি সামাজিক মালিকানার মধ্য দিয়ে নেওয়া হয়, তার পর সেগুলি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম অবদান অনুযায়ী, তখন সেগুলি হয় নিজস্ব সম্পত্তি। সমাজ প্রত্যেকটি মেহনতি মানুষকে কাজ করার যে অধিকার দিয়েছে, সেটা তার একটা নিয়মিত কাজের ও নিয়োজিত শ্রম অনুযায়ী বৈষয়িক নিরাপত্তারও নিশ্চিতি দেয় তাকে। ভাষান্তরে, সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি কখনোই শোষণের হাতিয়ার হতে পারে না।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই অভিযোগ করেন যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটলে ভোগের সামগ্রীতে নিজস্ব মালিকানা লোপ পাবে, এবং সমাজতন্ত্র লোকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও প্রয়োজনগুলি দমন করে। প্রকৃতপক্ষে, অপর লোকের শ্রম শোষণ করে উৎপাদনের উপায়ের উপরে যে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করা হয়, সমাজতন্ত্র শুধু সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই বিলুপ্ত করে, আর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলি সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় পূরণ করা। ব্যক্তিমানুষের অবাধ বিকাশ, তার বুদ্ধি এবং

তার বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদার অবাধ বিকাশ ও সেগুলির পরিতৃপ্তি সমাজতন্ত্র নিশ্চিত করে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের কাছ থেকে মেহনতি মানুষ যে সমস্ত উৎপাদ পায় সেগুলির পরিমাণ বেড়ে চলে। শুধু মুখ্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য নয়, সাংস্কৃতিক ও গার্হস্থ্য সামগ্রী তথা স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও আরও বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য। গৃহস্থালীর কাজ সহজতর করার জন্য এবং সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা উন্নত করার জন্য, গৃহস্থালির কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমাতে সাহায্য করে, অবসর সময় বাড়াতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে এমন সব জিনিস ও সরঞ্জামাদি উৎপন্ন হচ্ছে।

সেই সঙ্গে, সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উপরে নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানার এক পারস্পরিক প্রভাব থাকে, কেননা শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের সঙ্গে তা সংযুক্ত এবং শ্রমজীবী জনগণের শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে তা সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির গতিহার যত দ্রুত এবং সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির স্তর যত উঁচু, শ্রমজীবী জনগণের জ্ঞান, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ও সাধারণ সংস্কৃতির উপরে চাহিদাগুলি তত বেশি। নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানা তথা সমাজ, এই সমস্ত চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই জন্যই তার বিকাশ সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের একটা

আবশ্যিক উপাদানই শুধু নয় উৎপাদনের সীমাহীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিকাশ শ্রমজীবী জনগণের চাহিদাগুলির পূর্ণতর পরিতৃপ্তি ঘটায়, তাদের সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত মান উন্নত করতে সাহায্য করে, এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের কাজ আরও সুদক্ষ করতে সাহায্য করে।

তাই, আমরা দেখেছি নিজস্ব চাহিদা আর সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বমুখো ও নির্ভরশীলতা আছে। নতুন চাহিদাগুলি উৎপাদনের উপরে সব সময়ে নতুন দাবি উপস্থিত করে, তার অধিকতর বিকাশের সেটা উৎস হয়। সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে একত্রে নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানা বিকশিত হয়। বস্তুতপক্ষে, জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি ও তার বর্ধিষ্ণু কর্মদক্ষতা শ্রমজীবী জনগণের নিয়ত বর্ধমান নিজস্ব চাহিদাগুলি পূরণের এক দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি যোগায়।

সেই সঙ্গে, চাহিদাপূরণ বৈষয়িক মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যক্তিমানুষের বিশেষ দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ আত্মিক বিকাশ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে; যদিও বৈষয়িক কায়িক চাহিদাপূরণ খোদ মানবজীবনের পুনরুৎপাদনের পক্ষেই সর্বদা নিয়ামক থাকে। আত্মিক চাহিদাপূরণও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশ দিয়ে।

সমাজতন্ত্রে, সমাজ উৎপাদন ও তার গঠনকাঠামো

নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে শারীরিক, আত্মিক, সামাজিক চাহিদাগুলি যুগপৎ পূরণ করা সম্ভব হয়।

নিজস্ব চাহিদাগুলির মানোন্নয়ন সমাজতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী উন্নত করার ও নতুন ব্যক্তিমানুষ গঠনের এক আবশ্যিক শর্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের চাহিদা গঠনের উপরে এক উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এখানে মানদণ্ডটি হল সামাজিক উৎপাদনের চরম লক্ষ্য অর্জন: উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিদ্যমান স্তর অনুসারে ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

নিজস্ব প্রয়োজনীগুলি গঠনের ক্ষেত্রে, ভোগ্যপণ্য বণ্টণের ধরন ও রূপগুলি উন্নত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারিশ্রমিক ও সামাজিক ভোগ তহবিল বৃদ্ধির মধ্যে উন্নততর ভারসাম্য ঘটিয়ে সমাজ জনগণের বৈষয়িক সামাজিক ও আত্মিক চাহিদাগুলির বিকাশের অনুপাতকে প্রভাবিত করে।

২। সমাজতন্ত্রে সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি

সমাজতন্ত্রে সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি-মালিকানা সামাজিক মালিকানারই এক প্রকারভেদ। সামাজিক সংগঠনগুলির অধিকৃত বৈষয়িক মূল্যের মালিকানা, ব্যবহার ও বিলি-বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সম্পর্ককে তা প্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রে ট্রেড-ইউনিয়ন, সৃষ্টি-শীল কর্মীদের ইউনিয়ন (স্থপতি ও লেখকদের ইউনিয়ন, থিয়েটার সমিতি, ইত্যাদি), স্বেচ্ছাব্রতী সমিতির (উদ্ভাবক ও র‍্যাশনালাইজারদের সমিতি,

প্রকৃতি-সংরক্ষণ সমিতি, অগ্নি-নিরোধক সমিতি, বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সমিতি, জনসমষ্টির মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সমিতি, ইত্যাদির) মতো সামাজিক সমিতিগুলির সম্পত্তি আছে। শ্রমজীবী জনগণের বহুবিধ স্বার্থ পূরণে এই সমস্ত সমিতিও সমাজতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, নিজেদের কাজকর্ম চালানোর জন্য তাদের বৈষয়িক তহবিল অবশ্যই থাকা দরকার।

তাদের সম্পত্তি-মালিকানাও সমাজতান্ত্রিক, তা হলেও উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) ও সমবায়িক রূপ থেকে তা পৃথক। সামাজিক সংগঠনগুলি উৎপাদনের উপায় উৎপাদনকারী উদ্যোগসমূহ চালায় না, তাই তাদের সম্পত্তি বেশির ভাগই ব্যবহৃত হয় অ-উৎপাদনী উদ্দেশ্যে।

এই সংগঠনগুলির সম্পত্তি-মালিকানা অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রটির ক্রিয়ার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ। এখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনেকাংশেই প্রকাশ পায় ইতিমধ্যেই লভ্য বৈষয়িক মূল্যগুলির বিনিময় ও ভোগের ব্যবস্থা করার মধ্যে অথবা সেই সমস্ত অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির মধ্যে, যেগুলিকে তাদের সদস্যরা ভোগ করে নানান কৃত্যক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ও আত্মিক কৃত্যকসমূহের রূপে, নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য।

সামাজিক সংগঠনগুলির সহায়-সম্পদ বেশির ভাগই সামাজিক ক্ষেত্রের ভিতরে ক্রিয়া করে বলে, সেগুলির কাজ হল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের সাংস্কৃতিক, আত্মিক ও অন্যান্য চাহিদা মেটানো। বিশেষত, শ্রম-

জীবী জনগণকে সেগুলি প্রশিক্ষণ দেয় উৎপাদন ও সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনায় এবং খেলাধুলো ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ চালায়।

সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হল স্যানাটোরিয়াম, বিশ্রামভবন, সংস্কৃতি প্রাসাদ, ক্লাব, স্টেডিয়াম, ইত্যাদি।

সেই সম্পত্তি অনেকাংশে গঠিত হয় সামাজিক সংগঠনগুলির সদস্যদের আয়ের একটা অংশকে ভর্তি ফি ও সদস্য চাঁদার রূপে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একত্র জড়ো করার মধ্য দিয়ে। ভাষান্তরে, সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি গঠিত হয় ব্যক্তিদের নিজস্ব অর্থদানের ভিত্তিতে; সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী জনগণের নিজস্ব সম্পত্তির একাংশের স্বতঃপ্রণোদিত সামাজিকীকরণ ঘটে, এবং নিজস্ব ও সমগ্র জনগণের উপযোজনের জন্য লভ্য করা সামাজিক উৎপাদের একাংশের নির্দিষ্ট একটা পুনর্বণ্টনও ঘটে।

সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক সাধারণত আইনে বিবৃত থাকে সম্পত্তি-মালিকানার অধিকারের রূপে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ট্রেড-ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের নিজেদের সংবিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সম্পত্তি দরকার হয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-মালিকানা তাকেও বেষ্টন করে।

সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের পরিসরে সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তির একটিমাত্র সম্ভার-জাতীয় কিছু নেই, কেননা তাদের প্রত্যেকটির আছে নিজের সম্পত্তি।

তা সত্ত্বেও সামাজিক সংগঠনগুলি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন না হলেও, সমগ্র জনগণের মালিকানার বিষয়গুলির সঙ্গে সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন, সেগুলির অবস্থিতি সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত ইমারতগুলিতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত জমিতে, এবং সেগুলি সমগ্র জনগণের সার্বজনিক উদ্যোগ ও অন্যান্য কৃত্যক, ঘরবাড়ি সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে। সামাজিক সংগঠনগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যও দেয়।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময়ে রাষ্ট্র কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদের হাতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু পরিসম্পদ তুলে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বাস্থ্যাবাস, স্যানাটোরিয়াম ও বিশ্রামভবনগুলির সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে, সামাজিক সংগঠনগুলির পরিসম্পদ তাদের নিজেদের কাজ কর্মের মধ্য দিয়েও: প্রকাশনা, অর্থমূল্যের বিনিময়ে বক্তৃতা, কনসার্ট, প্রদর্শনী, প্রভৃতির মধ্য দিয়েও বাড়ে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি রক্ষা করে এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার সেই রূপটিকে বিকশিত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

সামাজিক সংগঠনগুলির পরিসম্পদ ব্যবহৃত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি অনুযায়ী। এই সংগঠনগুলি তাদের সংবিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের সম্পত্তির দখল, ব্যবহার ও বিলিবন্দোবস্তের নিজস্ব নিয়মাবলী নিজেরাই প্রণয়ন করে।

সামাজিক সংগঠনগুলি তাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে তাদের আয়ত্ত পরিসম্পদের বণ্টন ও পুনর্বণ্টনেই আরও বেশি করে জড়িত হয় তাই নয়, শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান আত্মিক, সৃষ্টিশীল চাহিদাপূরণ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের সর্বাঙ্গীণ সুসমঞ্জস বিকাশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিস্তৃততর উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের (যেমন প্রকাশনা) মধ্য দিয়ে এই সমস্ত পরিসম্পদ সম্প্রসারিত করার কাজেও জড়িত হয়।

সামাজিক সংগঠনগুলির বৈষয়িক ও আর্থিক ভিত্তির শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশ এবং সেগুলির ক্রমবর্ধমান কর্মদক্ষতা বাস্তব সমাজতন্ত্রের অবস্থায় সেগুলির বৃহত্তর ভূমিকা ও গুরুত্ব সূচিত করে, আর সামাজিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার উন্নতি সামাজিক সংগঠনগুলির অধিকতর বিকাশকে সূচিত করে; অর্থাৎ একটা পরস্পরনির্ভর প্রক্রিয়া চলে, যেখানে নেতৃভূমিকা পালন করে উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রীতে সমগ্র জনগণের মালিকানা।

সামাজিক সংগঠনগুলি বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য চাহিদাকে উদ্ঘাটিত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের সেই ক্ষেত্রটিতেও সংঘক্রিয়াবাদী নীতিসমূহ লালন করতে সাহায্য করে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

৩। সমাজতন্ত্রের নিজস্ব সহায়ক খামার

কৃষি সমবায়গুলির সদস্যরা, রাষ্ট্রীয় খামার ও আন্তঃখামার উদ্যোগগুলির শ্রমিক ও অফিস-কর্মীরা, এবং গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা যে নিজস্ব সহায়ক খামার রাখে, সেগুলি হল সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানার এক বিশেষ রূপ।

এখানে নিজস্ব সম্পত্তির বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত হল ক্ষুদ্র-পরিসর উৎপাদনের উপায়, উৎপাদনশীল গবাদি পশু, দীর্ঘজীবী গাছপালা, উপগৃহ এবং নিজস্ব সহায়ক খামারের উৎপন্ন সামগ্রীও। এখানে বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎস সামাজিক উৎপাদনে কাজ নয় বরং এক নিজস্ব সহায়ক খামারে কাজ, যা গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী জনগণকে সক্ষম করে তোলে উৎপাদন থেকে তাদের আয়ের সম্পূরণ ঘটাতে এবং তাদের চাহিদাগুলি অধিকতর মাত্রায় পূরণ করতে। সহায়ক খামারগুলি প্রয়োজন, কারণ সামাজিকীকৃত ক্ষেত্রটি তখনও খামারজাত সামগ্রীর প্রাচুর্য উৎপন্ন করে না এবং কৃষিজাত কাঁচামালে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত চাহিদা ও জনসমষ্টির খাদ্যের বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে না।

নিজস্ব সহায়ক খামারগুলিকে একক, ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদন হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এক পরক উপাদান হিসেবে দেখা উচিত নয়। সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা — এবং তার উপরে নির্ভর করে। যে ব্যক্তিটি এইরকম একটি

খামার চালায়, সে হল সেই মেহনতি ব্যক্তিই যে সামাজিক (যৌথ) উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে; গ্রামাঞ্চলে জনশক্তি সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহার ঘটাতে তা সাহায্য করে, কেননা শ্রমজীবী জনগণের পরিবারের সদস্যদের, পেনশনভোগীদের ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের তা জড়িত করে।

নিজস্ব সহায়ক খামারগুলিতে উৎপন্ন অধিকাংশ সামগ্রী সেই ধরনের চাষ-আবাদে নিযুক্ত পরিবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য যায়, আর উদ্বৃত্ত উৎপাদের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাজারে ছাড়া হয়; তা পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করে। যে সব শ্রমজীবী জনগণের সহায়ক খামার নেই তাদের খাদ্যসামগ্রী মেটানোর এটা শুধু একটা বাড়তি উৎসই নয়, বরং তা বাজারে খাদ্যসামগ্রীর সম্ভারও সক্রিয়ভাবে গঠন করে; শহুরে ও গ্রামীণ জনসমষ্টির খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে, নিজস্ব সহায়ক খামারগুলি গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের অর্জিত আয় বাড়ায়, এবং তাই শহুরে ও গ্রামীণ জনসমষ্টির আয়কে সমস্তরে নিয়ে আসে।

সুতরাং, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজে নিজস্ব সহায়ক খামারগুলি হল সামাজিক ও ব্যক্তিক স্বার্থকে মেলানোর এক অর্থবহ রূপ, এবং তা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সেই জন্যই, সামাজিক উৎপাদনের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব সহায়ক চাষ-আবাদের বিকাশসাধন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজকের দিনের কৃষি কর্মনীতির একটা

বড় বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র ও যৌথ খামারগুলি নাগরিকদের তাদের সহায়ক খামারগুলিতে কাজ করার জন্য সাহায্য করবে।

সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংবদ্ধতা নিজস্ব সহায়ক চাষ-আবাদের বিকাশের বর্তমান পর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। সমবায়গুলির সঙ্গে চুক্তি করে গ্রামীণ অধিবাসীরা তাদের জন্য গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পুষ্ট করতে পারে। সেই ধরনের খামারকর্মে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় উদ্যোগগুলি নিজস্ব সহায়ক খামারগুলিকে পশুখাদ্য, পরিবহণ, প্রাণিবিদ্যা-কৃৎকৌশল ও পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা যোগানোর এবং তাদের উৎপাদ বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে সমস্ত সাংগঠনিক বিষয়ের দেখাশোনা করে।

নিজস্ব সহায়ক চাষ-আবাদের নিহিত-ক্ষমতাগুলির এই ধরনের ব্যবহার সামাজিক তথা নিজস্ব সম্পত্তি-মালিকানাকে ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির আন্তঃসংযোগকে শক্তিশালী করে, উৎপাদন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ করতে সাহায্য করে।

সহায়ক খামারগুলিতে উৎপাদন ও কাজের অবস্থা উন্নত হয়; আরও পরিশীলিত কৃৎকৌশল প্রবর্তিত হয়, আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় আধুনিক সাজসরঞ্জাম, খনিজ সার, কীটনাশক, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষির শিল্পায়ন, বিশেষীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের এবং আন্তঃখামার ও কৃষি-শিল্প সংবদ্ধতা বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে নিজস্ব

সহায়ক খামারগুলি বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং সমাজতান্ত্রিক খামারকর্মের অধিকতর বিকাশের জন্য সেগুলির সংরক্ষিত শক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত শ্রম কার্যকলাপও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কার্যকলাপের লক্ষ্য — পণ্য ও কৃত্যকে সামাজিক চাহিদা বেশি পূরণ করা, পেনশনভোগী ও ছাত্রছাত্রীদের কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি করা, তাদের শ্রম নিয়োগ অনুযায়ী তাদের অতিরিক্ত আয় পাওয়ার সম্ভাবনা দেওয়া। ব্যক্তিগত শ্রম কার্যকলাপ কুটির শিল্পে ও কৃত্যকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত। কার্যকলাপের সমস্ত রূপের ভিত্তি — ব্যক্তি ও তার পরিবারের শ্রম। রাষ্ট্র এই কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও সামাজিক স্বার্থে ব্যবহার করে।

নিজস্ব সহায়ক খামারকর্ম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে তার বিকাশের সেই পর্যায়টি পর্যন্তই স্বকীয় যখন সামাজিক (রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক) খামারগুলি উচ্চ বিকশিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ভিত্তিতে জনসমষ্টি ও সমাজের খামারজাত সামগ্রীর সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

সুতরাং, সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তি আসে জাতীয় অর্থনীতিতে কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের আয় থেকে; সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে প্রাপ্তি ও উপকারগুলি থেকে; এবং নিজস্ব সহায়ক খামারকর্ম বাবদ আয় থেকেও।

নিজস্ব সম্পত্তির প্রধান উৎস হল সামাজিক উৎপাদনে কাজ অনুযায়ী বণ্টনের মধ্য দিয়ে পাওয়া আয়।

বিকাশমান উৎপাদনী শক্তিসমূহের অভিঘাতে এবং সমাজের জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলির অভিঘাতেও নিজস্ব সম্পত্তি পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চলে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার সমগ্র জনগণের রূপ ও সমবায়িক রূপের নিকটবর্তী হওয়াটাও এই সমস্ত রূপের মধ্যে সামাজিক উৎপাদনের অসম স্তরজনিত নিজস্ব সম্পত্তির গঠনকাঠামোয় প্রভেদগুলিও হ্রাস করে।

* * *

তাই, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার সম্পর্ক এক অখণ্ড ব্যবস্থা, তার অন্তর্ভুক্ত হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে দুইটি রূপে সামাজিক মালিকানা (সমগ্র জনগণের ও সমবায়িক); ভোগের সামগ্রীতে নিজস্ব মালিকানা ও তার প্রকারভেদ -- ব্যক্তিগত শ্রম ক্রিয়াকলাপ ও নিজস্ব সহায়ক খামারের মালিকানা, এবং সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পত্তি।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি, তার শক্তির, সামাজিক উৎপাদনের নিয়ত বৃদ্ধির ও জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির অফুরন্ত উৎস। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার ঐতিহাসিক সুফল এই যে, তা মানুষের উপরে মানুষের শোষণের অবসান ঘটায়, তার মানে এই যে শ্রমজীবী জনগণ আর

পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করে না, একান্তভাবেই নিজেদের জন্য ও তাদের সমাজের জন্য কাজ করে। ফলে, কাজের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়, এবং কাজ এক নতুন অর্থপূর্ণ তাৎপর্যে ও অন্তর্বস্তুতে পূর্ণ হয়, কেননা সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমানুষের অবস্থা মুখ্যত নির্ভর করে তার নিজের কাজের উপরে।

জনসাধারণ অবাধে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সুযোগ লাভ করে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন: 'পুরনো আমলে, মানুষের প্রতিভা, মানুষের মস্তিষ্ক, সৃষ্টি করেছিল শুধু কিছু লোককে প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির সুফলগুলি দেওয়ার জন্য এবং অন্যদের ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, শিক্ষা ও বিকাশ থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এখন থেকে প্রযুক্তির সমস্ত বিস্ময় ও সংস্কৃতির অর্জনগুলি সামগ্রিকভাবে জাতির সম্পত্তি, এবং আবার কখনও মানুষের মস্তিষ্ক ও মানবপ্রতিভা নিপীড়ন ও শোষণের জন্য ব্যবহৃত হবে না।'* সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে নির্মিত বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লেনিনের অন্তর্ভেদী পূর্বাভাসের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করছে।

---

* V. I. Lenin, *Third All Russia Congress of Soviets of Workers', Soldiers' and Peasants' Deputies, January 10-18, (23-31), 1918. Summing-up-Speech at the Congress, January 18(31), Collected Works,* Vol. 26, Moscow, 1974, p. 481-482.

অ-জাতীয়করণ — ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির ও একক পুঁজিপতিদের পরিসম্পদ জাতীয়করণের ফলে অথবা রাষ্ট্রের ব্যয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মাণের ফলে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ ব্যবস্থা, ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ফিরিয়ে দেওয়া।

অর্থনীতির সামরিকীকরণ — অর্থনীতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ চালানোর স্বার্থের অধীনস্থ করা।

অর্থনৈতিক নিয়ম — মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক, বা উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সারগত ও স্থিতিশীল বিষয়গত পরস্পরসম্পর্ক ও কার্য-কারণ সংযোগ।

অর্থনৈতিক সংকট — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে

দ্বন্দ্বের দরুন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনে অল্পবিস্তর পর্যায়ক্রমিক মন্দা।

অর্থনৈতিক সমানতা — উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে সমাজের সকল সদস্যের সমান স্থান-মর্যাদা; উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার জয়যুক্ত প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ বিলুপ্তির ফলে তা কায়েম হয়।

অর্থনৈতিক স্বার্থ — ব্যক্তিমানুষ, জনগোষ্ঠী ও সামগ্রিকভাবে সমাজের চাহিদাগুলির বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ। একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থ হল তার উশুল-হওয়া চাহিদাগুলির অভিব্যক্তি।

উৎপাদন — যে প্রক্রিয়ায় জনগণ তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি করে, এবং যে প্রক্রিয়ায় তারা প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উপরে ক্রিয়া করে সেগুলিকে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণকারী উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

উৎপাদন প্রণালী — বৈষয়িক মূল্য লাভের ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ এক প্রণালী, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক — এই দুটি উপাদানের ঐক্য।

উৎপাদন-সম্পর্ক — বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ সংক্রান্ত যে সম্পর্ক মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে বিষয়গতভাবে, অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে; উৎপাদনের সামাজিক দিক।

উৎপাদনের উপায় — সর্বমোট শ্রমের সাধিত্র (যন্ত্র-

পাতি, সরঞ্জাম, ইমারত ইত্যাদি) ও শ্রম প্রয়োগের বিষয় (কাঁচা ও অন্যান্য মাল, জ্বালানি, ইত্যাদি)।

উৎপাদনের বিশেষীকরণ — সামাজিক শ্রম বিভাজনের একটি রূপ, যা অর্থনীতির এক ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিশেষীকৃত শাখায় ও একই ধরনের উৎপাদ উৎপন্নকারী উদ্যোগগুলিতে প্রকাশ পায়।

উৎপাদনের সামাজিকীকরণ — জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্ড-বিক্ষিপ্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলিকে মিলিয়ে এক সংলগ্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করা।

উৎপাদিকা শক্তিসমূহ — ব্যক্তিক ও কৃৎকৌশলগত উপাদানসমূহের এক ব্যবস্থাতন্ত্র, যা সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিপাকীয় বিনিময় কার্যকর করে।

উদ্বৃত্ত মূল্য — মজুরি-শ্রমিকরা নিজেদের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত যে মূল্য সৃষ্টি করে এবং পুঁজিপতিরা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যা উপযোজন করে, এবং উৎপাদন ও উপযোজনই পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রণালীর লক্ষ্য।

একচেটিয়া সংস্থা — একটি বড় উদ্যোগ বা অনেকগুলি উদ্যোগের পরিমেল, যা উৎপাদন ও বিপণনের বড় একটা অংশ অধিগ্রহণ করে এবং একচেটিয়া মুনাফা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

কমিউনিজম -- উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, মানবজাতির সামাজিক প্রগতির সর্বোচ্চ

রূপ, যা ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

কৃষকসমাজ — কৃষিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণী, যে উৎপাদনের উপায়ের মালিক ও শ্রমের উৎপাদ উৎপন্ন করে।

জাতীয়-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা — ভবিষ্যতের এক নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্য বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক কর্তব্যকর্ম উপস্থিত করা, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের মধ্যে অনুকূলতম অনুপাতগুলি প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজকর্ম।

জাতীয়করণ — ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধৃত উৎপাদনের উপায়কে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা: কে তা সম্পন্ন করে ও কার স্বার্থে তা সম্পন্ন হয়, তদনুযায়ী সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুতে পার্থক্য থাকে।

দাস-মালিক উৎপাদনপ্রণালী — মানবজাতির ইতিহাসে মানুষের উপর মানুষের শোষণ-ভিত্তিক প্রথম উৎপাদনপ্রণালী; তার অবলম্বন ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ও প্রধান মেহনতি-ক্রীতদাসদের উপরেই দাস-মালিকের মালিকানা, ক্রীতদাসদের শোষণ করা হত অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ করে।

নয়া উপনিবেশবাদ — সদ্যমুক্ত দেশগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ধরে রাখা ও একচেটিয়া মুনাফা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের উপরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাপিয়ে দেওয়া অবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থা।

নিজস্ব সম্পত্তি — সমাজের সদস্যদের দ্বারা নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্দিষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলি উপযোজন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

নিজস্ব সহায়ক চাষ-আবাদ — সমাজতন্ত্রে গৃহ সংলগ্ন জমির টুকরোর উপরে চাষ-আবাদ, তার ভিত্তি হল নিজস্ব শ্রম, তা আয়ের এক বাড়তি উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শ্রমজীবী জনগণের খাদ্যের চাহিদাপূরণে সাহায্য করে।

পণ্য — শ্রমের একটি উৎপাদ, যা মানুষের কোনো প্রয়োজন মেটায় এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের জন্য উদ্দিষ্ট।

পণ্য উৎপাদন — সামাজিক উৎপাদনের একটি রূপ, যেখানে উৎপাদগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলির উৎপাদকদের নিজস্ব ভোগের জন্য নয়, বরং ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে বাজারে বিনিময়ের জন্য। তা উদ্ভূত হয় সামাজিক শ্রম বিভাজন ও উৎপাদকদের অর্থনৈতিক পৃথগ্‌ভবনের ভিত্তিতে।

পুঁজি — পুঁজিপতিদের দ্বারা মজুরি শ্রমিকদের শোষণের ফলে যে মূল্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে; তা প্রকাশ করে বুর্জোয়া সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণীর যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করে সেই পুঁজিপতিরা এবং কাজ করার সামর্থ্য ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, এবং যারা তা পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় সেই মজুরি শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক।

পুঁজিবাদ — উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ও পুঁজি-কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব (উত্তরণকাল) — এক ঐতিহাসিক কালপর্ব, মেহনতি কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল (প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র) দিয়ে তা শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তা শেষ হয়।

পুঁজিবাদে মজুরি — শ্রমশক্তির, অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে মজুরি-শ্রমিক কর্তৃক বিক্রীত কাজ করার ক্ষমতার মূল্যের (এবং তদনুযায়ী, দামের) এক পরিবর্তিত রূপ।

পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা — উৎপাদনের উপায়ের উপরে বুর্জোয়া মালিকানার একটি রূপ, যখন এগুলি রাষ্ট্রের করায়ত্তে থাকে।

পুঁজিবাদে সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা — একদল শ্রমজীবী মানুষ যখন সম্মিলিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে তাদের উৎপাদনের উপায়, অর্থদান, প্রভৃতির সমস্তটা অথবা একটা অংশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একত্র করে, তখন যে যৌথ সম্পত্তি-মালিকানা উদ্ভূত হয়।

পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম — পুঁজিবাদী উৎপাদনের কারণগুলি, চালিকা শক্তি ও লক্ষ্য যা

নির্ধারণ করে সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম; এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি।

বণ্টন — উৎপাদন-সম্পর্কের এক অঙ্গীয় অংশ, যেখানে উৎপাদটি উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়; বণ্টনের নীতি নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার ধরন দিয়ে।

বিনিময় — জনগণের মধ্যে কাজকর্মের এক পারস্পরিক বিনিময়, যা প্রকাশ পায় হয় সরাসরি উৎপাদনে না হয় শ্রমের ফল, উৎপাদগুলির রূপে।

বেকারি — পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ব্যাপার, যেখানে শ্রমজীবী জনগণের একাংশ কাজ পেতে পারে না, পুঁজির সঞ্চয়ন ও শ্রমশক্তির আপেক্ষিক চাহিদায় হ্রাস হেতু তারা পরিণত হয় আপেক্ষিকভাবে উদ্বৃত্ত এক জনসমষ্টিতে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি — বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সংক্রান্ত সম্পর্ক, ব্যক্তিমানুষের দ্বারা উৎপাদনের উপায় ও তার ফলস্বরূপ উৎপাদগুলির উপযোজন এর সঙ্গে জড়িত।

ভোগ — উৎপাদনে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলির ব্যবহার, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়। ভোগ দুই ধরনের: উৎপাদনশীল, যখন যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় ব্যবহৃত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়; এবং নিজস্ব, যখন ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব চাহিদাপূরণের জন্য বহুবিধ বৈষয়িক মূল্য (খাদ্য, বস্ত্র, সাংস্কৃতিক ও গার্হস্থ্য সামগ্রী, ইত্যাদি) ব্যবহার করে।

মানুষের উপরে মানুষের শোষণ — যে শ্রেণীটি উৎপাদনের উপায়ের মালিক তার দ্বারা সাক্ষাৎ

উৎপাদকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদের এবং কখনও কখনও আবশ্যকীয় উৎপাদটির একটি অংশও উপযোজন।

মূল্য — একটি পণ্যে অঙ্গীভূত ও বিনিময়ে প্রকাশিত সামাজিক শ্রম।

যৌথ খামার (কলখোজ) — সোভিয়েত কৃষিতে যৌথভাবে পরিচালিত, সমবায়িক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদক উদ্যোগ, সামাজিক উৎপাদনের উপায় ও যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে সম্মিলিত চাষ-আবাদের উদ্দেশ্যে কৃষকদের এক স্বতঃপ্রণোদিত পরিমেল।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ — সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের অধুনাতম পর্যায়, যখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে একটিমাত্র ব্যবস্থাপ্রণালীতে পরিণত করা হয় একচেটিয়া পুঁজির আরও বেশি মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করার জন্য, এক আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করার জন্য, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালানোর জন্য।

শ্রম — প্রাকৃতিক পদার্থকে মানুষের চাহিদা পূরণকারী এক ভোক্তা মূল্যের রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সচেতন মানবিক ক্রিয়া।

শ্রম উৎপাদনশীলতা — মানুষের উৎপাদনশীল ক্রিয়া-কলাপের ফলপ্রসূতা, কার্যকরতা, যার পরিমাপ হয়

কর্ম-সময়ের একটি এককে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যের পরিমাণ দিয়ে, অথবা তার উল্টো, উৎপাদটির এক-পিছু ব্যয়িত কর্ম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে।

শ্রম বিভাজন — শ্রমের সাধিত্রগুলির বিকাশ ও প্রভেদনের দরুন বিভিন্ন ধরনের শ্রমমূলক ক্রিয়ার পৃথগ্‌ভবন; শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর অন্যতম প্রধান উপাদান।

শ্রমশক্তি — মানুষের কাজের ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত তার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যের সমগ্রতা।

শ্রমিক শ্রেণী — পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক মূল্যসমূহের সাক্ষাৎ উৎপাদক, প্রধান উৎপাদিকা শক্তি। পুঁজিবাদে সেটি হল মজুরি-শ্রমিকদের একটি শ্রেণী, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবনধারণ করে; সমাজতন্ত্রে, তা হল রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত মুক্ত শ্রমজীবী জনগণের একটি শ্রেণী।

শ্রমের সহযোগ — বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্য উৎপাদনে আলাদা আলাদা শ্রমজীবী মানুষের যুক্ত ও সম্মিলিত ক্রিয়া।

সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানা — সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার প্রধান রূপ, যেখানে সমাজের সকল সদস্য উৎপাদনের উপায় ও ফলের সহমালিক।

সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট উৎপাদন প্রণালীর প্রথম পর্যায়, যার সামাজিক ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের

উপরে সামাজিক মালিকানা। সমাজের সকল সদস্যের চাহিদা সম্ভাব্য পূর্ণতররূপে পূরণ করার স্বার্থে ও ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের স্বার্থে সুষমভাবে তা বিকশিত হয়; সমাজতন্ত্রে বৈষয়িক মূল্যগুলি বণ্টিত হয় এই নীতির ভিত্তিতে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী'।

সমাজতন্ত্রে মজুরি — জাতীয় আয়ের যে অংশটি শ্রমজীবী জনগণের নিজস্ব ভোগের পিছনে যায় এবং তাদের নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টিত হয়, সেই অংশে শ্রমিক ও অফিস-কর্মীদের ভাগ (অর্থ-রূপে প্রকাশিত)।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা — সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে সামাজিক মালিকানার একটি রূপ, যখন মালিকানার বিষয়গুলি পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা সমষ্টির পরিবর্তে সমাজের সকল সদস্যের করায়ত্ত।

সমাজতন্ত্রে সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা — সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ, যা রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি মালিকানার মতো একই ধরনের, কেননা তার ভিত্তি হল উৎপাদনের মূল উপায়সমূহের সামাজিকীকরণ।

সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গতির যে নিয়ম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়ত বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল সদস্যের সম্ভাব্য পূর্ণতম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

সম্পত্তি-মালিকানা — উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদ উপযোজন ও ব্যবহার সংক্রান্ত মানবিক সম্পর্ক।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী — জমিতে সামন্ত প্রভুদের (ভূস্বামীদের) মালিকানা এবং সামন্ত প্রভুর মালিকানাধীন জমিতে একক চাষ-আবাদে নিযুক্ত সাক্ষাৎ উৎপাদক, কৃষকদের ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের এক প্রণালী।

সামাজিক ভোগ তহবিল — সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিক ভোগ তহবিলের অংশ, এক নির্দিষ্ট পরিধির সর্বজনীন চাহিদাপূরণে (জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি) ব্যক্তিমানুষ, বর্গ ও শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ সমস্তর করার জন্য যা ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা — বৈষয়িক মূল্যগুলির মালিকানা যখন ঐকত্রিক, যেমন সমাজতন্ত্রে, তখন উৎপাদনের উপায় বা ভোগের সামগ্রী সংক্রান্ত মানবিক সম্পর্ক।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বলগ্ন; তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন শীর্ষস্থানীয় দেশগুলিতে একচেটিয়া সংস্থাগুলি প্রাবল্য অর্জন করেছিল।

সুষম বিকাশ — সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সংগঠন ও ক্রিয়ার একটি রূপ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিকাশসাধনে নির্দিষ্ট অনুপাত প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।